শিক্ষা ও শ্রেণী সম্পর্ক

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ

৬, এ্যান্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ
১৩৬৩

প্রকাশক
মজহারুল ইসলাম
৬, এ্যান্টনী বাগান লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রক
সুধীর পাল
সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১৪/১এ, রাজা রামমোহন সরণী
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পী
খালেদ চৌধুরী

মূল্য : তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

আর আপনাদের শিক্ষাটা! সেটাও কি সামাজিক নয়? সমাজের যে অবস্থার আওতায় শিক্ষাদান চলে তা দিয়ে সমাজের সাক্ষাৎ কিংবা অপ্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ মারফত, স্কুল ইত্যাদির মাধ্যমে কি সে-শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হয় না? শিক্ষা ব্যাপারে সমাজের হস্তক্ষেপ কমিউনিস্টদের উদ্ভাবন নয়, তারা চায় শুধু সমাজের হস্তক্ষেপের প্রকৃতিটা বদলাতে, শাসক শ্রেণীর প্রভাব থেকে শিক্ষাকে উদ্ধার করতে।

—মার্কস-এঙ্গেল্‌স

কমিউনিস্ট ইস্তাহার

সুশিক্ষিত মানুষ বলতে আমরা তাদেরই বুঝাই যারা অপরে যে-কাজ করে সে-সমস্ত সবই করতে পারে।

—হেগেল

(মার্কস কর্তৃক উদ্ধৃত, ক্যাপিটাল,

প্রথম ভলিউম, চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ)

বর্ধমানের জনদরদী নেতা—
সংগ্রামী মানুষের একনিষ্ঠ সাথী—
শহীদ কমরেড শিবশঙ্কর চৌধুরীর উদ্দেশে

ভূমিকা

"...আপনাদের শিক্ষাটা! সমাজের সাক্ষাৎ কিংবা অপ্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ মারফত স্কুল ইত্যাদির মাধ্যম কি সে-শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হয় না? শিক্ষাব্যাপারে সমাজের হস্তক্ষেপ কমিউনিস্টদের উদ্ভাবন নয়; তারা চায় শুধু হস্তক্ষেপের প্রকৃতিটা বদলাতে, শাসক শ্রেণীর প্রভাব থেকে শিক্ষাকে উদ্ধার করতে।" কমিউনিস্ট ইস্তাহারে এই ভাষায় শিক্ষা সম্বন্ধে শাসক শ্রেণীর ভূমিকা কি তা মার্কস এঙ্গেল্‌স্ বুঝিয়ে দেন। তাছাড়া শোষিতকে অক্ষর পরিচয় থেকেও বঞ্চিত রাখা হয়েছে—যা এমন কি শোষণবিশিষ্ট সমাজের ইতিহাসেও অধিকতর পশ্চাদ্‌পদতার পরিচায়ক।

এই পুস্তকে মোটামুটি উপরোক্ত বিষয় ও শিক্ষা সম্বন্ধে মার্কসবাদের আদর্শ আলোচিত হয়েছে। শাসক শ্রেণীর পরিচালিত সমাজে কিভাবে উল্লেখিত "সাক্ষাৎ কিংবা অপ্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ" ঘটেছে, দেশে কিংবা বিদেশে, সংক্ষেপে তার কিছু পরিচয় রাখা হয়েছে। "জনশিক্ষাব প্রতিবন্ধক" শীর্ষক প্রথম প্রবন্ধে—ইংরাজ আসার আগে দেশে সাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থাটা কেমন ছিল, কেমন করে তা ধ্বংস হলো, পরিবর্তিত অবস্থায় নতুন করে আবার শিক্ষার প্রস্তাব কিভাবে উপস্থাপিত হলো কিভাবে তা বাধার সম্মুখীন হলো এ সবের আলোচনা আছে। অবশ্য জনশিক্ষায় পশ্চাদ্‌পদতার জন্য প্রধানতঃ পরাধীনতা এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই দায়ী। কিন্তু এই সাধারণ চরিত্রের মধ্যে মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিম বাংলা বা বোম্বাই এবং কলকাতায় কেন ফারাক হলো, কেন বাংলা দেশ বা কলকাতা মহারাষ্ট্র বা বোম্বাই হতে পিছিয়ে থাকলো তা বুঝতে হলে ইংরাজের শাসন আমলে (এবং পরে স্বাধীনতার আমলে এখনও) রাজস্ব বণ্টনে আগের যুক্ত বাংলা (বা এখনকার পশ্চিম বাংলার প্রতি অবিচার) ঘটেছিল (বা এখনও ঘটছে) শুধু এইটুকুতেই ব্যাখ্যা হয় না যদিচ তা উপেক্ষা করার মতো নয়। ১৮৫৯ সালের ভারত সচিবের ডিসপ্যাচের পর অন্যান্য প্রদেশে শিক্ষার কর প্রয়োগের মাধ্যমে অগ্রগতি হলো—কিন্তু বাংলা দেশে জমিদারদের আপত্তির কারণে হলো না। এ বিষয়ে পুস্তকের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এইরূপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলা দেশের অগ্রগতির পথে এক বিরাট অভিশাপ থেকেছে। কেন্দ্রীয় রাজস্ব বণ্টনের ব্যাপার সম্পর্কে

অন্যত্র লিখেছি। এখানে আর বিস্তৃত আলোচনা করিনি। তবে অতীতের বিচারে যাই হোক এখন ঐটাই বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। (বিস্তৃত আলোচনার জন্য 'নন্দন' পত্রিকার ১৩৭৯ সালের শ্রাবণ সমালোচনা সংখ্যায় আমার লেখা একটি প্রবন্ধের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো।)

উপর থেকে জ্ঞানের সঞ্চার

একটি বিষয় উল্লেখ করলেও খুব বেশী আলোচনা করিনি। কারণ, সেটি শিক্ষা বিষয়ক পাঠ্য পুস্তকাদিতে সর্বত্র আলোচিত। তবে পরিশিষ্ট (খ-এ) মেকলের উক্তি এবং তার প্রায় তিন দশক পরে বিদ্যাসাগর ম'শায়ের উক্তি উদ্ধৃত করে দিয়েছি। কিছু (স্বভাবতই সামাজিক মর্যাদায় উপর থাকের) মানুষদের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে এবং তাদের মাধ্যমেই জনগণের মধ্যে জ্ঞান সঞ্চারিত হবে এই ছিল মেকলের পরিকল্পনা। একেই বলা হয়ে থাকে 'ডাউনওয়ার্ড ইনফিলট্রেশান থিওরি'। ফিলটারে জল চোঁয়ানোর মতো জ্ঞান চুঁইয়ে চুঁইয়ে নীচে বিস্তার লাভ করবে এই ছিল ধারণা। যাদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা হবে তাদের বিষয় উল্লেখ করে মেকলে বলছেন :—

> "To that class we may leave it to refine the vernacular dialects of the country, to enrich those dialects with terms of science borrowed from western nomenclature, and to render them by degrees fit vehicles for conveying knowledge to the great mass of the population."

—অর্থাৎ ঐ শ্রেণীর উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিলে জ্ঞানটা তাঁদের স্বতপ্রবৃত্ত সাহায্যেই জনগণের মধ্যে বিস্তার লাভ করবে মেকলে এইরকম বলতে চেয়েছিলেন। তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন উক্ত শ্রেণী দেশের ভাষাকে উন্নত করবে, পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান থেকে পরিভাষা সংগ্রহ করে ভাষাকে সমৃদ্ধ করবে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু জ্ঞানের বিস্তার হলো না। যারা লেখাপড়া শিখছিল ইংরেজের চাকরী করার জন্য শিখছিল গরীবকে পড়ানোর জন্য নয়। বরং তারা (গরীবরা) লেখাপড়া শিখে সমান হ'য়ে বসতে না চায় এ ইচ্ছাটাই ছিল বেশী (আজকের তথ্যের উপর ভিত্তি করে গুণার মিরডাল বলেছেন ভারত জনশিক্ষায় সমস্ত দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় একমাত্র ইন্দোনেশিয়া ছাড়া সব

দেশের চেয়েই বেশী পশ্চাদ্‌পদ।) অবশ্য ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একাংশ ভাষা, সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চার উন্নয়ণের চেষ্টা করেছেন এবং তাতে সুফলও হয়েছে। কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত ভারত এনলাইন্‌মেণ্টের আলোকে চঞ্চল হতে পেরেছে। কিন্তু তা বেশী দূর ব্যাপ্ত হবার আগে জমির উপস্বত্ব ভোগী এবং সুদী মহাজনীর উপর নির্ভরশীল শ্রেণী তাদের দৌড়ের সীমা পৌছে গেল এবং রিভাইভ্যালিজমের (পুনরুত্থানবাদের) মাধ্যমে অব্‌স্কিউর‍্যানটিজম (জ্ঞানবুদ্ধিতে প্রতিক্রিয়াশীল কুয়াশাচ্ছন্নতা) জেগে উঠলো। ইতিমধ্যে ধনতন্ত্রের অবক্ষয় এসে সাহায্য যোগাতে শুরু করলো। অবশ্য বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের বৃদ্ধি ও পুরানো শ্রেণী বিন্যাসের পরিবর্ত্তে নতুন শ্রেণী-বিন্যাস প্রগতির ধারাকেও প্রসারিত করেছে। তাছাড়া বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের শক্তি প্রতিটি দেশে প্রগতিশীল সংস্কৃতিকে সাহায্য করছে। সে যাই হোক এখানে যা আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার তা সার্থক হলো না।

বিকল্প নয়

তবে এটা সত্য উচ্চ শিক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষা উভয়কে বিকল্প হিসাবে উপস্থিত করাই ঠিক হয়নি। এ দুই পরস্পরের বিরোধী হিসাবে প্রতিভাত করা হয়েছিল একদিকে সাম্রাজ্যবাদের উচ্চ শিক্ষার প্রসারের বিরোধিতা এবং অন্যদিকে জমিদারদের গণশিক্ষার প্রসারের বিরোধিতা—এই দুই-এর কারণে। গণশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্বকে ছোট না করেও, এটা স্বীকার করতে হয় যে তখনকার ভারতে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের প্রয়োজন ছিল। মার্কস যে কয়টি বিষয় ভারতের পুনরুজ্জীবনের (রিজেনারেশানের) উপাদান হিসাবে ধরে ছিলেন তার মধ্যে এইরূপ উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এক শ্রেণী গড়ে ওঠাকে স্থান দিয়েছিলেন:

> "· From the Indian natives reluctantly and sparingly educated at Calcutta under English superintendence, a fresh class is springing, endowed with the requirement for Government and imbued with European science···"

এর পূর্বেই মার্কস ভারতবর্ষের সভ্যতার দুর্দশার ছবি দেখিয়েছিলেন। বিশ্ব প্রগতির ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতের সভ্যতা আবদ্ধ জলে আঁটকে গেঁজে

যাওয়ার মতো হয়ে গিয়েছিল। মার্কস লিখছেন:

"Sickening as it must be to human feeling to witness those myriads of industrious, patriarchal and inoffensive social organisations disorganised and dissolved into their units, thrown into a sea of woes and their individual members losing at the same time their ancient form of civilisation and their hereditory means of subsistence, we must not forget that these idyllic village communities, inoffensive as they may appear had always been the solid foundation of Oriental despotism, that they restrained the human mind within the smallest possible compass, making it the unresisting tool of superstition, enslaving it beneath traditional rules, depriving it of all grandeur and historical energies.

We must not forget the barbarian egoism which, concentrating on some miserable patch of land, had quietly witnessed the ruin of empires, the perpetration of unspeakable cruelties, the massacre of the population of large towns, with no other consideration bestowed upon them than on natural events, itself the helpless prey of any aggressor who deigned to notice it at all.

We must not forget that this stagnatory, undignified and vegetative life that this passive sort of existence evoked on the other hand, in contradistinction, wild, aimless unbounded forces of destruction and rendered murder itself a religious rite in Hindostan.

We must not forget than these little communities were contaminated by distinctions of caste and by slavery, that they subjugated man to external circumstances instead of elevating man the sovereign of circumstances, that they

transformed a self developing social state into never changing national destiny.……*

পুরাতন গ্রাম সমাজ ধ্বংস হবার পর জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে আলোকিত নতুন চিন্তাধারার প্রয়োজন ছিল। ফলে উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল। তা না হলে ঐ জ্ঞান বিজ্ঞানের সংস্কৃতি কোনও প্রশস্ত ভিত্তির উপর বা আরও নিরেট ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো না এবং পারেনি। যে কোনও সময় অবস্কিউর্যানটিজমের ধাক্কায় ভেসে যাওয়ার বিপদ সর্বদাই থেকে যায়। তা ছাড়া এই বিষয়ে বাংলার কৃষক-শ্রমিক পূর্বের প্রতিষ্ঠিত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল।

মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত প্রবন্ধেও সংক্ষেপে দেশে বা বিদেশে প্রধান প্রধান টান, ঝোঁক বা ট্রেণ্ডগুলি আলোচনা করেছি। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারের বিরোধিতাও আলোচনা করেছি। আমি দেখিয়েছি, ১৯৫৭ সালে স্পুৎনিক মহাকাশে ওঠার পর অবক্ষয়ে পতিত ধনতান্ত্রিক সমাজের চেতনা হলো এবং তাদের শিক্ষানীতি পরিবর্তিত হবার সূচনা হলো। ভারতের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। এখানকার শাসকশ্রেণী যাদের পূজা করছিলেন তারাই পথ বদল করছে দেখে এঁদের চেতনা হলো। সমাজতন্ত্রের জগতের এই প্রভাব ধনতন্ত্রের পণ্ডিতদেরও স্বীকার করতে হয়েছে। গুনার মিরডাল বলছেন :

"The Communist countries have placed even greater emphasis on improving conditions of education……So ideological influences from this source have only strengthened the esteem in which these objectives are held." (Page 1539)……

"Another influence was the delayed realization that the Soviet Union had made strenous efforts to increase educational facilities on all levels, and the inference that her rapid emergence from a state of relative under develop-

* তবু বিদ্যাসাগর মশায় উচ্চ শিক্ষা ও গণশিক্ষাকে পরস্পরের বিকল্প হিসাবে দেখে শুধু উচ্চ শিক্ষা অনুমোদন করলেন, এটা দুঃখের বিষয়। (অন্যত্রও উল্লেখ করেছি।)

ment was partly attributable to these efforts." (Page 1542—Gunar Myrdal; Asian Drama)

এ ধরণের দ্রুত অগ্রগতি সমাজতন্ত্র ছাড়া সম্ভব নয়, সে-ধারণা ধনতন্ত্রের পণ্ডিতদের হয় না। তবে সমাজতন্ত্রের দেশের দৃষ্টান্ত দেখে যদি গণশিক্ষার উপর জোর পড়ে তা অনুমোদন করারই যোগ্য।

পুঁজির হিসাব

ধনতন্ত্রের উন্নতির জন্যও শিক্ষার প্রয়োজন এ-উপলব্ধি পূর্বেও হয়েছিল। কিন্তু সেই উপলব্ধি আরও এগিয়েছে। এখন ধনতন্ত্রের অর্থবিদরা নিক্তির ওজনে মেপে দেখার চেষ্টা করছেন শিক্ষায় কতটুকু পুঁজি খাটিয়ে কতটা মুনাফা করা যায়। এইভাবে সোজাসুজি মুনাফার লভ্যাংশের হারের ভিত্তিতে শিক্ষার পরিচালনা ও তার বিচার ইতিপূর্বে হয় নি। এইটেই এখন ধনতন্ত্রের নবতম অবদান। মিরডাল বলছেন :

"Economic historians have regularly paid a great deal of attention to education and educational reform when seeking to explain why the rate of economic development has varied in different epochs and different countries...... But none in this tradition has tried to put educational reform into the conceptual strait jacket of a quantity of financial investment, accounted for in capital output ratio. This is the only innovation in the newest economic approach ··" (Ibid, page 1545)

"যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে" এবং তার "অনুপূরক" রচনাটি উল্লেখিত বিষয়ের ব্যাখ্যা। শেষোক্ত প্রবন্ধে, দৃষ্টান্ত হিসাবে, দেশের তৈরী ছেলেমেয়ে বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি কোন্ অবস্থায় এবং কি-কারণে বাইরে, বিশেষ করে আমেরিকায়, চলে যাচ্ছে সেই কথা আলোচিত হয়েছে।

উল্লেখিত প্রবন্ধগুলিতে শোষণ বিশিষ্ট সমাজে শিক্ষার ব্যাপার নিয়েই আলোচনা। আমরা এখনও সেইরূপ সমাজেই বাস করছি। বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গেই মুকাবিলা করতে হচ্ছে। মার্কস একবার শিক্ষার বিয়য় আলোচনার ক্ষেত্রেই একটি বিষয় সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছিলেন : "বর্তমান সমাজ নিয়েই

আলোচনা চলছে" (গোথা কর্মসূচী)। আমাদের নিজেদের 'বর্তমান সমাজ' বলতে বুর্জোয়া জমিদার শাসিত সমাজই। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই লেখায় তাদের বক্তব্যের অনেক উল্লেখ এসেছে। অতীতের কথা আলোচনার ক্ষেত্রেও সামন্ত বা বুর্জোয়াদের কথাবার্তা এসেছে। যাদের সমালোচনা করা হচ্ছে তাদের কথা আসবেই। ইতিহাস বলতে গেলেও সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী সত্ত্বেও তাদের কথা এবং ব্রিটিশ শোষকদের কথা আসবে। এইজন্য প্রবন্ধে হোক (বা পরিশিষ্টে) হোক বেশ কিছু জায়গা জুড়ে তাদের কথা আছে—এ স্বাভাবিক।

মার্কসবাদের শিক্ষা

কিন্তু বর্তমান সমাজ' বলতে মার্কসের সময় মার্কসের ক্ষেত্রে যা বোঝাতো আজকে সমগ্র দুনিয়ার দিকে তাকালে ঠিক তা বোঝায় না। দুনিয়ার এক বিরাট অংশে শোষণের অবসান ঘটেছে এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে, যেমন অন্য সব বিষয়ে, তেমনই শিক্ষার ক্ষেত্রেও মার্কসবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ চলছে।

সুতরাং সহজেই প্রথম প্রশ্ন আসে শিক্ষা সম্বন্ধে মার্কসবাদের বক্তব্যটা কি ? তাই একটি পৃথক প্রবন্ধে মার্কসের নিজের বক্তব্য উপস্থিত করে এ সম্বন্ধে মার্কসীয় মত ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি।

আর একটি প্রবন্ধে সমাজতন্ত্রের দেশে কিভাবে এর ব্যবহারিক প্রয়োগ হচ্ছে সংক্ষেপে তার একটা ছবি দেওয়ার চেষ্টা করেছি। প্রথম সমাজতন্ত্রের দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের কথা অন্যান্য প্রবন্ধগুলিতে উল্লেখিত হয়েছে। সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সমগ্র সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার কথা আসা সম্ভব নয়। বস্তুতঃ সমাজতন্ত্রের ক্ষুদ্রতম দেশেও লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিয়ে শিক্ষার ব্যাপারে যে বৃহৎ কর্মকাণ্ড চলেছে তার বিবরণ দিতে গেলে সেই একটি দেশের জন্যই হয়তো একটি বৃহৎ পুস্তক প্রয়োজন হবে। সমাজতন্ত্রের দেশের মধ্যে আজকের একা ভিয়েতনামেরই এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। বিরতিহীন যুদ্ধ, ইতিহাসের নৃশংসতম শত্রুর মুকাবিলা, নিরন্তর বোমাবর্ষণের মুখে আত্মরক্ষা ও প্রতিআক্রমণ আবার তারই সঙ্গে চলছে বেঁচে থাকার জন্য, লড়ার জন্য উৎপাদন এবং অবিচ্ছিন্ন ধারায় শিক্ষার ব্যবস্থা। এ অতুলনীয় বীরত্ব দাবি করে, ক্ষুদ্র পুস্তিকা নয়, দাবী করে মহাকাব্য। যাই হোক ব্যবহারিক প্রয়োগের নিদর্শন হিসাবে কিছু ভিয়েতনামের বিষয় এবং সমাজতন্ত্রের বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ চীনের

বিষয় উপস্থিত করলাম।

পরিশিষ্টগুলি 'অধিকন্তু'—যদিচ ওর প্রতিটি আইটেম ও বিষয় মূল লেখাগুলিতে উল্লেখিত অংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পরিশিষ্টের উদ্ধৃতি উল্লেখিত অংশগুলির উপর আরও আলোকপাত করতে সাহায্য করবে, এই উদ্দেশ্যেই সংযোজিত। পাঠকের ধৈর্যকে বেশী বিড়ম্বিত না করার উদ্দেশ্যে মূল লেখা-গুলির অভ্যন্তরে ওগুলি বিস্তৃত আকারে সংযোজিত করা হয়নি। যে-ভাষায় যেমন আছে উদ্ধৃতিগুলি সেই ভাবেই পরিশিষ্টে দেওয়া হলো। যেমন আছে তেমনই থাকার মধ্যেই তার বিশেষ মূল্য। কোনও কোনও উদ্ধৃতির সঙ্গে লেখকের কিছু মন্তব্য দেওয়া আছে। উদ্ধৃতি যে-ভাষায়, মন্তব্যও সেই ভাষায়। কারণ, মন্তব্যগুলির সংক্ষিপ্ততার পক্ষে ঐ পদ্ধতিই সুবিধাজনক। অন্যদিকে উদ্ধৃতি বোধ্য হবে ধরে নিলে, মন্তব্য সেই ভাষায় বোধ্য হবে না এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। তাছাড়া বিষয়গুলি মূল লেখাতে আলোচিত হয়েছে। সুতরাং আলোচ্য ক্ষেত্র বিশেষে সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিগুলির বৈশিষ্ট্য (বা তৎসঙ্গে লেখকের মন্তব্য থাকলে সেই মন্তব্য) পাঠক সহজেই অনুসরণ করতে পারবেন বলে মনে হয়। যাই হোক পরিশিষ্টগুলি অনুসিন্ধিৎসু পাঠকের কাজের হবে বলে আমার ধারণা। তাই এগুলি 'অধিকন্তু' হিসেবে যুক্ত করলাম।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা

পাঠকের ক্ষমা ভিক্ষা করে একটু ব্যক্তিগত স্মৃতির কথা নিবেদন করবো। ১৯৩১ সালে বর্ধমান জেলার যুগান্তকারী যুব সম্মেলন। এর প্রস্তুতিপর্বে অন্যান্য সহকর্মীর মতো আমিও গ্রামাঞ্চলে বের হয়েছিলাম। ১৯২৬ সাল থেকে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার দাবীর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। কাজেই গ্রামে ঐরূপ ঘোরার সময় আমার নিজের তখনকার অভ্যস্ত কার্যক্রম অনুযায়ী নিরক্ষরতাবিরোধী প্রচার করছিলাম। একটি গ্রামে (কাঁকসায়) মুসলমান চাষী পাড়ায় একটা খোলা জায়গায় দেয়ালে ছবি, চার্ট ইত্যাদি টাঙিয়ে কিছুক্ষণ বলেছি, এমন সময় এক প্রবীন কৃষক, সম্ভবতঃ মোড়ল, উঠে আমাকে থামালেন। বললেন, লেখাপড়ার চেষ্টা করলেই জমিদারদের জুলুম হবে। বারবার চেষ্টা করেও শেষে বিফল হলাম। তাঁর শঙ্কা জড়িত অনুরোধ উপরোধে বন্ধ করতে বাধ্য হলাম। সাময়িক বাস্তব অবস্থা ভুলে গিয়ে তরুণ কিশোর এমন কি কিছু বয়স্ক কৃষকের চোখে কেমন

যেন একটা আশার দীপ্তি জেগে উঠেছিল। প্রবীন কৃষক বলার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তের জন্য বিক্ষোভের ভাবও দেখলাম। কিন্তু শেষে তাঁদের অসহায়তা বোধই আমাকে বন্ধ করতে বাধ্য করলো। বুকের ভিতর জ্বালা নিয়ে ফিরলাম। (এ গ্রামে জমিদারও ছিলেন মুসলমান)। এইরকম জ্বালা নিয়ে ফিরেছিলেন শহীদ কমরেড শিবশঙ্কর চৌধুরী (২২শে মে ১৯৭১ কংগ্রেসী ঘাতক কর্তৃক নিহত), কমরেড বিনয় চৌধুরী প্রমুখ আমাদের গোষ্ঠীর কর্মীগণ যখন ১৯৩২ সালে কুচুট গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে যান এবং ব্রিটিশ পুলিশ ও আমলাদের সহযোগিতায় স্থানীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তের ফলে তাঁদের এই উদ্যোগ পরিত্যাগ করতে হয়। তখনও কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক-সমিতি গড়ে উঠেনি। জমিদারদের এই রকম অপচেষ্টা ব্যর্থ হলো অগ্রদ্বীপে ১৯৪৭ সালে। তখন জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক-সমিতি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ১৯৪৭ সালেও জমিদারদের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা চলছিল এটাই লক্ষণীয়।

সুতরাং পাঠক দেখবেন শোষকশ্রেণী কর্তৃক শিক্ষা-প্রসারের বিরোধিতা সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগত জীবনে অর্জিত, শুধু কিতাবী বিদ্যায় নয়। অবশ্য উক্ত শ্রেণীর শিক্ষিত প্রবক্তারা গ্রামের গোঁয়ার জমিদারদের মতো নয়, তাঁদের ভাষায় যথেষ্ট ঘোর-প্যাঁচ থাকতো যদিচ উদ্দেশ্য একই। (পরিশিষ্ট 'খ' এ) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্ধৃতিতে পাঠক এর নমুনা পাবেন।

দুঃখের বিষয় সেদিন বর্ধমানের উল্লেখিত গ্রাম থেকে যে-দুঃখ নিয়ে ফিরতে হয়েছিল আজও তা রয়ে গেল। ধনতান্ত্রিক পথে সমাধান হচ্ছে না এও তার এক নিদর্শন। আজ এক দিকে পৃথিবীর শিল্প, কৃষি ও কৌশলাদিতে বিরাট অগ্রগতি অন্যদিকে এদেশে অভাব জমে জমে প্রয়োজনের তুলনায় অভাবের গহ্বর এতো বেড়েছে যে এখন আর সামান্য পাঠশালায় তার নগণ্যতম অংশেরও সন্তোষ সাধন হবে না। ধনতন্ত্রের পথে এর যথোপযোগী সুরাহা করা সম্ভব নয়। তবে যেদিন শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত সমাজব্যবস্থায় এর সমাধান হবে সেও আর বেশী দিন নয়। পশ্চিমবাংলার শ্রমিক, কৃষক মধ্যবিত্তের বলিষ্ঠ আওয়াজ সেই শুভ ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে। ইতি—

কলকাতা
১৩৮৩

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্

জনশিক্ষার প্রতিবন্ধক

"বুর্জোয়াজী যেহেতু শ্রমিকের ততটুকুই জীবনধারণের স্বীকৃতি দেয় যতটুকু নিতান্ত প্রয়োজন, সুতরাং আশ্চর্য হ'বার কিছু নয় যে তারা শ্রমিককে ততটুকু শিক্ষার সুযোগ দেয় যতটুকু তাদের (বুর্জোয়াদের) নিজের স্বার্থে প্রয়োজন।"

—এঙ্গেলস্

ভোটদানের ক্ষমতার প্রসার যত সহজে হয় লেখাপড়া শেখার সুযোগের প্রসার তত সহজে হয় না। কথাটা বলেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীতে একজন ইংরাজ নিজের দেশের অবস্থা দেখে। ১৮৩২ থেকে শুরু করে সেখানে কয়েক দফায় ভোটের প্রসার হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার হ'তে লেগে গেল আরও ষাট-সত্তর বছর।

আজকের পশ্চিমবাংলার অবস্থা সহজেই তুলনা করা যায় এর সাথে। শতকরা ৩৭টি গ্রামে এখনও কোনও পাঠশালা নেই। আর শহরগুলি অন্ধকার বললেই হয়। যদিবা গ্রামে স্কুল বোর্ড মারফত সামান্য কিছু একটা ব্যবস্থা আছে শহরে তাও নাই।

অতীতের কাহিনী থেকেই শুরু করা যাক। বাংলা দেশের নবজাগরণের ইতিহাসে আমাদের গর্ব আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ হয় দেশের জনসাধারণের বিরাট অংশ কৃষক শ্রমিক এমনকি সকল শ্রেণীর গরীব গ্রাম ও শহরবাসী এই আয়োজনের বাইরে থেকে গেছে। আশু ব্যবস্থা তখনকার কালে আশা করা যায় না। কিন্তু এই ভোজে সমথাকে না হোক, তখনই না হোক, কোনওকালে একটা পংক্তি-ব্যবস্থাও কিছু থাকবে লক্ষ্যের মধ্যে এমন কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। দুঃখটা সেইখানেই। বহিরাঙ্গনে যারা রয়ে' গেল তাদের ডাক দেবার কথাই কারও মনে হয়নি। "তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই অনেক পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।" এভাবে অবস্থাটার উল্লেখ করে' সরলভাবে তখনকার প্রচলিত ধারা এবং নিজের মনোভাব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "...মনে হয়েছে এর কোনও উপায় নাই...তাই ভাবতুম যেসব মানুষ শুধু

অবস্থার গতিবেগে নয়, শরীর মনের গতিতে নীচের তলায় কাজ করতে বাধ্য এবং সেই কাজেরই যোগ্য, যথাসম্ভব তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য সুখ সুবিধার জন্যে চেষ্টা করা উচিত।" "শরীর মনের গতিতে নীচের তলায় কাজ করতে যারা বাধ্য" এই বক্তব্যে, এবং শেষাংশে "যথাসম্ভব" কথাটার আড়ালে যা' রয়ে' গেল, তা' কি খুলে বলা প্রয়োজন? "যথা সম্ভবটা" কেন শূন্যে দাঁড়িয়ে যায় তাও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "যে মানুষকে মানুষ সম্মান করতে পারে না সে মানুষকে মানুষ উপকার করতে অক্ষম। অন্তত যখনই নিজের স্বার্থে এসে ঠেকে তখনই মারামারি কাটাকাটি বেধে যায়।" মারামারির কথাটাই পরে আলোচনা করব।

প্রাশিয়ায় প্রোটেস্টাণ্ট রিফর্মেশানের যুগে সোজাসুজি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, সাধারণ নাগরিক প্রজাকে পড়াতে হ'বে। কথা হ'ল, এদের আত্মাকে রক্ষা করতে হ'বে শয়তানের কাছ থেকে—আসলে, প্রতিদ্বন্দ্বী অধিকার-প্রয়াসী ক্যাথলিক গির্জ্জার সমর্থক হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ সম্রাটের কাছ থেকে। (জার্মানী তখন নানান খণ্ডে বিভক্ত। প্রাশিয়া তার অন্যতম মাত্র,—যদিও উদীয়মান। অস্ট্রিয়ানরাও ভাষাগতভাবে জার্মান। ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার অ্যালবার্ট "হোলি রোমান এম্পায়ারের" সম্রাট ঘোষিত হন। এঁরই অধীনে প্রথম অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী ও বোহেমীয়া একই রাজবংশ অর্থাৎ হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ রাজবংশের অধীনে একত্রিত হয়। এর পর দীর্ঘদিন ধরে সমগ্র জার্মানীর উপরে আধিপত্যের জন্য প্রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়ার দ্বন্দ্ব চলে। লুথারের আবির্ভাব এবং প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মমতের উদ্ভব ও প্রচারের পর প্রাশিয়া তার অন্যতম শক্তিশালী ধারক হয়। অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যে রোমান ক্যাথলিক গির্জার আধিপত্য থাকে। প্রটেস্টাণ্ট প্রজাকুলকে হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ ক্যাথলিক প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার জন্য এবং অন্যান্য রাজনৈতিক কারণে প্রাশিয়ার হোহেনজলার্ন রাজবংশ, যাঁরা পরে ১৮৭১ সালে অস্ট্রিয়া ব্যতিরেকে সমগ্র জার্মানীর সম্রাট হন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার আগে পর্য্যন্ত রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকেন তাঁরা, নানান রকম উপায় অবলম্বন করেন। শিক্ষা ব্যবস্থা তার অন্যতম।) আর তাছাড়া মার্কস যেমন বলেছেন লুথার ক্যাথলিক গির্জ্জার ভক্তিভাব জনিত দাস্যভাবের স্থানে বিশ্বাসের বন্ধনে শৃঙ্খলিত দাস্যভাবকে অধিষ্ঠিত করলেন। প্রাশিয়ার শাসকগোষ্ঠীর এই শিক্ষা-লালিত দাস্যভাবের প্রয়োজন ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রচেষ্টা শুরু হয়ে' উনবিংশ শতাব্দীর

প্রারম্ভেই সেখানে বাধ্যতামূলক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হ'ল। তুলনায় এখানকার 'নবজাগরণে' অবশ্য মাতৃভাষার উপর সমভাবে জোর এসেছিল। কিন্তু সর্বসাধারণের প্রাথমিক শিক্ষার কথা কেউ ভাবতে পারেন নি। ধর্ম-প্রচারই বা কতদূর সুদূরপ্রসারী ছিল ? রামমোহন এমনকি মহর্ষিও তাঁদের পালকী বেহারাকে ব্রাহ্ম 'সমাজে' নেবার বা ব্রাহ্ম করার কথা ভাবতেন কি ? সুতরাং তাদের ছেলেদের লেখাপড়া শেখানোর কথা ভাববার প্রশ্নই ওঠে না।

দেশের প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা ধ্বংস

এদেশে—বাংলাদেশে—নবজাগরণের সমসাময়িক কালে ঘটল বিপরীত ঘটনা। যে সময়টায় ইংরাজী শিক্ষার প্রসার হ'ল, মাধ্যমিক স্কুল কলেজ সব গড়ে উঠতে লাগল সেই সময়েই দেশের সাধারণের প্রাথমিক শিক্ষার যতটুকু ব্যবস্থা আগেই ছিল তা ধসে পড়ল। মনে রাখতে হ'বে—ইংরাজ রাজত্বের পূর্বে বিশেষকরে' চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে আমাদের চিরাচরিত গ্রামব্যবস্থার মধ্যে অন্যান্য পেশাদারের মত গ্রামের পণ্ডিতের, 'গুরুমশায়ের', একটা নির্দিষ্ট স্থান ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের গোড়ার দিকে অ্যাডাম সাহেব বড়লাটকে ধরে' একটা ইনকোয়ারি আর সার্ভের নির্দেশ আদায় করে' বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট দেন। সেই সুপরিচিত রিপোর্টে তাঁর বক্তব্য থেকে বোঝা যায় বাংলা দেশে প্রতি গ্রামে একটি (এমন কি বড় বড় গ্রামে একাধিক) পাঠশালা ছিল। পরের অবস্থা উল্লেখ করে লাডলো তাঁর বৃটিশ ভারতের ইতিহাসে বলেছেন, "যেখানে পূর্বের গ্রাম সমাজের কাঠামো এখনও বর্তমান সেখানে শিশুরা পড়তে লিখতে এবং আঁক কষতে জানে। কেবল যেখানে গ্রাম সমাজ সম্পূর্ণ উড়ে' গেছে যেমন বাংলা দেশে সেখানেই গ্রাম্য পাঠশালাও উড়ে গেছে" (১৯০৭-এ ভারত পর্যটক কের হার্ডির 'ভারত' পৃষ্ঠা ৫, এবং একাধিক অন্য পুস্তকে উদ্ধৃত।) মার্কসও ভারতের গ্রাম সমাজের বর্ণনায় পাঠশালার শিক্ষকের কথা উল্লেখ করেছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন ও ১৮১৩ থেকে ক্রমোত্তর বিলাতী বস্ত্র আমদানীর ফলে গ্রামে সমাজ একেবারে ভেঙ্গে গেল। একদিকে গ্রামের দায়-দায়িত্ব জমিদারদের নেই, অন্যদিকে ক্রমাগত খাজনা বৃদ্ধি করে জমি খাস করে,

কিংবা বারোয়ারী পতিত জমি ইত্যাদি বিলি করে, কোম্পানী-সৃষ্ট জমিদাররা গ্রাম লুঠ করে' নিয়ে গেল। সেচের পুকুর একজনকে বন্দোবস্ত এবং পাশের জমি আর একজনকে বন্দোবস্ত…এইভাবে সেচ-নিয়ন্ত্রিত গ্রাম জীবনের যৌথ সত্তাকে ছিন্নভিন্ন করে' দিল! যৌথ সত্তা থেকে পাঠশালার শিক্ষকের একটা নিশ্চিত প্রাপ্য ছিল। যৌথ সত্তা থেকে নিশ্চিত প্রত্যাশিত শিক্ষকের সেই পাওনাও উবে গেল। পুরাতন গ্রামের সঙ্গে পুরাতন শিক্ষা-ব্যবস্থাও ধ্বংস হ'ল। পাঠশালা যেখানে টিকে থাকল সে কেবল ব্যক্তিগত দায়ীত্বেই থাকল —ক্ষীণতর ও দীনতর রূপে। দেশী-বিদেশী শোষকদের নৃশংস লুঠতরাজ সত্বেও কোথাও কোথাও গ্রামের পাঠশালা টিকে থাকল এ শুধু শোষিত লুণ্ঠিত কৃষকদের শিক্ষার প্রতি নিষ্ঠার পরিচায়ক। অ্যাডাম যখন তদন্ত করলেন ধ্বংসাবশিষ্ট সেই পাঠশালাগুলি যারা কোনও মতে তাদের ক্ষীণ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখছিল তাদেরই দেখলেন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মিশনারীদের প্রবেশ করতে দেয় নি, শিক্ষা ব্যাপারেও আধুনিক কোনও শিক্ষা ব্যবস্থা সূচনা করার দিকে বিরূপ মনোভাব ছিল। এ সব কথা সুবিদিত। কিন্তু মার্কস আর একটা দিক দেখিয়েছেন। বৃটেনে শিল্পপতি শক্তি ক্রমাগত বাড়ছিল। তাঁদের স্বার্থ ভারতের কাঁচামাল উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করা, যাতে সস্তায় শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল পাওয়া যায়। অন্য দিকে আবার সেই শিল্পে উৎপন্ন পণ্য ভারতের কাঁচা মালের বদলে ভারতে রপ্তানী করা যায়।

একদিকে তারা বিলাতী পণ্য, বিলাতী বস্ত্র ভারতের রপ্তানী করে ভারতের গ্রামভিত্তিক শিল্পকে বিনষ্ট করে' গ্রাম সমাজের ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করেছিল এবং করছিল। অপর দিকে উপরোক্ত কারণে ব্যবসারই খাতিরে রেললাইন প্রবর্তন প্রভৃতি কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতি ছিল। এই সব ব্যবস্থা ভবিষ্যতে ভারতের পুনর্জীবনের সহায়ক বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি করলো। মার্কস সাবধান করে দিয়েছিলেন উৎপাদন বৃদ্ধিতে মুক্তি নাই—সেই উৎপাদন যখন ভারতবাসী ভোগ করতে পারবে, দখলে আনতে পারবে তখনই কেবল তার মুক্তি। তবে ইংরাজদের ঐসব কাজকর্ম ভারতবাসীদের নিজেদের ভবিষ্যত পদক্ষেপের দিকে সাহায্য করবে।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপারেও একই কারণে একদল ইংরাজের কিছুটা আগ্রহ আসে। তাঁদের মতে প্রাথমিক শিক্ষা প্রয়োজন এই জন্য যে তাতে কাঁচামাল উৎপাদনের সাহায্য হ'বে। ("There was also the talk of development of the material resources of the country and the training required for this essential western work"—Arthur Mayheew, Education in India পৃঃ ১৪) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি অন্যান্য উদ্দেশ্যের সঙ্গে দেশী কেরাণী হাকিম দিয়ে শাসন ব্যবস্থা কম খরচে চালাবার আগ্রহে উচ্চ শিক্ষা প্রবর্তন করেছিল (ঐ পুস্তক পৃঃ ১৩)। এখন একদলের কম খরচে কাঁচা মাল পাবার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি নজর পড়লো। ("···to secure to us a large and more certain supply of many articles necessary for our manufacturers and extensively consumed by all classes of our population, as well as an almost inexhaustible demand for the produce of British labour"—(ভগবান দয়ালকৃত Development of Modern Indian Education পুস্তকে ব্রিটিশ সরকারী দলিল হ'তে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৯১)। ১৯০৪ সালে কুখ্যাত লর্ড কার্জন পর্যন্ত এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেন যে, প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে আরও বেশী উপকার হওয়ার আশা আছে। কারণ, অতীত অপেক্ষা উন্নততর কৃষি-পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ হয়েছে। (ঐ পুস্তক, পৃষ্ঠা ১১০)। অন্যদিকে এর বিরোধীরাও ছিলেন। পরবর্তীকালে দাসপ্রথা উচ্ছেদের প্রস্তাবক খ্যাতনামা উইলবারফোর্স যখন ১৭৯৩ সালে হাউস অব কমন্সে ভারতের মিশনারী পাঠাবার এবং শিক্ষা প্রসারের প্রস্তাব করেন তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন ডাইরেক্টর বলেন, এই সেদিন আমরা আমেরিকায় স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে আমাদের উপনিবেশটা হারালাম, এখন আবার সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করে ভারতটাকেও এইমতো হারানো চলবে না। এই বিরোধিতার ফলে উইলবারফোর্সকে প্রস্তাব তুলে নিতে হয় (ঐ পুস্তক পৃষ্ঠা ৪৮-৪৯)। শতাধিক বৎসর পরেও ভারত সরকারের সুপরিচিত বৃটিশ অফিসার হার্টগ ঐ একই কথার যুগোপযোগী ভাষায় প্রতিধ্বনি করেন: "জনসাধারণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা কি করতে যাচ্ছে? সহজে প্রভাবিত ও বিচলিত হয় এমন এক জাতিকে কি আরও প্রভাবিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত করবে?" (ইনি পরে ১৯৩৫ সালের শাসন সংস্কারের প্রাক্‌কালে নিযুক্ত শিক্ষা

তদন্ত কমিটির সভাপতি হয়েছিলেন। ব্লিস্ সাহেবের রিপোর্ট পৃষ্ঠা ১৪)। উপরোক্ত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উপর ক্রমোত্তর চাপ হচ্ছিল। ফলে, একধাপ একধাপ করে এগোতে হ'ল।

১৮১৩ সালে শিক্ষাখাতে এক লক্ষ টাকা গ্র্যাণ্টেও কোম্পানির ডিরেক্টরদের আপত্তি ছিল। শতাব্দীর মাঝামাঝি খরচ সামান্য কিছু হচ্ছিল কিন্তু এর বেশীরভাগই ইংরাজী শিক্ষার স্কুলে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকারের কোনও অর্থব্যয় ছিল না। আঠারশো চল্লিশ দশকের শেষার্ধে অর্থনৈতিক সঙ্কটের চাপে ব্রিটিশ শিল্পপতিরা কাঁচামাল ও বাজারের জন্য আরও ব্যাকুল হ'ল। কোম্পানীর উপর বেশী চাপ সৃষ্টি হ'ল। ফলে সেচ, পথঘাট রেললাইন প্রবর্তন প্রভৃতি নানান বিষয়ের ভারত সরকারের কিছু দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন দেখা গেল। অনুরূপ ভাবে ঐ দৃষ্টিভঙ্গী ১৮৫৪ সালের শিক্ষা বিষয়ক ডিসপ্যাচেও দেখা গেল : ভারত গভর্ণমেণ্টকে বেতন নিয়ে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্র্যাণ্ট ইন এড সাহায্য দেওয়ার কথা বলা হ'ল। তাতেও ফল হ'ল না। "কারণ যারা ধনী তারা ইংরাজী স্কুল চায়, প্রাথমিক পাঠশালার প্রয়োজন বোধ করে না এবং যারা গরীব তারা স্কুলের বেতন দিতে পারে না।...বস্তুতঃ আমরা চাষী ও ব্যাপারীদের শিক্ষার জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে বলি—যাদের সমশ্রেণী বিলাতেও ওরূপ ত্যাগ স্বীকারে রাজী নয়" (১৮৫৯ সালে সেক্রেটারী অব ষ্টেটের ডিসপ্যাচ)। দেশের জনমতও ইতিপূর্বে এই ব্যবস্থাকে ক্ষতিকর বলেছিল (সংবাদ প্রভাকর, ১৭ই আষাঢ়, ১২৬৫)। উক্ত ডিসপ্যাচে সেক্রেটারী অব ষ্টেট প্রস্তাব করলেন, শিক্ষার জন্য একটা 'রেট' অর্থাৎ পৃথক শিক্ষাকর বসাতে হ'বে। "এরই ফল স্বরূপ ১৮৬১-৭১ এর মধ্যে বাংলা প্রদেশ ছাড়া সমস্ত প্রদেশেই শিক্ষাকর প্রযুক্ত হ'ল (ভগবান দয়াল পৃষ্ঠা ১০০)।"

বাংলাদেশে কেন ঐ কর প্রযুক্ত হ'তে পারল না এবং অন্য প্রদেশে কি করে হ'ল এসব আলোচনা করবার আগে, বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের বিরোধী যে মনোভাব ও মতামত তার পরিচয় নেওয়া যাক।

প্রাথমিক শিক্ষার বিরোধী মনোভাব

১৯২০ সালের ৩রা আগস্ট বাংলা গভর্ণমেণ্ট মিঃ ব্লিস্‌কে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের একটা কর্মসূচী সম্পর্কে রিপোর্ট দিতে বলেন। রিপোর্ট ১৯২১-এর ৩১শে মার্চ দাখিল হয়। প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের বিপক্ষে শক্তিশালী

বিরোধিতার কথা ব্লিস্ সাহেব বলেছেন। শেষোক্তদের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে যুক্তি উপস্থিত করা হয়। সেই যুক্তির বিবরণ তিনি রিপোর্টে তালিকাবদ্ধ করেন। তালিকা দেখলেই বোঝা যাবে এসব আপত্তি প্রধানতঃ জমিদার শ্রেণীর। আপত্তির যুক্তিগুলির নিম্নরূপ (উদ্ধৃতি ইনভারটেড কমা দ্বারা চিহ্নিত, বাকী অংশ সারমর্ম) (১) চাষীর ছেলের রোদ বাতাস সহ্য করার ক্ষমতা চলে' যাবে। (২) ঐ ছেলে পিতার কাজকে অর্থাৎ চাষের কাজকে ঘৃণা করতে শিখবে (৩) চাকর বাকর নষ্ট হয়ে যাবে, (৪) চোখ খুলে যাবে, দারিদ্র্য বেশী উপলব্ধি করবে এবং তা' দূরীকরণের জন্য 'সংগ্রাম শুরু করবে।' (৫) "বেঙ্গল এডমিনিস্ট্রেশান্ রিপোর্ট প্রাচ্যের জনসমাজের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিপদের কথা উল্লেখ করলো" (৬) "যদি চাষী পড়তে আরম্ভ করে ও ভাবতে আরম্ভ করে তা হ'লে নীতিহীন প্রচারকের পাল্লায় পড়বে। বিক্ষুব্ধ মধ্যবিত্তের সঙ্গে বিক্ষুব্ধ প্রোলেটারিয়েটকে যুক্ত করা বাস্তবিকই নির্বুদ্ধিতা।" মিঃ ব্লিস্ বলেন এ ছাড়া একটা ব্যাপার অমুক্ত হলেও তিনি বুঝেছেন। ফরাসী দার্শনিক ডিডেরো বলেছিলেন: "যে কৃষক পড়তে পারে তাকে ঠকানো যে কোনও অন্য ব্যক্তিকে ঠকানো অপেক্ষা কঠিন।" এই উক্তির উল্লেখ করে তিনি যা বললেন তার মর্মার্থ, আপত্তিটা হচ্ছে এই যে, কৃষক লেখাপড়া শিখলে তাকে ঠকানো যাবে না। (বোধ হয় এরই জন্য অনেক পরে কংগ্রেসী জমিদার বেঙ্গল রুরাল প্রাইমারী এডুকেশন বিল আলোচনার সময় বিলের প্রতিবাদে বলেন "it is not necessary to accentuate the intelligence of the rural people"—"গ্রামের মানুষের বুদ্ধিকে উদ্দীপিত করার প্রয়োজন নাই")। বস্তুত জমিদারদের বে-আইনী আয় অনেক ছিল। পরে ১৯২৮ ও ১৯৩৮-এর প্রজাস্বত্ব আইনে যতটুকুবা প্রজার অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল তখন তাও ছিল না। (আর তার পরেও কৃষকের এ বিষয়ে অসুবিধা প্রায় সমানই থেকে গিয়েছিল।) জমিদারের চেক, পাট্টা, নামজারির উপর আইনগত ভাবেই অনেক কিছু নির্ভর করতো। এই সব কাগজে অশিক্ষিত প্রজাকে প্রবঞ্চিত করা বা কাগজ না দিয়ে প্রবঞ্চিত করা হামেশা জমিদার ও তাদের কর্মচারীদের আচরণ ছিল। প্রজা লেখাপড়া শিখলে এই মোটা আমদানী বন্ধ হয়ে যাবে—জমিদারদের এই ছিল ভয়; এবং এ জন্যই তাদের আপত্তি।

পোষ্য জমিদারদের এইরূপ প্রবল আপত্তি থাকলে ইংরাজ চাষীর ছেলের লেখাপড়ার ব্যাপারে আর এগোবে না তাতে আর আশ্চর্য কি? রায়তওয়ারী

এলাকায় তবু এগোনো সম্ভব হল। "বাংলাদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রতিবন্ধক হল" (ভগবান দয়াল পৃষ্ঠা ১০০)। "বাংলা গভর্ণমেণ্ট ভারত-গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে একমত না হয়ে এইমত গ্রহণ করলেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত শিক্ষাকর প্রয়োগ অসম্ভব করেছে।' (ব্রিস্ রিপোর্ট, ৩১ নং অনুচ্ছেদ) কেন? জমিদারের প্রচুর পরিমাণ মুনাফার উপর ট্যাকস করলে কি হ'ত? ইংরাজ তাদের পোষ্যদের উপর কর প্রয়োগ করতে অক্ষম। দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে ইংরাজ ও জমিদারদের যোগসাজসের বহু নিদর্শনের মধ্যে এও একটি। জমিদার ইংরাজ যোগসাজস এই ভাবে প্রাথমিক শিক্ষার দিকে পদক্ষেপ রুখে দিল। ষাট-সত্তর বছরের মধ্যে আর কোনও অগ্রগতি হল না। ১৮৫৯-৬০ সালে জমীদারগণ যখন এইভাবে তাঁদের কার্য সিদ্ধ করলেন তখনও বাংলাদেশের নবজাগরণের প্রাতঃস্মরণীয় অনেক মনীষী বেঁচে ছিলেন। কেউ প্রতিবাদ করলেন না। বাংলাদেশের গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ল না। জমিদারদের প্রভাব মধ্য-বিত্তকেও কিরূপ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তা এতেই বোঝা যায়।

রায়তওয়ারী এলাকায় (যেমন মাদ্রাজে) সেচব্যবস্থার দ্বারা জমির উন্নয়ন হলে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি করার সুযোগ ও ওছিলা জুটতো রাজস্ব বৃদ্ধিও পেত। সেই স্ফীতির ভরসায় সেচ ইত্যাদি খরচের যোগান হওয়ার সম্ভাবনা থাকত। খাসজমি আবাদযোগ্য করে এবং তাতে প্রজা পত্তন হয়ে নতুন আমদানী সরকারের রাজস্বে আসত। ফলে দেশী বিদেশী শোষণের নিরুপায়ের অবস্থাতেও রায়তওয়ারী এলাকায় কিছু ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে, যদিচ সে-ব্যবস্থা খাজনাবৃদ্ধি স্বরূপ নিপীড়নের মাধ্যমে। বাংলাদেশে জমির উন্নয়নের ফলে লাভ হত জমিদারদের। তারা খাজনা বৃদ্ধি করত। নতুন হাসিল জমি প্রজাপত্তন করে লাভ করতো। অর্থাৎ খাজনা বৃদ্ধি মাধ্যমে নিপীড়ন হতই কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুণ জমিদার কর্তৃক সরকারকে দেয় রাজস্ব একই থাকত। একদিকে ইংরাজের নিজের শোষণ অন্যদিকে উন্নয়নের মুনাফা সম্পূর্ণ জমিদারদের থাকায় সেচ ইত্যাদি অনেক ব্যাপারেই বাংলাদেশ পশ্চাৎপদ থেকে গিয়েছিল। রায়তওয়ারী এলাকায় প্রজার নিপীড়ন হলেও উন্নয়নমূলক ব্যবস্থার ফলে যৎসামান্য হলেও কিছু উসুল হতো। বোম্বাই-এ বিশ দশকেই বাধ্যতামূলক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা হয়েছে এবং বোম্বাই সহর ছাড়াও অধিকন্তু ঐ দশকেই আরও ৪টা সহরে তা প্রবর্তিত হয়েছে। আজও বাংলাদেশে তা হয়নি। কলকাতায় তো কোনও

ব্যবস্থা নাই বললেই হয়। প্রায় ৯০টি সহরের মধ্যে মাত্র ১২টি সহরে (অধিকাংশ ছোট) এতদিনে পরিকল্পিত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা হয়েছে।

বাংলার জমিদারদের এই বিরোধিতা ১৯৩০ সাল পর্যন্ত চললো। মহারাষ্ট্র নেতা গোখ্‌লে কেন্দ্রীয় আইন সভায় প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তাব এনেছিলেন ১৯১০ সালে। কিন্তু বাংলাদেশের আইন সভায় অনুরূপ প্রস্তাব আনতেই ১৯২৬ হয়ে গেল।

কৃষক, জমিদার ও কংগ্রেস

জমিদারদের বিরোধিতা সত্ত্বেও সাধারণ কৃষকদের প্রাথমিক শিক্ষার দাবী অসহযোগ আন্দোলনের পরে বেড়ে গেল। এই সুযোগে সাম্রাজ্যবাদ প্রাথমিক শিক্ষার খসড়া বিলের জন্য এমন এক প্রস্তাব করল যাতে তার শিক্ষাব্যবস্থা সরকারী নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকে। এই নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সাধারণের তরফ থেকে প্রতিবাদ হলো। জমিদার তাদের প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি মূল বিরোধিতা সরকারী নিয়ন্ত্রণের প্রতি বিরোধিতার আড়ালে কিছুটা ঢাকতে পারল। সাম্রাজ্যবাদের দুরভিসন্ধি খুলে প্রকাশ করে দেওয়া ও সম্ভবমত উপায়ে তার বিরোধিতা করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এমন কিছু করা উচিত ছিল না যাতে জমিদারদের অভিসন্ধি সার্থক হয় এবং সাধারণ কৃষক মনে করেন প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তাবকে ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে জমিদারদের যে প্রচেষ্টা তাকেই সমর্থন করা হচ্ছে। বস্তুত, বারবার সিলেক্ট' কমিটিতে পাঠানোর ফলে এবং বিধানসভার মধ্যে অন্যান্য ভাবে জমিদারদের সমর্থন করার ফলে স্বরাজদল (বা কংগ্রেস দল) সম্বন্ধে স্বভাবতই কৃষকের ঐরূপ ধারণা হল।

১৯২৭ সালে প্রথমে খসড়া বিল উপস্থাপিত হয়; উপরোক্ত পদ্ধতিতে বিরোধিতার ফলে বার বার সিলেক্ট কমিটিতে যায়। কৃষক জনমতের এক বিরাট অংশ জমিদারদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে যে কোনও উপায়ে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে এবং খসড়া বিল, এমনকি উপস্থাপিত পূর্ণ খসড়া বিলটি পাশ করার পক্ষে চলে যায়।

খসড়া বিলে প্রস্তাব করা হয়েছিল বাংলাদেশে খাজনার টাকা প্রতি পাঁচ পয়সা (পুরাতন পয়সা) * শিক্ষা কর প্রয়োগ হবে। এর মধ্যে অনুপাত হবে জমিদারদের উপর টাকায় এক পয়সা এবং প্রজার উপর টাকায় চার পয়সা।

* ৬৪ পয়সায় টাকা

জমিদারদের উপরই সম্পূর্ণ ট্যাক্স প্রযুক্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হল সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রজাপক্ষীয়েরা যাঁরা প্রধানত প্রাথমিক শিক্ষা বিলের উৎসাহী সমর্থক এই অনুপাতের তীব্র প্রতিবাদ করলেন এবং জমিদারের উপর বেশী হার প্রয়োগ করার দাবি করলেন। সিলেক্ট কমিটিতে তাঁরা আংশিকভাবে জয়ী হলেন এবং প্রজার ৩ পয়সা ও জমিদারের ২ পয়সা অনুপাত ঠিক করলেন। সরকার সে-অনুমোদন গ্রহণ না করে পুনরায় বিলের পূর্ব হার প্রস্তাব করলেন। জমিদাররা একযোগে তাদের উপর কর প্রয়োগের বিরোধিতা করল। দুই-একজন বাদ দিয়ে কংগ্রেসপক্ষীয়েরা জমিদারের পক্ষে খুবই লড়লেন। রণজিত পাল চৌধুরী বললেন এই বিল জমিদারদের বিরুদ্ধে "ডিসক্রিমেনাটারি" পক্ষপাত দুষ্ট। জমিদারদের মত প্রতিধ্বনি করে' কংগ্রেস নেতা নলিনী সরকার বললেন "...কংগ্রেস দল জমিদারদের পক্ষে সুবিচারের জন্য দাঁড়ায় একথা সত্য।" সঙ্গে সঙ্গে জমিদার পক্ষে এই প্রকাশ্য ওকালতিটা ঢাকার জন্য বললেন: "আমার দল বিশ্বাস করে যে উভয়ের স্বার্থের পক্ষে সেবা করে এতে স্বরাজের শক্ত ভিত পাওয়া যায়।" (৫ই, ৬ই, ৭ই আগস্ট ১৯২৯ কাউন্সিল বিবরণী) কংগ্রেসের অন্যতম সদস্য সেকালের বিখ্যাত অধ্যাপক ও বক্তা জে এল ব্যানার্জী ভোটাভুটি দল নির্দেশে দিলেও জমিদার পক্ষে কংগ্রেস দলের ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ করে দিলেন। সরকার জমিদারদের খাতির করে সিলেক্ট কমিটির প্রস্তাবিত হার অগ্রাহ্য করাটা এবং পূর্ব হার (অথাৎ জমিদারদের টাকা প্রতি ১ পয়সা এবং প্রজাদের ৪ পয়সা) প্রস্তাব করায় তার নিন্দা করলেন এবং তারপর বললেন, "স্বরাজ দলের কয়েকজন খ্যাতনামা ভদ্রলোক (যাঁদের নাম আমি করব না) আরও বেশী গেছেন। তাঁরা বলছেন, জমিদারদের উপর এই এক পয়সা কর প্রয়োগও অত্যন্ত বেশী হচ্ছে; তাঁরা বলছেন সমস্ত খরচটাই (অর্থাৎ গোটা ৫ পয়সা করই) প্রজার উপর প্রয়োগ হোক। হ্যাঁ, মশায়, ঠিকই তাই করা উচিত কারণ তাদের না চওড়া পিঠ আছে? সে পিঠের উপর যত রকম ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে সে পিঠ চূর্ণ করার উপযোগী নয় কি?" তিনি প্রস্তাব করেন প্রজার উপর কর না চাপিয়ে অধিক আয়ের উপর কর প্রয়োগ করুন কিংবা জমিদারদের দেয় রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করে দিতে পারেন। (কাউন্সিল বিবরণী ৫।৮।২৯)

যাই হোক, জমিদারদের জিদ খানিকটা বজায় থাকল। নাজিমুদ্দীন জমিদারদের টাকায় সাড়ে তিন পয়সা এবং প্রজাদের টাকায় দেড় পয়সা

এই প্রস্তাবে নতুন বিল এনে বেঙ্গল রুরাল প্রাইমারী এডুকেশন্ বিল পাশ করিয়ে নিলেন। সেই আইন (এবং শহরের জন্য ১৯১৯-এর এস. এন. রায়ের আইন) এই দুই আইনই এখনও চলছে। এ বিষয় নতুন কিছু এখন পর্যন্ত হয় নি। কিছু ন্যায্য প্রতিবাদ বিলের বিরুদ্ধে হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার আয়কর লব্ধ অর্থ হ'তে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ে কিছু খরচ করছিলেন না এবং আয়কর বৃদ্ধি করে খরচের একাংশ বহন করছিলেন না—এর বিরুদ্ধে প্রতিনিধিরা প্রতিবাদ করেন। আরও একটি বিষয়ে তাঁরা প্রতিবাদ করেন। এও জনসাধারণেরই বক্তব্য। বেঙ্গল রুরাল প্রাইমারী এডুকেশন বিলে পরিকল্পিত ভাবেই শহরাঞ্চলগুলিকে বাদ দেওয়া হয়। শ্রমিক ও কৃষককে বিচ্ছিন্ন করার এক দুরভিসন্ধিমূলক কৌশল এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। স্বাধীনতার পরও কংগ্রেস গত বিশ বছর তাঁদের মন্ত্রিত্ব থাকাকাল পর্যন্ত সেই অবস্থাই আছে। (প্রসঙ্গতঃ, একটা কথা বলতে চাই। তারাশঙ্কর তাঁর পঞ্চগ্রামের শেষে শিক্ষাকর প্রসঙ্গ উপস্থিত করেছেন: "দেবু বলিল,—আমি সব ঠিক খবর জানি না, জেলের মধ্যে ছিলাম। তবে শিক্ষা সেস্ হ'বার কথা কাগজে দেখেছি। তার প্রতিবাদও চলছে।" খবর জানি না বলে' এড়িয়ে না গিয়ে উপরে বর্ণিত ঘটনাগুলি বললেই তো হত। প্রতিবাদটা কার? রাজার না প্রজার? কংগ্রেস কোন্ দিকে ছিল? রাজার দিকে বা জমিদারের দিকে নয় কি? একটু পরিষ্কার করলেই তো হোত। আজকের পাঠক কৃতজ্ঞ হতেন।)

সাম্প্রদায়িকতার আঘাত

এই উপলক্ষে বাংলাদেশকে বিরাট আঘাত দেওয়া হল—সেটারও উল্লেখ থাকা উচিত। প্রাথমিক শিক্ষা বিলের উপস্থাপনা থেকে পাশ পর্যন্ত এমন ভাবেই স্বার্থান্বেষীরা পরস্পরকে পরিচালনা করতে সক্ষম হ'ল যে এই পর্যন্ত ব্যাপারটা একটা ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক বিবাদের স্তরে নামিয়ে দিল। বাংলাদেশের সাধারণ গরীব মানুষের মধ্যে হিন্দু মুসলমান প্রায় সমান সমান কিন্তু, জমিদারদের মধ্যে বেশীর ভাগ হিন্দু। মুসলমান জমিদার ঘরের সংখ্যা নগণ্য। মর্লে-মিণ্টো রিফর্মস বা তার পূর্বে প্রধানত জমিদার শ্রেণীর বা তাদের সঙ্গে সখ্য সূত্রে আবদ্ধ শ্রেণীর মানুষই লেজিসলেটিভ কাউন্সিল প্রভৃতিতে নির্বাচিত হয়ে আসতেন। হিন্দু মুসলমান উভয় ক্ষেত্রেই হত। কিন্তু যেহেতু মুসলমান

জমিদার ঘর কম সেহেতু তাঁদের মধ্যে অন্যান্য শ্রেণীর মানুষও থাকতেন। জমিদাররা স্বভাবতই প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের বিরোধী হ'তেন। এটাও জমিদারদের বিরোধিতা বলে প্রচারিত না হয়ে 'হিন্দুদের' বিরোধিতা বলে প্রচারিত হত। স্বয়ং হিন্দু জমিদার ও সাম্প্রদায়িকরাও এইভাবে প্রচার করতেন এবং মুসলমান সাম্প্রদায়িকরা তা করতেন। বিশ দশকে অসহযোগ আন্দোলনের পর যখন মণ্ট-ফোর্ড রিফর্মস্ প্রবর্তিত হ'ল ব্যাপকতর পৃথক নির্বাচনের ফলে সাম্প্রদায়িক প্রচার—ইত্যাদির সুযোগ বৃদ্ধি হ'ল। এইরূপ প্রচার শতাব্দীর গোড়া থেকে আরম্ভ হয়—এবং ১৯৩০-এ বিলটি পাশ হওয়ার সময় চরমতম পর্যায়ে পৌছায়। স্বদেশী আন্দোলনের কালেই এর বীজ রোপিত। লর্ড কার্জন তখন কাটল খোঁজার তালে ছিলেন। কৃষকদের নিজেদের জমি স্বত্ব ইত্যাদি বোঝার জন্য লেখাপড়া জানা দরকার এ কথাটা তিনি বললেন তাঁর ১৯০৪ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তাবে। তিনি বড়লাট। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা তিনি ইচ্ছা করলেই করতে পারতেন। তা' করলেন না। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। সুতরাং এর মধ্যে গভীর অর্থ থাকা বিচিত্র নয়। ১৯০৮ সালে বগুড়ায় একটি মুসলমান শিক্ষা সম্মেলন হয়। প্রস্তাব নেওয়া হল হিন্দুরা যদি শিক্ষার জন্য কর দিতে না চায়, শুধু মুসলমানদের উপর কর প্রয়োগ করে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হোক।

ঐ প্রস্তাবে ঘোষণা করা হলো মুসলমানরা সে ব্যবস্থায় সম্মত। ১৯২৬ থেকে ১৯৩০ উপরে উল্লেখিত বিল পাশ হওয়ার সময় এই সুর ধীরে ধীরে চরমে উঠল। ১৯২৮ সালে লাট সাহেব কাউন্সিলের উদ্বোধন বক্তৃতায় প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে ভাষণ দেওয়ার সময় বললেন: "একটা সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সেই সব সম্প্রদায় ব্যগ্র যারা শিক্ষায় তুলনামূলক ভাবে পশ্চাৎ-পদ", অর্থাৎ যুৎসই প্ররোচনা দেওয়া হল। তাঁর চেষ্টা বিফলে গেল না। সাড়া পেলেন। বিল আলোচনার সময় সনাতন ধর্মী জমিদার শিবশেখরেশ্বর রায় বললেন: "ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য যাঁরা শতকরা শতজনই শিক্ষিত এ আইনে তাঁরা কিছু উপকৃত হবেন না। মুসলমান, নমশূদ্র এবং অন্যান্য নিম্ন সম্প্রদায়ের লোকেরাই উপকৃত হবে" (কাউন্সিল বিবরণী ৯।৮।২৮)।

জমিদার ও কংগ্রেসীদের চেষ্টায় বিলটি বার বার সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হয়। জে. এল. ব্যানার্জী এই পদ্ধতিকে বললেন "frankly delatory"।

মুসলমান সাম্প্রদায়িকদের পক্ষে এই পদ্ধতি সুযোগ এনে দিল। নাজিমুদ্দিন তখন মন্ত্রী। তাঁর দরকারও ছিল। কারণ সিলেক্ট কমিটি বিলকে যে ভাবে সংস্কার করেছিলেন—তাতে জমিদারদের দেয় করের হার বেড়েছিল এবং প্রজার ঐ হার কমেছিল। তাছাড়া সরকারী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাটা শিথিল হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং তিনি জমিদারদের হার কমিয়ে, প্রজার হার বাড়িয়ে এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ও শৃঙ্খল বাড়িয়ে নূতন বিল উপস্থিত করলেন। তারপক্ষে জনমত দরকার। সুতরাং "হিন্দুরা" মুসলমান ও নমশূদ্রকে লেখাপড়া শিখতে দিচ্ছে না, এই প্রচার তাঁর প্রয়োজন। তিনি সাধারণ মুসলমান কৃষকদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করলেন। ফজলুল হক অভিযোগ করে বলেছিলেন, "মন্ত্রী মশাই-এর (অর্থাৎ নাজিমুদ্দিনের) মুসলমান জেলাগুলিতে ভ্রমণ এমন অভূতপূর্ব উৎসাহ সৃষ্টি করেছে যে আমার গরীব মক্কেলরা পর্যন্ত আমাকে এসে বলছে, যে আমি যেন মুসলমানদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করি এবং এই বিলের পক্ষে ভোট দিই।" (কাউন্সিল বিবরণী ১৪।৮।৩০)

নাজিমুদ্দিনের পালটা হলেন জমিদার শিবশেখরেশ্বর। তিনি বললেন "স্বভাবতই শিক্ষার পশ্চাৎপদ শ্রেণীরা এইরূপ আইন অভিনন্দন করবেন। যদিও এর জন্য তাঁদের উপর অধিকন্তু খানিকটা করের বোঝা চাপে তবুও তাঁরা তা করবেন। মুসলমানরা সম্প্রদায় হিসাবেই এই দলে পড়েন। তাঁদের ন্যায্য মনের আবেগ উত্তেজিত করার জন্য খুব বড় প্রচারের প্রয়োজন হয় না। অন্য দিকে এও স্বাভাবিক যারা (ঠিক হক বা ভুল হক) মনে করে তাদের উপর যে-বোঝা চাপানো হচ্ছে তা প্রাপ্য সুবিধার সঙ্গে সমতুল নয় তারাও এরূপ আইনের বিরোধিতা করবে। সুতরাং দেখা যাবে যে জমিদারের উপর করের ভার বোঝা চাপিয়ে এবং কঠিন সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করে এই যে আইন পাশ হচ্ছে—এ আইন হিন্দুদের শক্তিশালী বিরোধিতার সম্মুখীন হবে। তাঁর বক্তব্য এমন যেন বাংলাদেশের সব হিন্দু জমিদার এরপক্ষে। আইন পাশ হওয়ার সময় জমিদারদের প্রস্তাবে দু' একজন বাদে সমস্ত হিন্দু সদস্য প্রতিবাদে কাউন্সিলের অধিবেশন ত্যাগ করেন। অবশ্য মনে রাখতে হবে, কংগ্রেস তখন কাউন্সিলে নাই। হিন্দু প্রতিনিধিদের মধ্যে যাঁরা আছেন তাঁরা হয় জমিদার কিংবা সাম্প্রদায়িক কিংবা উভয়ই। কংগ্রেসীরা তখন আইন সভায় নেই। ১৯৩০-এর অসহযোগ আন্দোলন তখন চলছে। কংগ্রেসীদের অতীতের

ক্রিয়াকাণ্ড দেখলে মনে হয় তাঁরাও বিরোধিতাই করতেন।

এখানে ঢাকার নবাব প্রভৃতি মুসলমান জমিদারদের কথাটা কিছু বলা উচিত। তখন রাজনৈতিক গতি এমন দাঁড়িয়েছিল যে প্রাথমিক শিক্ষা বিল এঁদের সমর্থন না করে' উপায় নাই। অন্যদিকে তাঁদের সাম্প্রদায়িক রাজ-নীতিতেও এটা কাজে লাগছিল। কিন্তু ট্যাক্সের অনুপাতের ভোটে নবাব সাহেবদের আসল চরিত্র প্রকাশ পেয়ে যায়। প্রজাপক্ষীয় সংশোধন ছিল। সে-সংশোধনে প্রজার হার কমিয়ে জমিদারের হার বাড়ানোর কথা বলা হয়েছিল। নাজিমুদ্দিন, ঢাকার নবাব, গজনভী প্রভৃতি মুসলমান জমিদাররা এই সংশোধনীর বিরুদ্ধে ভোট দিলেন এবং একে পরাজিত করলেন।

উপরের ঘটনাবলীতে বোঝা যাবে জনসাধারণের জীবনের একটি সমস্যাকে ইচ্ছামত মোচড় দিয়ে কেমন সুচতুর ভাবে সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুচর বাংলার জমিদাররা তিক্ততা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

কিন্তু এত সত্ত্বেও পরবর্তী ১৯৩৬ সালের নির্বাচনে নাজিমুদ্দিন আর তাঁর মুসলীম লীগ জয়ী হন নাই। জয়ী হয়েছিলেন ফজলুল হক আর তাঁর কৃষক প্রজা পার্টি। শেষোক্তের উদ্ভব হয়েছিল প্রজাস্বত্ব বিল আর প্রাথমিক শিক্ষা বিলে কংগ্রেস প্রজাস্বার্থের বিরোধিতা করায় এবং তার দরুন বিক্ষোভের ফলে। শেষে অবশ্য কৃষক প্রজা দলের নেতৃত্ব সমর্থকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে দলটিকে লীগের মধ্যে নিমজ্জিত করেন। কংগ্রেসের জমিদার তোষণ-নীতির ফলে দেশের কতদূর ক্ষতি হয়েছে উপরোক্ত ঘটনা হতেই তা' অনুমেয়।

ধনতন্ত্র ও প্রাথমিক শিক্ষা

আজ পর্যন্ত গণশিক্ষার প্রতি জমিদারী উন্নাসিকাই কংগ্রেসের মধ্যে চলছে নাকি? দেশজুড়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা এখনও হল না। বাংলাদেশে পুরাতন পশ্চাৎপদতার জের রয়েছে আর তার কোনও পরিবর্তন সূচনা করার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। ব্রিটিশ আমলের উপরিউক্ত বেঙ্গল রুরাল প্রাইমারী এডুকেশন এ্যাক্টে শহরাঞ্চলকে পরিকল্পিত ভাবেই বাদ দেওয়া হয়েছিল। পরিকল্পিত ভাবেই শ্রমিকশ্রেণীকে সামান্যতম শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। এখনও সেই অবস্থা।

অথচ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য অপেক্ষা না করেও পারে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রে নিশ্চয়ই সাধারণের

শিক্ষার ব্যবস্থা উন্নত হয় না। সমাজতন্ত্রে যা হয় তা হয় না। বুর্জোয়া রাষ্ট্রেও শিক্ষা উদ্দেশ্যমূলক হয়। যেমন প্রাশিয়ার সামন্ত রাষ্ট্রে তেমনই বুর্জোয়া রাষ্ট্রে ঐ শিক্ষা সেই রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই ব্যবস্থায়িত হয়।

তবু বুর্জোয়া রাষ্ট্রের নিজের প্রয়োজনেই শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজন হয়। উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমোত্তর এমনই দাঁড়ায় প্রাথমিক শিক্ষা না হলে অগ্রগতি করা সহজ হয় না। ফরাসী বিপ্লবের পর ১৭৯১ সালের গঠনতন্ত্রে বিধিবদ্ধ হয় বিনাবেতনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ১৮৭০ সালে জার্মানীর দ্রুত অগ্রগতি দেখে অন্যান্য দেশের উপলব্ধি ঘটল, যে জার্মানীর বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এর অন্যতম বিশেষ কারণ। "১৮৭০ সালেব মধ্যে টেকনিকাল শিক্ষার আশু প্রয়োজনীয়তার তাগিদ ১৮৫০ অপেক্ষা বেশী হল। সুনির্দিষ্টভাবেই বোঝা গেল যাদের সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক সোপান আয়ত্ত হয়নি তাদের টেক্‌নিকাল শিক্ষা দেওয়া যায় না" (ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইংল্যাণ্ড, ব্রিগ এবং জর্ডন পৃষ্ঠা ৬৭৫) "মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজন ছিল প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তৃত প্রসার·· বৃটেনের প্রতিযোগী জার্মানী তার ব্যবস্থা অনেক উন্নত করেছেন।—" (কোল্‌, হিস্ট্রি অব ফেবিয়ান সোশ্যালিজ্‌ম্‌ পৃষ্ঠা ১০৩) এইভাবে যন্ত্রশিল্পের প্রয়োজন এবং শিল্পোন্নতির তাগিদে প্রাথমিক শিল্পের প্রসার ইংলণ্ডে ত্বরান্বিত হয়। (ইংলিশ সোশ্যাল হিস্ট্রি, ট্রেভলিয়ন।) তবু একটা জিনিসে লক্ষ্য রাখা ভাল। বুর্জোয়াভ্রী ইউরোপে শুধু উৎপাদনের প্রয়োজনেই প্রাথমিক শিক্ষার কদর করে নি। বিলাতে প্রাথমিক শিক্ষাকে তাঁরা শ্রেণী সমঝওতার কাজেও লাগাতে পেরেছেন বলে মনে করেন। শিক্ষার মাধ্যমে তাঁরা শেখাতে পেরেছেন যে, যে কোনও বিষয়ের দুটো দিক আছে এবং মনে করেন দুটো দিকের সমন্বয় করে চলার মানসিকতা সঞ্চার করতে পেরেছেন। ফলে শিল্পে দুই দিকের শ্রমিকের ও মালিকের সমঝওতার পথ প্রসারিত হয়েছে। এখানেও বুর্জোয়ারা কাছে লাগাচ্ছে না, তাই বা কে বলবে? ব্রিগ এবং জর্ডন বলেছেন, "The function was to provide the workers with a discipline by consent. In the 19th century the employers relied on discipline by fear···fear of unemployment etc··· but in industry discipline by fear is far from satisfactory.

Education can help to create another form of discipline. It developes a capacity for looking at both sides of a question and without such discipline cooperation between two sides of industry is impossible. In this respect education works very slowly but the seeds of a movement that is rapidly developing today were planted in the first stages of working class education in the 19th century (Econ. Hist. of England, Page 669).

কাজেই প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার যতটুকুই বা সফল হোক তা সকল ক্ষেত্রেই শ্রমিক শ্রেণীর সংস্কৃতির সুবিধা করে দেয় না। বরং জটিলতর অবস্থায় বুর্জোয়া সংস্কৃতির আক্রমণের অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নতুন কিছু ক্ষেত্র উপস্থিত করতে পারে ও করে থাকে। তার বিরুদ্ধে সজাগ ও সচেতন থাকারও প্রয়োজন আছে। সজাগ ও সচেতন থাকলে শিক্ষার দাবীর সংগ্রামে যতটুকু সার্থকতা আসবে মেহনতী মানুষই তাকে কাজে লাগাতে পারবে এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার জন্যও সমাজতন্ত্রের তাগিদ অনুভব করবে।

ভারতবর্ষের বুর্জোয়ারাও প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের কথা ভেবেছে। ১৯১০ সালে গোখলে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে তাঁর প্রসিদ্ধ প্রস্তাব আনেন। এর কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। ১৯১৬-১৮ সালের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কমিশনের রিপোর্ট থেকে দেওয়া নিম্নের উদ্ধৃতি লক্ষণীয়। "একটা বিষয় ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত রেখেছে। সাধারণ শ্রমিকের অশিক্ষা। প্রায় সমস্ত মালিকেদের সাক্ষ্যেই নিপুন ও অনিপুন উভয় শ্রমিকের ক্ষেত্রেই সেই সব শ্রমিকদের প্রশংসায় বলা হয়েছে যারা অন্তত কোনও মতো প্রাথমিক শিক্ষা পেয়েছে। যার সঙ্গে ভারতে শিল্পের প্রতিযোগিতা সেসব দেশেও প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। সুতরাং এদেশেও সেই শিক্ষা অপরিহার্য।" সরকারী প্রতিনিধি ছাড়া এই কমিশনে বিড়লা সহ বড় বড় শিল্প মালিকরাই সদস্য দিলেন এবং এ হল তাঁদেরই বক্তব্য।

সুতরাং ভারতের গঠনতন্ত্রে যে প্রাথমিক শিক্ষার কথা থাকলো তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নয়। দশ বছরের মধ্যে বাধ্যতামূলক বিনা বেতনে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কথা ছিল। কিন্তু হল না। কেন হল না? এইটাই প্রশ্ন।

বাংলাদেশের অবস্থা আরও শোচনীয়। মাদ্রাজ বোম্বেতে যা-ও বা

অগ্রগতি হয়েছে এখানে তাও হয়নি। অনেক বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংস্কারের মত এ সংস্কারও আজ ভূলুণ্ঠিত। যতটুকু অতীতে হয়েছে। এখন আর ধনতান্ত্রিক পথে শিক্ষার গণতান্ত্রিক কর্মসূচী সফল হওয়া সম্ভব নয় এই পশ্চাৎ-পদতা এই রাষ্ট্রের পরিচায়ক। শ্রমিক শ্রেণীর পরিচালিত রাষ্ট্রেই বাঞ্ছিত রূপায়ণ সম্ভব।*

* ১৩৭৪ সালের বা ইং ১৯৬৭ সালের শারদীয় সংখ্যা 'নন্দনে' প্রকাশিত।

মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা

ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর নানান সমস্যা আজ দেখা দিয়েছে। পূর্বে ছিল (অন্ততঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে) কোন মতে স্কুলে মাস মাহিনাটা আর বইটা দিতে পারলেই হতো। ধনতান্ত্রিক জগতে এ দেশের বর্তমান অবস্থায় সব ব্যাপারে গভীরতর জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। দেশের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারেও তেমনই হয়েছে। পূর্বে স্কুল সর্বত্র ছিল না। যেখানে ছিল সেখানে মাহিনার সঙ্কুলান হতো না ব'লে বা অন্য কারণে ছাত্র কম হ'ত, তেমনই যেখানে স্কুল থাকত না সেখানে ইচ্ছা থাকলেও মানুষকে বাধ্য হয়ে মুখ বুজে থাকতে হ'ত—যেমন এখনও হয়। অন্য কারণ বলতে দেশের পুরাতন আচার বিচারের প্রভাব। লেখা-পড়ার কাজ কয়েক বর্ণের মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যদের কারও কারও আর্থিক সঙ্গতি থাকলেও একটা অপ্রচলনের জড়তা ছিল। তাছাড়া সর্বত্র বিশেষ করে পল্লী গ্রামে তথাকথিত উচ্চ পদের মানুষদের উচ্চারিত হোক বা অনুচ্চারিত হোক একটা দৃঢ় চাপ ছিল। মোগল পাঠান হদ্দ হলো ফারসী পড়ে তাঁতী—এইরূপ ব্যঙ্গ বাক্য (যা হাবে ভাবে প্রকাশিত এইরূপে ক্রুর বিদ্রূপ) কতো মানুষের উদ্যম দমিয়ে দিয়েছে তা কে বলবে? ইসলামের বহু ঘোষিত গণতন্ত্র সত্বেও এর প্রভাব মুসলমান সমাজেও সমধিক ছিল। তাছাড়া লেখাপড়া বাবুদের মধ্যে হাতের কাজের প্রতি একটা তাচ্ছিল্য ও ঘৃণারভাব ছিল (এখনও কি নেই?)। যাদের অর্থ সমাগম ও ধনসমাগমে বিপরীত মনোভাব প্রয়োজন তারা কি লেখাপড়াকে উৎসাহের সঙ্গে দেখতে পারে? রুজির অভাবে ছোট ছেলে মেয়েদের কাজ করানো হয় বলেও পূর্বেও সেইরূপ ঘরের ছেলে মেয়েদের পড়াশুনা হতো না এখনও হয় না।

শিক্ষার ব্যয় বা অর্থ সমস্যাই অবশ্য সবচেয়ে বড় সমস্যা। এ দেশে সামান্য অক্ষর পরিচয় ও প্রাথমিক গণিতজ্ঞান্ সব শিশুর জন্য বিনাখরচায় সরবরাহ করা হয় না। অবশ্য যুক্তফ্রণ্ট সরকার যা নীতি ঘোষিত করেছেন তা' কার্যকরী হওয়ার পূর্বে বর্তমান অবস্থা যা' আছে তার কথাই বলছি। স্কুলের নিম্নশ্রেণীর শিক্ষাই আজ গরীব কৃষক-শ্রমিক অভিভাবকদের অধিকাংশের পক্ষে ব্যয়বহুল।

সুতরাং তাঁদের ক্ষেত্রে স্তর হ'তে উচ্চতর স্তরে শিক্ষার বিপুল ব্যয়ের বোঝা কিরূপ কঠিন তার উল্লেখের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কংগ্রেস আরও সমস্যা সৃষ্টি ক'রে গেছে এবং অনেক সরল ব্যবস্থাকেও ইচ্ছাকৃতভাবে এবং পরিকল্পিতভাবে জটিল ক'রে গেছে। যুক্তফ্রণ্ট সরকারের সব মন্ত্রীকেই বলতে হয়েছে যা' দেশের সাধারণেরই কথা। যুক্তফ্রণ্টের শিক্ষামন্ত্রীও বলেছেন, বিশ বছরের জঞ্জাল কংগ্রেস সরকার যা' জমা করেছিলেন যুক্তফ্রণ্ট সরকার আজ তা সাফ করছেন। একে তো তাদের (কংগ্রেসীদের) দুর্নীতি ছিল সর্বক্ষেত্রেই। তা ছাড়া অন্য জঞ্জালও কম সৃষ্টি হয় নি। সোজা সরল প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকেও নানান পরিকল্পনার ছাঁদে ব্যহত করা হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী জটিলতা সৃষ্টি করা হয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষায়।

অভিভাবকের সামনে যেসব সমস্যা তার মধ্যে খরচের কথা বলছিলাম। খরচ যদিই বা যোগাড় হয় স্কুল পাওয়া যায় না বা ভর্তি হওয়া যায় না। দশ বৎসরের স্কুল? কিংবা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল? ভাগ্যে যে স্কুল জুটিল তাতে কোন্ বৃত্তির শিক্ষা-ব্যবস্থা আছে?—এসব প্রশ্নও অভিভাবককে বিড়ম্বিত করে। অষ্টম শ্রেণীর পরীক্ষার পরই (বা তার বহুপূর্ব হতেই এই দিনটির জন্য) ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে চিন্তাপীড়িত অভিভাবকও ভাবতে বসেন কোন্ লাইন ভাগ্যে আছে—বিজ্ঞান, কলা, কারিগরী, কমার্স, ক্র্যাফট—কোন্ লাইন? কোন্ সুড়ঙ্গ ছেলের নসিবে? কংগ্রেস কর্তারা যা' করে' গেছেন এবং এখন পর্যন্ত যা' আছে সুড়ঙ্গ বাঁধা, এক এক সুড়ঙ্গে ঢুকতে হ'বে। এই কম বয়সেই ছেলের বা মেয়ের কপালে ভবিতব্যের ছাপ দেওয়া হচ্ছে। কার অদৃষ্টে কি আছে; ইঞ্জিনীয়ার, কে ডাক্তার, কে বি-এ এই মতো সব পরীক্ষা পাশ ক'রেও বা না ক'রে বেকার হ'বে সব ঠিক হ'য়ে গেল। এক সুড়ঙ্গে ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেলে অন্য সুড়ঙ্গে গলাবার কোনও উপায় নেই। তাও সুড়ঙ্গের নির্বাচন কি ছাত্রছাত্রীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে? শিক্ষাবিভাগের নির্দেশিত নীতি তা থাকে নি। কার্যক্ষেত্রে অবশ্য প্রতি-যোগিতা না থাকলে, শিক্ষকদের স্বভাবসুলভ ছাত্রপ্রীতির ফলে বা অভিভাবকের তদ্বির জোরে অন্যরকম হ'তে পারে। নচেৎ গৃহীত নীতি হচ্ছে পরীক্ষার ফল এবং ছেলেমেয়েদের মানসিক প্রবণতার উপর শিক্ষক মশায় বিচার ক'রে সিদ্ধান্ত করবেন। তিনিই ছাত্রছাত্রীর জন্য নির্দিষ্ট সুড়ঙ্গ নির্বাচন ক'রে দিবেন।

এ নীতি আমদানী করা হয়েছিল খাস বিলাত ও মার্কিন দেশ থেকে। মার্কিন মুলুকে এই সিস্‌টেমকে বলে 'ট্র্যাক সিস্‌টেম অব এডুকেশন'—কারণ

এই ব্যবস্থায় ঘোড়দৌড়ের মাঠের মতো ছেলেমেয়েদের এক একটি ট্র্যাকে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় ('কারেন্ট হিস্ট্রি' পত্রিকা, আগস্ট, ১৯৬১)।

'কমপ্রিহেনসিভ স্কুল' নামকরণটিও উৎপত্তিতে ঐ দেশের। বিলাতে-এর নাম 'মালটিলেটারেল'—যদিচ বিলাতে বেশী প্রচলিত হচ্ছে শুধু ক্লাস ভাগ নয় একেবারে স্কুল ভাগ। এক ছাদের নীচে সব ছেলেকে জড়ো করাতেও আপত্তি। ছেলেদের ভাগ করা হয় বিভিন্ন 'স্ট্রীমে' (বা স্রোতধারায়) এবং এক একটি ধারাকে ভিন্ন ভিন্ন স্কুলে ভাগ ক'রে দেওয়া হয়। তাই বিভিন্ন 'স্ট্রীমের' ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কারও ভাগ্যে গ্রামার স্কুল, কারও ভাগ্যে টেকনিক্যাল, কারও ভাগ্যে মডার্ণ। এ ছাড়া আছে কমপ্রিহেনসিভ স্কুল যা বিশেষ ক্ষেত্র ব্যাতিরেকে আমাদের 'মালটি পারপাসের' মতো। সুবিধা এইটুকু যে এক ছাদের তলায়। ধনী ও অভিজাতদের ইটন, হ্যারো প্রভৃতি সব পাবলিক স্কুল বাদ দিলে, গ্রামার স্কুলই সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে অভিজাত, কারণ গ্রামার স্কুল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চ পেশার প্রতিষ্ঠানের দরজা খোলা। 'মডার্ণ স্কুল' হ'ল—যাকে বলে 'ব্লাইণ্ড অ্যালি' বা কানা গলি। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বর্জিত এক পদ্ধতিতে যোগ্যতার পরিমাপে ছেলেমেয়েদের এক এক প্রকারের স্কুলে ভাগ ক'রে দেওয়া হয়।

১৯৫৭ সালে বোর্ড অব সেকেণ্ডারি এডুকেশন বিল উপস্থিত করতে গিয়ে কংগ্রেসের অপদার্থ মন্ত্রীটি বিলাতের ১৯৪৪-এর শিক্ষা আইনের মহিমা কীর্তন করেছিলেন। এ আকস্মিক নয়।

বিদেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ

বলা বাহুল্য বিদেশের অভিজ্ঞতায় অনুপ্রেরণা লাভ করা বা শিক্ষা লাভ করা যে সর্বক্ষেত্রেই খারাপ এমন কথা কেউ বলবে না। আমাদের দেশের 'সর্দার পোড়োর' অভিজ্ঞতায় পাদ্রী এনড্রু বেল্ (১৭৫৩-১৮৩২) বিলাতে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে 'মনিটার' প্রথার প্রবর্তন করেন এবং তখনকার ইংলণ্ডের অবস্থায় এই প্রথায় শিক্ষা প্রসারে যথেষ্ট সাহায্য হয়। প্রাচীনকালে বা মধ্যযুগে ভারতে প্রচলিত সাধারণের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা যুগের বিচারে খুব উন্নত ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তা বলে ভারতের ধ্বংসোন্মুখ সামন্তসমাজের পণ্ডিত ও মৌলানাদের শিক্ষাব্যবস্থার সব কিছু অনুকরণ করতে গেলে ইউরোপীয়দের পক্ষে ক্ষতিকর হ'ত এতেও কোনও সন্দেহ নাই। উনবিংশ

শতাব্দীর শেষার্ধে জার্মানীর সর্বসাধারণের প্রাথমিক শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় অগ্রগতি এবং ঐ উন্নত শিক্ষাব্যবস্থায় লালিত শিল্পে নিপুণতা বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন ব্রিটিশ বুর্জোয়াজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেশস্থ শ্রমিক ও শিক্ষানুরাগীদের আন্দোলন ছাড়া, প্রধানতঃ এরই কারণে শিল্পে পশ্চাৎপদ হ'বার আশঙ্কায় ব্রিটিশ বুর্জোয়াজী সাধারণের শিক্ষা প্রসারের নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এরই ফলে ১৮৭০ এবং পরে ১৮৮৯-এর সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার আইন করা হয়। ফ্রান্সে ও জার্মানীতে একশ' দেড়শ' বছর আগেই এর প্রচলন ছিল। এবিষয়ে সদ্য উঠতি শিল্পোন্নয়নের দেশ আমেরিকাও তখন এগিয়েছিল।

দেশান্তরের দৃষ্টান্ত যখন দেখবো সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হ'বে ইতিহাসের বিচারে কোন্ স্তর হ'তে সে-দৃষ্টান্ত চয়ন করছি—যে-স্তর উন্নতশীল ও প্রগতিশীল সেখান হ'তে কিংবা যে-স্তর অবক্ষয়ের দিকে এবং ধ্বংসোন্মুখী সেখান হ'তে; তা' ছাড়া কোনও বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদী দেশের শাসকশ্রেণীর ঔপনিবেশিক নীতির অংশ হিসাবে যে-নীতি, সে-নীতি স্বাধীনতাকামী উপনিবেশ বা সদ্য স্বাধীন দেশের (বা পূর্বের উপনিবেশের) নীতি হ'তে পারে না। বুর্জোয়াজীর ক্ষেত্রেও তা' নয়। ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচার করতো সংরক্ষণ শুল্কের বিরুদ্ধে। কারণ তারা ছিল শিল্পে এগিয়ে এবং তাদের তৈরী পণ্য সর্বদেশে বিনা বাধায় বিক্রী হোক এটাই ছিল তাদের কাম্য। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে মার্কিন বা জার্মান বুর্জোয়া নিজের দেশে শিল্পসংস্থাপনের চেষ্টায় রত। ফলে তারা সংরক্ষণের পক্ষে এবং বিদেশী তথা ব্রিটিশ পণ্যের বিক্রয় প্রতিরোধের পক্ষে ছিল।

শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রেও একজন মার্কিন বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞও এরূপ কথা বলেছেন: "আমাদের নিজেদের ইতিহাসেই কোনও কোনও সময় ব্রিটিশ বা ইউরোপীয় ধ্যানধারণা আমদানী করার চেষ্টা করায় উপকারের চেয়ে অপকার হয়েছে বেশী।" তিনি আরও বলেছেন, "আমি বিশ্বাস করি না শিক্ষাব্যবস্থার রীতিনীতি রপ্তানী করার পণ্য।" ("এডুকেশান এণ্ড লিবার্টি", ডাঃ জে-বি-কোনাণ্ট, পৃষ্ঠা ২ দ্রষ্টব্য) তিনি যদি বলতেন শিক্ষাব্যবস্থার সব রীতিনীতি সব সময়ে রপ্তানী বা আমদানী করা যায় না তা' হ'লে হয়তো আমরা সম্পূর্ণ সায় দিতে পারতাম। কারণ আমাদের বক্তব্যও তাই। নচেৎ তাঁর নিজের দেশও তো হালেই অন্যত্র হতে অনুপ্রেরণা পেয়েছে এবং শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজতে

আরম্ভ করেছে। ১৯৫৭ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার স্পুৎনিকই সবারই ধ্যান-ধারণা ওলটপালট ক'রে দিয়েছে। যা' হোক এবিষয় পরে আলোচ্য। কিন্তু নির্বিচারে আমদানী সম্বন্ধে তাঁর সমালোচনা যে ন্যায্য তাও স্বীকার করতে হবে।

বস্তুতঃ উন্নতিকামী (ডিভেলাপিং) দেশসমূহ কর্তৃক ধনতান্ত্রিক পাশ্চাত্যের শিক্ষাব্যবস্থার অনুকরণ সম্বন্ধে উল্লেখ করতে গিয়ে একজন বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞও মন্তব্য করেছেন: "শিক্ষার পরিবর্তন ঘটছে শুধু যুগের সঙ্গে নয়; যেমন সময় ভেদে তেমনই স্থান ভেদেও এর পার্থক্য।...এও সুনিশ্চিত যে এমন একটা দেশ যা' সভ্যতায় খুব অগ্রসর ব'লে আমরা সন্তোষ লাভ করি সেখানে শিক্ষা বলতে আমরা যা' বুঝি তা' সেই অর্থে উন্নতিকামী (ডিভেলাপিং) দেশে প্রয়োগ করা হ'লে অনেক খারাপ রকমের ভুল ('ব্যাড মিস্‌টেক্‌স্‌') ঘটতে পারে" ("এডুকেশন,' লেস্টার স্মিথ, পৃষ্ঠা ৭-৮ দ্রষ্টব্য)। গত দুই দশক ধরে কংগ্রেস সরকার কেন্দ্রে ও রাজ্যে—বিশেষ ক'রে পশ্চিমবাংলায়—এরকম ভুল, শুধু ভুল নয়, অপরাধ করেছেন।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। বৃটেনের শিক্ষাব্যবস্থা বরাবরই শ্রেণীভেদ ও ভেদাচার দুষ্ট। পাবলিক স্কুল ও অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানতঃ অভিজাত ও ধনীদের ছেলেদের জন্যই। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার প্রসার ব্যাপক হ'লেও, এখনও ভেদাচারের প্রভাব খুবই বেশী। তুলনামূলক ভাবে কন্টিনেন্টের অর্থাৎ মূল ইউরোপীয় ভূখণ্ডের ধনতান্ত্রিক দেশসমূহও বৃটেন অপেক্ষা উন্নত। অবশ্য এই প্রসঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের কথা উঠে না। সাধারণের শিক্ষার উন্নতিতে সমাজতান্ত্রিক দেশের সাথে তুলনায় কোনও ধনতান্ত্রিক দেশ তার ধারে কাছেও যেতে পারে না। ষোল বৎসর পূর্বে (১৯৫৩ সালে কংগ্রেসের ইকনমিক রিভিউ পত্রিকায়) স্বয়ং নেহরুকেও স্বীকার করতে হয়েছিল তখনকার সোভিয়েতের শিক্ষাব্যবস্থা জগতে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অথচ ধ্বংসোন্মুখ ধনতান্ত্রিক সমাজ, আমেরিকা ও বিশেষ ক'রে বৃটেনের ভেদাচার-দুষ্ট শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য, এবং উচ্চতর শিক্ষায় সাধারণের শিক্ষার সুযোগ নিয়ন্ত্রিত (এমন কি সীমিত) রাখার আদর্শকেই সাধারণভাবে কংগ্রেস সরকার আদর্শ হিসাবে সামনে রাখল। কিভাবে এটা ঘটেছে এবং কি থেকে এর নিদর্শন আমরা পাচ্ছি তার বিবরণ পরে দিলে সুবিধা। তার পূর্বে ১৯৪৪-এর আইনে বিলাতে কি ঘটেছে তার একটা পরিচয় আমাদের দরকার।

সভ্য দেশের পশ্চাৎপদতা

একজন বিশেষজ্ঞ-বর্ণিত একটি ঘটনার উল্লেখ করব। "হালে একটি জুভেনাইল এমপ্লয়মেণ্ট ব্যুরো (তরুণ কিশোরদের চাকুরী ব্যবস্থার দপ্তর) রিপোর্ট করেছেন স্থানীয় রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মগুলির কর্মখালির খবরের উত্তরে কোনও ছেলে ভর্তি করা গেল না কারণ সেখানকার মডার্ন স্কুল থেকে বের হওয়া ছেলেরা বীজগণিত জানে না।" এই ঘটনা বিবৃত ক'রে ঐ বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করেছেন: "সাধারণ ছেলেরা মাধ্যমিক শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে কেন বীজগণিতটা শিখবে না এর কোনও কারণ নাই" (কমন সেকেণ্ডারী স্কুল, ব্রায়ান সাইমন পৃষ্ঠা ৯৪)। উক্ত লেখক জানাচ্ছেন বৃটেনের ১৯৪৪ সালের বহু বিজ্ঞাপিত শিক্ষা আইনের বলে প্রতিষ্ঠিত যে স্কুলটি ঐ স্থানের ছেলেদের ভাগ্যে জুটেছে বিলাতের সেই মডার্ন স্কুলে বীজগণিত অবশ্য পাঠ্য নয়, যদিও রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কারখানায় সাধারণ কাজের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা মাত্রায় বীজগণিতটুকু অপরিহার্য। (আমাদের দেশে স্ট্রীম ভাগ আর ডাইভারশন (বহুমুখীকরণ) এই মাত্রায় পৌঁছায়নি—এইরূপ কথা মাত্র আংশিক সত্য বা শুধু বাহ্যতঃ সত্য। পরে আলোচিত হবে)।

এইবার স্ট্রীম ভাগ আর ডাইভারশনের (বহুমুখীকরণের) কিছু দৃষ্টান্ত দেখা যাক। আলোচ্য সময়ে বিলাতে শহরের মধ্যে গ্রামার স্কুলের সংখ্যা নটিংহাম শহরেই বোধ হয় সবচেয়ে কম ছিল। ১৯৫৪ সালে জুনিয়র স্কুল থেকে ৪,৪০০ ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক স্কুলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। অথচ সেখানকার গ্রামার স্কুলগুলিতে ভর্তির জন্য মাত্র ৪১৭টি আসন ছিল। এই অবস্থায় জুনিয়র স্কুলের শিক্ষকগণ পরীক্ষার জন্য সকলকে তো পাঠাতেই পারেন না। ভাগ্যপরীক্ষার জন্য মাত্র বেছে বেছে কিছু ছেলেমেয়ে নির্বাচন করে পাঠান। শিক্ষকগণ ১৩২১ জন বালকবালিকাকে পাঠালেন। বেচারা পিতামাতারা আশাহত হ'তে চান না। কাজেই তাঁদের দাবিতে আরও ১৩৯৫ জনকে পাঠাতে হল। সর্বমোট ২,৭১৬ জন ঐ ৪১৭টি আসনের জন্য পরীক্ষায় বসল। ২,২৯৯ জন 'ফেল' করল। অর্থাৎ গ্রামার স্কুলে যেতে পেল না। তাদের যেতে হ'ল হয়তো মডার্ন স্কুলে। যার একটির দৃষ্টান্ত উপরে দিয়েছি।

গ্রামার স্কুলে যেতে না পারার অর্থ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় বা কোনও উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগদানের পথ বন্ধ হ'ল। ফলে কোনও উচ্চতর পেশার দরজাও বন্ধ হয়। একে সকলের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা বলে না। একে বলে

উচ্চ শিক্ষা হ'তে বঞ্চিত করা, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা সঙ্কোচন।*

চার্টিস্ট আন্দোলনের সময় থেকে বিলাতের শ্রমিকশ্রেণী সকলের জন্য "কমন স্কুল" দাবি করেছেন। ১৮৭০ সালের আইন সম্বন্ধেই এচ. জি. ওয়েল্‌স্ একবার বলেছিলেন ঐ আইন 'কমন ইউনিভার্সাল এডুকেশান' নয়—আসলে ওটা হচ্ছে **নিম্নশ্রেণীকে নিম্নশ্রেণীর কাজের উপযোগী ক'রে শিক্ষা দেওয়া।**

১৯১৮ সালে একটি শিক্ষা আইন পাশ হ'ল, শ্রমিকশ্রেণীর সন্তানদের সামান্য কিছু সুযোগ বৃদ্ধি হ'লেও দৃষ্টিভঙ্গীর লক্ষণীয় কিছু পরিবর্তন হয়নি। ১৯৩১ সালে ন্যাশনাল গভর্ণমেণ্ট (তথা রক্ষণশীলদের গভর্ণমেণ্ট) শিক্ষার প্রসারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনে জয়ী হ'লেও তাদের প্রথম কাজ হ'ল শিক্ষার সঙ্কোচন। তাদের নিযুক্ত একটি কমিটির রায় নিম্নরূপ :

"যেহেতু প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক উভয় ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর সন্তানকে অনেক ক্ষেত্রেই এমন উচ্চমানে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যা' মধ্যবিত্তগণ (তথা বিলাতী অর্থে ধনী এবং বেশ সচ্ছল অবস্থার লোক—লেখক) তাদের ছেলেদের যেমন দিতে পারছে তার চেয়ে উচ্চ, সেই হেতু শিক্ষা প্রসারের নীতিকে এখন রুখতে হ'বে।" (রিপোর্ট অন দি কমিটি অন ন্যাশনাল এক্সপেনডিচার, ১৯৩১)

১৯৪৪ সালে একটা অগ্রগতি হ'ল—তাতে সন্দেহ নাই। কারণ যেরূপ শিক্ষাই হোক দীর্ঘতর সময়ের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর ছেলেদের বরাতে কিছু শিক্ষার ব্যবস্থা হ'ল। কিন্তু এও সত্য কথা যে, প্রধানতঃ এটা দাঁড়ালো উপরে উদ্ধৃত ওয়েল্‌সের ভাষায় 'নিম্নশ্রেণীকে নিম্নশ্রেণীর কাজের উপযোগী ক'রে শিক্ষা দেওয়া।' ১৯২৬-এ হ্যাডো কমিটি, পরে স্পেনস কমিটি তারপর নরউড কমিটি এই সবের মাধ্যমে ক্রমোত্তর পরিণতির পথে প্রতি স্তরের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের প্রয়োজন এখানে নেই। এখানে শুধু শেষ কথাটারই আলোচনা করছি। উপরে নটিংহাম শহরের দৃষ্টান্তেই বুঝা যায়, মুষ্টিমেয় ছেলেমেয়েকে কঠিন পরীক্ষার

* এখানে ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত টমাস হার্ডির উপন্যাস "জুড দি অবসকিওর" থেকে উদ্ধৃতি পাঠকের কাছে ইনটারেষ্টিং হতে পারে। একজন শ্রমিক সম্বন্ধে তিনি বলছেন।

Jude's eys swept all the views in succession meditatively, mournfully yet sturdily. Those buildings and their associations and privileges were not for him. From the looming roofs of the great library, into which he hardly evei had time to entei, his gaze travelled on to the varied spires, halls, gardens.

মাধ্যমে বেছে নিয়ে বাকী সবাইকে সাধারণ নিম্নস্তরের অকেজো শিক্ষার জন্ম বিচ্ছিন্ন করে' দেওয়াই হচ্ছে ১৯৪৪-এর আইনের বাস্তব ফল। অবশ্য বিলাতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং শ্রমিকদলের একাংশ এবং কিছু প্রগতিশীল শিক্ষাবিদের আন্দোলনের ফলে মোড় ঘুরতে আরম্ভ করেছে। বিশেষ করে স্পুৎনিকের ধাক্কায়। কিন্তু মোটমাট বিলাতের শিক্ষাব্যবস্থা ভেদাচার ভেঙে বেরোতে পারেনি।

বিজ্ঞানের ভেক (সিউডোসায়েন্স)

বার্নার্ড শ' একবার বলেছিলেন—"আমার কোনও রকমই কুসংস্কার নাই —সে বৈজ্ঞানিকই হোক কিংবা অবৈজ্ঞানিক হোক।" পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ছেলেমেয়েদের বাছাই-এর জন্য যে ব্যবস্থা হয়েছে তার চরিত্র দেখলে বার্নার্ড শ'র ঐ কথাই মনে আসে। এককাল ছিল যখন শোষকশ্রেণী শোষণের উদ্দেশ্যে ধর্মের ও সংস্কৃতির মাধ্যমে কুসংস্কারের প্রশ্রয় ও লালনপালন করতো। আধুনিককালে জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান মানুষের কাছে সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। ধ্বংসোন্মুখী ধনতান্ত্রিক সমাজ বিজ্ঞানের নামের এই প্রভাবকেও অবক্ষয়ের কাজে লাগিয়েছে। আর নানান বিষয়ে কুসংস্কারকে বৈজ্ঞানিক আকৃতিতে পরিবেশন করে, লালন করে যাচ্ছে।

মানুষের বুদ্ধির পরিমাপ করা যায়, যেমন মুদির দোকানে চাল, ডাল তেলের পরিমাপ করা যায়—অন্যতম ভিত্তিহীন ভৌতিক বিজ্ঞানের এই হ'ল দাবী। স্পেন্স্ কমিটির রিপোর্টে ১৯৩৮ সালেই বলা হয়েছিল : "আমাদের মনস্তত্ত্ব বিশেষজ্ঞ আমাদের বলেছেন সুনিশ্চিত ভাবেই মানুষের বুদ্ধির পরিমাপ করা যায়" (এই কল্পিত পরিমাপকেই বলা হয় আই-কিউ)। তারপর প্রচার-কৌশল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐরূপ উদ্দেশ্যমূলক মনস্তত্ত্বের চর্চা এবং শিক্ষা বিভাগে এই ভেক-বিজ্ঞানের (সিউডোসায়েন্সের) প্রয়োগ দ্বারা একে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। এরই প্রয়োগ দ্বারা ছেলেমেয়েদের বাছাই করে' বিভিন্ন "স্ট্রীমে" বা ধারায় ভাগ করা হয়। কম বয়সে জুনিয়র স্কুলে থাকা কালেই এই বিভাগ করা হয়। পরে ধারাভেদে শিক্ষণের গুণভেদ করা হয় এবং গুণভেদে পার্থক্যকে বৃদ্ধি করা হয়। 'এ' স্ট্রীমকে যেরূপ উন্নতভাবে পড়ানো হয়, 'বি' স্ট্রীমকে সেভাবে হয় না, 'সি' স্ট্রীম সুযোগ পায় আরও কম। কারণ যোগ্যতার তারতম্য ধরেই নেওয়া হয়। এইভাবে ১১ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা

চলে। শেষে ছেলেমেয়েদের মাত্র ১১ বৎসর বয়সে কঠিন "বুদ্ধি পরীক্ষা" নামক ভেকবিজ্ঞানের সম্মুখীন করা হয় এবং এই যান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা অধিকাংশকে গ্রামার স্কুলের অযোগ্য প্রমাণিত করা হয়। ('ইনটেলিজেন্স টেস্ট' ব'লে কথিত এই ভেক-বিজ্ঞানটির বিশেষ বিবরণ এবং তার রহস্য উন্মোচনের জন্য মার্কসবাদী পাঠকের কাছে সবচেয়ে উপযোগী পুস্তক লরেন্স উইশার্ট প্রকাশিত ব্রায়ান সাইমন লিখিত "ইনটেলিজেন্স টেস্ট"। এখানে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। কিছু কিছু উদ্ধৃতি ঐ পুস্তক থেকে করব। উদ্ধৃতিতে ইনটেঃ ব্রা-সা এইভাবে উদ্ধৃত ঐ পুস্তকের নাম উল্লেখ করছি)। 'ইনটেলিজেন্স টেস্ট' পরীক্ষাটির চরিত্রই এমন যে শিক্ষিত ধনী অভিজাত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেরাই এতে সহজে সক্ষম হয়। বেশীর ভাগই বাক চাতুরী ও হেঁয়ালীর খেলার মতো যেমন 'Hot' এর উল্টো কি? warm, cold, wintry, comfortable কোনটি? এ হচ্ছে স্বৈরাচারীভাবে নিজেরা কিছু মান ঠিক করে নিয়ে তার উপর ছেলে-মেয়েদের বিচার করা। মুখফোড় এবং কথায় ওস্তাদ সমাজের কথার হেঁয়ালী বাদ দিয়ে শ্রমিক জীবনের কর্মকুশলতা ও নৈপুণ্যের ভিত্তিতে বুদ্ধির প্রশ্ন করলে উল্টো ফল হ'বে এবং শ্রমিক সন্তানরাই বেশী বুদ্ধিমান প্রমাণিত হ'বেন ব্রায়ান সাইমন তাঁর পুস্তকে তা দেখিয়েছেন।

যাই হোক এইভাবে ছেলেমেয়েদের বাছাই কেন? "বর্তমান নির্বাচন-মূলক ব্যবস্থা এবং গুণগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন ধাপের (গ্রেডের) স্কুলের ব্যবস্থা শ্রেণীভেদদুষ্ট সমাজের প্রয়োজন সাধন করে। **এই সমাজ সমস্ত নাগরিকদের কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগাতে পারে না কাজেই সকলের যোগ্যতাকে পূর্ণমাত্রায় উন্নত করতে সাহস করে না"** (ইন-টে, ব্রায়ান সাইমন পৃষ্ঠা ২৬)। স্কুল-ব্যবস্থা একটি পিরামিডের বিন্যাসের মতো। সর্ব শীর্ষে অভিজাতদের 'পাবলিক স্কুল' ইটন, হ্যারো প্রভৃতি। (অথচ এই পাবলিক স্কুলে পাঠরত ধনী সন্তানদের বুদ্ধির পরিমাপ বা আই-কিউ পাবলিক স্কুলের সমর্থকদের মতেই অনেক সময় গ্রামার স্কুলে প্রবেশের জন্য ন্যূনতম যে মান তার অপেক্ষাও কম। এসব স্কুলে এমন ছেলেও আছে যারা গ্রামার স্কুলের পরীক্ষায় ফেল করেছে। দ্রষ্টব্যঃ "পাবলিক স্কুল ইন দি নিউ এজ", লেখক জি-স্নো, পৃষ্ঠা ১৫) তার পরেই গ্রামার স্কুল। এর নীচে নানান স্তরের স্কুল। সর্বশেষ ধাপ 'মডার্ন স্কুল' এবং ঐরূপ কিছু স্কুল—যা' হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর ছেলেমেয়েদের অধিকাংশের আশ্রয়। "গ্রামার স্কুলগুলি সংখ্যায়

কম, বিশেষ বাছাই ধরনের। আমাদের সমাজের থেমে যাওয়া স্থিতিশীল চরিত্রের জন্য বেশী প্রভাবশালী পদগুলিতে রিক্রুট করার জন্য কম সংখ্যার লোকই প্রয়োজন। এইরূপ স্তরভেদবিশিষ্ট শিক্ষাব্যবস্থার অস্তিত্বের ভিতরের কারণ স্কুলে পাওয়া যাবে না, ছেলেমেয়েদের মধ্যেও পাওয়া যাবে না। ওর কারণ পাওয়া যাবে সমাজের অর্থনৈতিক ও শ্রেণীভেদের কাঠামোর মধ্যে" (ইন-টেঃ ব্রা সা পৃষ্ঠা, ২৭)। ব্রায়ান সাইমন বলেছেন একটি সন্তান এল হয়তো এমন পরিবার থেকে যার বাবা মা উভয়েই গল্প প'ড়ে শোনানো, ছবি আঁকতে শেখানো বিজ্ঞানের কিছু সহজবোধ্য বিষয় বোঝানো ইত্যাদি নিয়ে ছেলে-মেয়েদের প্রতি মনোযোগ দিতে পেরেছেন। আর একজন এল এমন ঘর থেকে যেখানে কষ্টক্লেশে জীবনযাপন করেন এমন শ্রমিক পিতা পরিশ্রান্ত হয়ে ঘরে এসে ছেলেমেয়েদের প্রতি বিশেষ মনোযোগই দিতে পারেন না। পরিবার হয়তো বড়, বসবাসের স্থান সঙ্কীর্ণ। মায়েরও হয়তো সারাদিন খাটাখাটনি যোগাড় আত্তি করতে কেটে যায়, ছেলেমেয়েদের উপর মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। শেষোক্ত ঘরের ছেলে প্রথমোক্ত ঘরের ছেলের সঙ্গে বাক্‌কৌশলের পরীক্ষায় পারবে না। সুতরাং সে ছেলে পরীক্ষায় সহজেই ছাঁটাই হয়। বুর্জোয়া সমাজের উদ্দেশ্য সফল হয়। কিন্তু ঐ শেষোক্ত পরিবারের ছেলেরও কতকগুলো যোগ্যতা অর্জিত থাকে। আত্মনির্ভর হ'তে বাধ্য হওয়ার ফলে, যোগাড় আত্তির ব্যবস্থা তাকে নিজে থেকেই করতে হয় ব'লে এবং স্বাতন্ত্র্য উপভোগ করার ফলে বলিষ্ঠ মানুষ হ'বার কতকগুলি গুণ সে অর্জন করে—যা প্রথমোক্ত স্বচ্ছল ঘরের ছেলে অর্জন করে না। কিন্তু এই ধরনের অর্জিত যোগ্যতা বুর্জোয়া সমাজে পরিত্যক্ত হয়। শিক্ষার দ্বারা তাকে আরও সম্পদ বিশিষ্ট করার সুযোগ দেওয়া হয় না (ইন-টেঃ ব্রা-সা পৃষ্ঠা ১৬)। এইরূপ ভেদাচারের পরেও আবার ধৃষ্টতার সঙ্গে দাবী করা হয় মানবতাবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়েই এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেমন করে? স্বৈরাচারী বিচারে এক দলকে যোগ্য বিবেচনা করে করুণার নিদর্শন হিসাবে দেখানো হয় অন্য যারা ঐ বিচারে দাঁড়াতে পারল না তাদেরও কিছু ব্যবস্থা হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে তো বিপরীত ব্যবস্থা। সেখানে সব ছেলেমেয়েকেই একটা স্তর পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত মোটমাট জ্ঞান ও নৈপুণ্য অর্জন করিয়ে দেওয়া হয়। তার মানে ওরই মধ্যে কারও সঙ্গে কারও বিদ্যা ও নৈপুণ্যে তারতম্য থাকে না তা নয়। কারও বেশী কারও কম তো হ'তেই পারে। কিন্তু সকলেই যাতে একটা মান পর্যন্ত জ্ঞান

অর্জন করতে পারে এবং পাশ করতে পারে সেদিকেই লক্ষ্য রাখা হয়। যারা ফেল করে (যাঁদের ওঁরা বলেন 'রিপীটার্স') তাদের 'রিপীট' করিয়ে পুনরায় যত্ন নিয়ে পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে পাশ করিয়ে দেবার দায়িত্ব শিক্ষকের থাকে। ছেলের বা মেয়ের নিজস্ব দোষ বলে পরিত্যক্ত হয় না। ইনটেলিজেন্স টেস্টের কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে বলে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ স্বীকার করেন না। এখানে আর বেশী উদ্ধৃতি করলাম না। ব্রায়ান সাইমন তাঁর পুস্তকে দেখিয়েছেন শেষ পর্যন্ত নানান বাস্তব তথ্যের ফাঁদে প'ড়ে গিয়ে ভেকবিজ্ঞানী ইনটেলিজেন্স টেস্টের মনস্তত্ত্ববিদরাও আর তাঁদের পুরাতন কথায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারেননি এবং তাঁদেরকেও ইনটেলিজেন্স টেস্টের উপর নির্ভর করে' কোনও যোগ্যতার পরিমাপ হ'তে পারে একথা অস্বীকার করতে হয়েছে। তাই ব্রায়ান সাইমন বলেছেন: "If children have not got different quantities of the inherited quality "intelligence" which administrators can measure, if, in other words, there is no scientific means of differentiating between them at the age of ten, then there can be no best method of selection at all ; the task is patently impossible." ইনটেলিজেন্স টেস্ট (বুদ্ধির পরীক্ষা ও পরিমাপ) এবং অ্যাপটিটিউড টেস্ট (প্রবণতার পরীক্ষা ও নির্ধারণ) উভয়ই ভিত্তিহীন। প্রথমোক্তকে ধনতান্ত্রিক সমাজে এখনও অনেকে ধরে থাকলেও শেষোক্তের অর্থাৎ প্রবণতা নির্ধারণের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সর্বত্রই অস্বীকৃত।

ভিন্ন ভিন্ন স্রোতধারায় (স্ট্রীমে) ছেলেমেয়েদের ভাগ ক'রে এক এক ধারাকে ভিন্ন ভিন্ন টাইপের স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া এইরূপ পদ্ধতির চেয়ে ঐ ভিন্নমুখী ধারাগুলিকে এক ছাদের নীচে এক স্কুলে ভিন্ন ভিন্ন অংশে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা অপেক্ষাতর ভাল বা কম খারাপ। কারণ, ঐরূপ ক্ষেত্রে ভাগ করার ব্যবস্থাটায় তত কড়াকড়ি থাকে না, কিছুটা শিথিল হয়। ক্ষেত্র বিশেষে বেড়াজালের বেড়া টপকে এক স্রোতধারা থেকে আর এক স্রোতধারায় যোগ দেওয়াও সম্ভব হয়। কিন্তু ঐরূপ শৈথিল্য বা ক্ষেত্রবিশেষে ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও মূল সমালোচনা থেকেই যায়। ঐ সমালোচনা যেমন ভিন্ন ভিন্ন স্কুলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তেমনই একই স্কুলে বিভিন্ন স্ট্রীমের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ব্রায়ান সাইমন তাঁর উপরোক্ত পুস্তক এবং কমন সেকেণ্ডারী স্কুল পুস্তকে মালটিলেটারেল (বা আমাদের দেশে প্রচলিত পরিভাষা অনুযায়ী

মালটিপারপাস্) স্কুল সম্বন্ধে এই সমালোচনাকেই নির্দিষ্টভাবে উপস্থিত করেছেন। একদিন ছিল যখন বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পূজকরা জোর গলায় ঘোষণা করতেন: "Democracy begins with the hypothesis that all men are equal to find out who are the best.—সকলে সমান এই স্বতঃসিদ্ধ ধরে' নিয়ে গণতন্ত্র আরম্ভ করে, কে বা কারা সর্বোত্তম তা' আবিষ্কারের জন্য" (দ্রষ্টব্য: ডিলাইল বার্নস্, পোলিটিকেল আইডিয়াল্স্)। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সে সাম্যের ভনিতা আর নেই।

স্বাধীনতার পর শিক্ষা-সংস্কার

বিলাতে, আমেরিকায় শিক্ষাব্যবস্থার পরিস্থিতি যখন এইরকম তখন আমাদের দেশের নেতারা সদ্য স্বাধীনতা লাভের পর শিক্ষাব্যবস্থার কথা ভাবতে আরম্ভ করলেন। ১৯১৬-১৭ সালে শিল্পকমিশনে বিড়লা প্রমুখ দেশের ধনপতিরা ছিলেন। তখন থেকেই শিল্প প্রসারের জন্য শ্রমিক নিয়োগের প্রশ্নে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রমিকের কথা আসে। কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর ত্রিশ দশকে এই দিকেই তাঁদের চিন্তা ধাবিত হয়। কিন্তু আধুনিক শিল্পের জন্য মজুরকে কিছু প্রাথমিক শিক্ষাদান, বা হাতের কাজের মর্যাদা সৃষ্টি ক'রে তার জন্য প্রস্তুতি এই অংশই প্রাধান্য পায়। ওয়েল্সের সেই কথাই এসে পড়ে—'নিম্ন শ্রেণীর জন্য নিম্ন স্তরের শিক্ষা।' দেশে বরাবরই শিল্প গঠনের উদ্দেশ্যে সর্বস্তরের বৈজ্ঞানিক ও শিল্প শিক্ষার জন্য বুদ্ধিজীবী মহলে আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস কর্তৃক জাকির হোসেন কমিটি নিয়োজিত হবার পূর্বেই ১৯৩৬ সালে শিক্ষার বিশেষ করে টেকনিকাল ও ভোকেশানাল শিক্ষার উপর অভিমত দেওয়ার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক এবট-উড কমিটি নিযুক্ত হন। কিন্তু এঁদের বরং টেকনিকাল ও ভোকেশানাল শিক্ষার প্রসার সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হ'তেই দেখা যায়। তাঁরা বলেন: "The expansion of vocational education should not greatly outstrip the development of industry" লক্ষ্য করার বিষয় স্বাধীনতার পরে উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদও ৩০।৯।৫৩ তারিখের বেতার বক্তৃতায় একই উদ্বেগ প্রকাশ করেন: "any maladjustment between demand and supply at this stage would create problems which the state must at all costs seek to avoid."

যেটুকু শিক্ষা তাঁরা সুপারিশ করেন তাও ঐ "নিম্নস্তরের শিক্ষা নিম্নস্তরের জন্যে" —এই বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। শিল্প সংক্রান্ত ব্যাপারে ও ভারতের জাতীয় শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে ১৮৮২ সালের হাণ্টার কমিশনের ভূমিকার উল্লেখ কেউ বড় একটা করেন না। তার কারণও আছে। হাণ্টার কমিশনই প্রথম কমিশন যা উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করে ও কয়েকটি গভর্ণমেণ্ট কলেজ বন্ধ করে দিতে বলে। এর বিরুদ্ধে আনন্দমোহন বসু কর্তৃক ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত 'কলিকাতা ছাত্র সমিতি' (যুগের হিসাবে) প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করেন। (অবশ্য উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে হাণ্টার কমিশনের প্রয়াসে কিছু ফল হয় না। তা সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যাণেই দেখা যায়। ১৮৮১-৮২ সালে সরকারী কলেজের ছাত্র মোট কলেজের ছাত্র সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ ছিল কিন্তু ১৯০২ সালে প্রাইভেট কলেজের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তা এক-চতুর্থাংশে পরিণত হ'ল। উচ্চশিক্ষা প্রসারে সরকারের কার্পণ্যের কারণে যে-ঘাটতি সে-ঘাটতি প্রাইভেট কলেজ দ্বারা পূরণ হ'ল। বরং উপরের হিসাবে দেখা যাচ্ছে বেশী হ'ল। কলকাতার প্রসিদ্ধ প্রাইভেট কলেজগুলি প্রতিষ্ঠার পটভূমিকা ইহাই। সুরেন্দ্রনাথ ও লালমোহন ঘোষও ১৮৭৬ সাল থেকে উচ্চপদে ভারতীয়দের সুযোগ সুবিধার জন্য আবেদন নিবেদনের আন্দোলন আরম্ভ করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে হাণ্টার কমিশনের খড়্গ হস্ত হওয়ার কারণ বোঝা যায়। কোথায় কেমব্রিজে বসে (ভারতের বুর্জোয়া অর্থনীতির অধ্যাপকদের পূজ্য) আলফ্রেড মার্শাল পর্যন্ত ভারতের শিক্ষিত মানুষ শিল্প সংরক্ষণশুল্ক (প্রোটেকশান) দাবী করছে এই কথা শুনে কেমব্রিজের প্রাক্তন ভারতীয় ছাত্রদের উপর বিষোদ্গার করেন। (পিগুর 'মেমোরিয়ালস্ অব্ আলফ্রেড মার্শেল, পৃষ্ঠা ৪৭২)। সুতরাং উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে অভিযোগ কত তীব্র ছিল এবং কি কারণে ছিল তা সহজেই বোধ্য।

অথচ এই হাণ্টার কমিশনের রিপোর্টকেই প্রণাম ক'রে স্বাধীনতার পর নিয়োজিত মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ের জন্য নিযুক্ত কমিশন 'মুদালিয়ার কমিশান' (অক্টোবর ১৯৫২-জুন ১৯৫৩) তাঁদের রিপোর্ট আরম্ভ করলেন: "১৮৮২ সালের হাণ্টার কমিশনের রিপোর্ট একটি মূল্যবান দলিল···কতকগুলি মৌলিক প্রস্তাব করেছিল···যা' পরে diversified courses ব'লে স্বীকৃত হয়েছে তার প্রয়োজনীয়তা তারা পূর্ব হ'তেই বুঝতে পেরেছিল···তারা দ্বিমুখী পথের কথা বলেছিল একটি প্রবেশিকা পরীক্ষার দিকে আর একটি প্র্যাকটিক্যাল···

ব্যবসা, বাণিজ্য ভোকেশনাল দিকে…।" (মুদালিয়ার কমিশান, পৃষ্ঠা ১১) প্রশস্তিটা হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষার বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা থেকে সরিয়ে ননলিটারারি (সাহিত্য ব্যতিরেকে) প্র্যাকটিকেল শিক্ষায় ছেলেদের পরিচালিত করার প্রস্তাব ছিল সেই কারণে। অথচ এইরূপ পণ্ডিত সমাবেশে যে কমিশন (মুদালিয়ার কমিশন) তাঁদের অন্ততঃ পক্ষে নিম্নের কয়েকটি কথা ভোলা উচিত ছিল না: (১) ভারতে যাতে শিল্প সমৃদ্ধ না হয় তার জন্য ঐ সময় ভারতে বিলাত হ'তে যন্ত্রপাতি মেশিনারী রপ্তানি নিষিদ্ধ ছিল এবং (২) ঐ সময় ল্যাঙ্কাশায়ারের চাপে বিদেশী পণ্য তথা ব্রিটিশ পণ্যের আমদানীর উপর যে শুল্ক ছিল তা' তুলে দেওয়া হ'ল এবং কিছুদিনের মধ্যেই ১৮৯৪ সালে (৩) ভারতে প্রস্তুত বস্ত্রের উপর শুল্ক প্রয়োগ করা হ'ল যাতে ব্রিটিশ পণ্যের সঙ্গে ভারতের শিল্পজাত পণ্য প্রতিযোগিতা করতে না পারে। ভারতে শিল্প সংস্থাপনকে প্রতিরোধ করার জন্য এই নীতি। কাজেই হাণ্টার কমিশনের শিল্প শিক্ষা প্রসারের জন্য ভোকেশনাল ডাইভারশনের প্রস্তাব কতদূর আন্তরিক সহজেই অনুমেয়। তা ছাড়াও উক্ত কমিশন গভর্ণমেণ্টকে "মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব প্রাইভেট হাতে ছেড়ে দিতে বলেছে।" সুতরাং কমিশনের আসল উদ্দেশ্য কি তা সহজেই অনুমেয়। বস্তুতঃ ১৮৮২ সালে হাণ্টার কমিশনের সময়েই বাংলাদেশে অধিকাংশ ছেলে প্রাইভেট এডেড স্কুলে পড়ত, সরকারী স্কুল ছিল কম। প্রথমোক্ত রকমের স্কুলে বাংলাদেশে ৬০% মাদ্রাজে ৫৩%, উত্তর প্রদেশে ২৯% বোম্বাই-এ ২৪% পাঞ্জাবে ১৬% ছাত্র পড়ত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সরকারী দায়িত্ব আরও এড়ানোর অর্থ কি দাঁড়ায় সেটা লক্ষ্য করা উচিত।

ঐ এক diversified course-এর (বহুমুখী পাঠ্যসূচী) অনুমোদনের কারণে আকর্ষিত হ'য়ে মুদালিয়ার কমিশন, সাইমান কমিশনের সমকালে নিযুক্ত শিক্ষাকমিশন হার্টগ কমিটির কথাও উল্লেখ করেছেন।

ভারতের জনশিক্ষা সম্বন্ধে এই ভদ্রলোকের (হার্টগের) প্রকৃত মনোভাব কি ছিল এইটুকু স্মরণ রেখে এটাও তাঁদের উল্লেখ করতে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল। ভারতে জনশিক্ষার প্রতিরোধের অন্যতম দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্লিস সাহেব এই হার্টগের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি পেশ করেছেন: "জনসাধারণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা কি করতে যাচ্ছে? সহজে প্রভাবিত ও বিচলিত হয় এমন এক জাতিকে কি আরও প্রভাবিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত করবে?" (ব্লিস সাহেবের রিপোর্ট, পৃষ্ঠা ১৪)।

এইরূপ ভাবে তাঁরা (মুদালিয়ার কমিশন) ১৯৩৪ সালে উত্তরপ্রদেশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত বেকার সমস্যা সম্বন্ধে তদন্ত কমিটি সাপ্রু কমিটির উল্লেখ করেছেন। তখন বিশ্বব্যাপী অর্থসঙ্কট, শুধু এম-এ পাশ বি-এ পাশ ছেলেরাই বেকার নয়, ভারতে তখনই যা' টেকনিকাল কাজে দক্ষ শ্রমিক ছিল তারাও বেকার। সত্য কথা বলতে গেলে মূলত এই তদন্ত কমিটির কাজ ছিল ১৯৩০-৩২ এর আইনঅমান্য আন্দোলনের কারণ সমীক্ষা। উক্ত কমিশনের রায় ছিল "that much of the unrest was primarily due to mass unemployment" (অশান্তির কারণ প্রধানতঃ ব্যাপক বেকারী)। অন্যান্য কারণ ছাড়া এই কমিটি নিয়োগের অন্যতম কারণ ছিল আন্দোলনের রাজনৈতিক চরিত্র খাটো করা। এঁরা diversified course-এর (বহুমুখী পাঠ্যসূচীর) কথা বলেছিলেন। কিন্তু ১৯৩২-এর অটোয়া ইম্পিরিয়াল প্রেফারেনস চুক্তিতেই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—ভারতের শিল্প প্রসারে তাঁরা কতদূর আগ্রহী। বস্তুতঃ এই চুক্তি শিল্প-প্রসারের পথ ব্যহত করতো এবং বাস্তবে করেও ছিল। অবশ্য ইংরাজ কর্তৃক ভারতের শিল্প প্রসার উৎসাহিত করার কোনও কারণও নেই। অন্যদিকে শিল্প প্রসারের সম্ভাবনা সঙ্কুচিত থাকলে টেকনিকাল শিক্ষা অব্যবহৃত থেকে যায়। কাজেই টেকনিকাল শিক্ষা সম্বন্ধে ইংরাজের সুপারিশের আন্তরিকতা ছিল না তা বোঝাই যায়। অথচ মুদালিয়ার কমিশন নিজেই টেকনিকাল শিক্ষার অনগ্রসরতা সম্বন্ধে স্বীকার করেছেন: "এই অসার্থকতার অন্যতম প্রধান কারণ এইরূপ শিক্ষা শিল্পপ্রসারের অগ্রগতির সঙ্গে খাপ খাইয়েই হ'তে পারে।···দেশের শিল্প এবং ব্যবসায়ে উন্নয়নের অভাবে ঐ (টেকনিকাল) কোর্সগুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি।" (পৃষ্ঠা ১৯) এ সত্ত্বেও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই মধ্যপথে টেকনিকাল শিক্ষার জন্য ছেলেমেয়ে আলাদা করে দেওয়ার অভাবেই যেন টেকনিকাল শিক্ষা পিছিয়ে আছে—তাঁদের বক্তব্যের সারমর্ম এই দাঁড়াল।

এইরূপ ভূমিকাতে সহজেই বুঝা যায় মুদালিয়ার কমিশনের প্রধান প্রস্তাব দাঁড়াল মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে diversification (বহুমুখীকরণ) শিক্ষার্থী ছাত্রদের একটা কোনও স্তরে—ভিন্ন ভিন্ন ধারায় (স্ট্রীমে) ভাগ করা এবং তাদের সেইদিকে পরিচালিত করা। (মুদালিয়ার কমিশন পৃষ্ঠা ২৭) তাঁরা প্রস্তাব করলেন multilateral বা multipurpose school যার বাংলা করা

হয়েছে সর্বার্থসাধক বা বহুমুখী বিদ্যালয়। (মুদালিয়ার কমিশান, পৃষ্ঠা ৩৭) এখানে বলা ভাল multilateral এবং multipurpose শব্দের এক অর্থ হয় না। multilateral শব্দের অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন দিকে শাখান্বিত। multipurpose বলতে এও বোঝাতে পারে যে একই বস্তু একই শিক্ষা নানান কাজে লাগানো যায়। এই নামের বিভ্রান্তি অন্তর্নিহিত ভিন্ন ভিন্ন শাখায় শাখান্বিত হওয়ার চরিত্রটিকে প্রথম দিকে প্রচ্ছন্ন রাখতে সাহায্য করেছিল। প্রথম দিকে বর্ণিত ধরণের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হবার আগে প্রচারের মাধ্যমে অনবহিত মানুষকে এইরূপ বোঝানোর চেষ্টা হয়েছিল যেন এইসব স্কুলে এমন শিক্ষা দেওয়া হবে যাতে একই শিক্ষায় বহু কাজ সাধিত হতে পারবে। মানুষ যখন ঐ স্কুলের প্রকৃত রূপ বুঝলো তখন ঐ স্কুল গেড়ে বসে গেছে। ভাষায় ও নাম করণে বিভ্রান্তি সৃষ্টি ভারতের শাসনব্যবস্থার একটি পরিকল্পিত অস্ত্র। তাই সারা বিশ্বে যার নাম পার্চেজ ট্যাক্স বা ক্রয়কর (অর্থাৎ যে কর ক্রেতাকে দিতে হয়) ভারতে তার নাম সেল ট্যাক্স (যেন বিক্রেতাকে দিতে হয়)।

আমাদের দেশে প্র্যাকটিক্যাল, টেকনিক্যাল, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বর্জিত মাধ্যমিক শিক্ষার দোষ ছিল (যা এখনও আছে) তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটা প্রতিটি ছাত্রের জন্যই সত্য। এক এক জন ছাত্রকে অন্যান্য দিক থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে এক এক দিকে পরিচালিত করা তো সেই রকম দোষেরই রকমফের হচ্ছে। কেউ বিজ্ঞানে গেল, অথচ সাহিত্যের মর্ম বুঝল না। আবার কেউ সাহিত্যে গেল অথচ বিজ্ঞানের মর্ম কিছুই বুঝল না। (বর্তমানে যা' চালু আছে তার সকলদিকের কথা পরে আলোচ্য।) এই সূত্রে খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ডাঃ এন. কে কৃষ্ণানের নিম্নোধৃত উক্তি উল্লেখযোগ্য : "no single discipline can be depended on to inpart by itself a truly liberal education.···The humanities too need the correction of a scientific outlook as the sciences need to be humanised." ("Future of Education in Iudia", Publication Division, Pages 41-42). কিন্তু multilareral school এ এই ধরনের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। অবশ্য মুদালিয়ার কমিশনে অনেক মূল্যবান জিনিস আলোচিত হয়েছে। আমি সেসব আলোচনা করছি না। আমার আলোচনা কেবল 'স্ট্রীম' ভাগ বিষয়ে সীমাবদ্ধ।

মুদালিয়ার কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করার বৎসরাধিককাল পরে

(আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪) পশ্চিমবাংলার গভর্নমেন্ট নিয়োজিত সে কমিশনের রিপোর্ট বের হ'ল। মুদালিয়ার কমিশনের রিপোর্টের সাধারণ নীতিগুলি পশ্চিমবঙ্গ সরকার মেনে নিলেন। মেনে নিয়ে রাজ্যে কিভাবে ঐ নীতি অনুযায়ী উন্নতি করা যায় সে কমিশনকে তার রিপোর্ট দিতে বলা হ'ল। আর্থিক সঙ্গতির প্রস্তাবগুলি কিভাবে রূপায়ন করা যায় সে কমিশনকে তার উপরেও পরামর্শ দিতে বলা হ'ল।

বলা বাহুল্য সে কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যস্তরে বহুমুখীকরণের প্রস্তাব মেনে নিয়ে তাঁদের প্রস্তাব পেশ করলেন। ইণ্টারমিডিয়েট কোর্সকে স্কুলের ভিতর নিয়ে ৮ম শ্রেণীর পর ৪ বৎসরের এক-এক মুখী পৃথক পাঠসূচীতে ভাগ ক'রে বহুমুখী পাঠব্যবস্থার মাধ্যমিক স্কুলের তাঁরা প্রস্তাব করলেন। তাঁরা দুইবার পরীক্ষার প্রস্তাব করলেন, একবার ৮ম শ্রেণীর পর, শেষের বার দ্বাদশ শ্রেণীর পর। পূর্বে যেমন ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা হ'ত।

তা হলে পূর্ব প্রচলিত ব্যবস্থা থেকে পার্থক্যটা দাঁড়াল কোথায়? পূর্বে ১০ম শ্রেণীতে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষা দিয়ে কেউ আর্ট কেউ সায়েন্স পড়তে যেত—এখন দুই বৎসর পূর্বে ৮ম শ্রেণীর পরই তার বিভিন্নকরণের প্রস্তাব হ'ল। মূল প্রশ্ন এখানেই। এত কম বয়সে, ন্যূনতম সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্ভব নয়। ঐ বয়সে পৃথক পৃথক কোর্স বাছাই করাও সম্ভব নয়। উপরে ব্রায়ান সাইমনের আলোচনাতেও আমরা তাই দেখেছি। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক দেশে এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অস্বীকৃত।

এটা সত্য কথা যে মুদালিয়ার কমিশন সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ ব্যবস্থা করেন নি। 'সাধারণ বিজ্ঞান' এবং 'সোস্থাল স্টাডিজ' সকলকেই পড়তে হবে এরকম ব্যবস্থা ছিল। এখন এখানে (পশ্চিমবাংলা) প্রচলিত ব্যবস্থায় ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত তাই আছে। কিন্তু সত্য কথা স্বীকার করতে হ'লে এটা শেষ পর্যন্ত নাম মাত্র দাঁড়ায়। কারণ উচ্চমাধ্যমিকের শেষ পরীক্ষায় এদের স্থান না থাকায় স্বভাবতই বিজ্ঞানের ছাত্রের নিকট সোস্থাল স্টাডিজ এবং আর্টসের ছাত্রের নিকট সাধারণ সায়েন্সের মূল্য থাকে না। (তুলনার জন্য দ্রষ্টব্য: "The evidence of several Indian witnesses, especially those of Mr Benoy Kumar Sen and Raj Kumar Sen are equally emphatic, namely, the general neglect of all non-exam subjects···" Page 65, vol. IV, Sadler Commission.) শেষ

পর্যন্ত পৃথকীকরণের দৃঢ় নীতিটাই কার্যকরী হয়।

তা ছাড়া বিজ্ঞান, আর্টস্ টেকনিক্যাল এই গ্রুপগুলি এক একটি প্যাকেজ-ডীল এক একটি মোড়কের মধ্যে। প্রথম নির্বাচন কোন্ মোড়ক? তারপর মোড়কের মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়? সায়েন্সের মোড়ক থেকে একটি এবং টেকনিকেলের মোড়ক থেকে আর একটি এও চলবে না। আবাব প্রত্যেকটি মোড়কের ভবিষ্যৎ পথ ভিন্ন ভিন্ন দিকে। একজন বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন, শিশু শুধু শিশুই—সে ভ্রূণাবস্থার ইঞ্জিনীয়ার, কবি বা আইনজ্ঞ নয় (অধ্যাপক এচ-সি-বারনার্ড)। কম বয়সে নির্বাচিত মোড়ক-ব্যবস্থায়—এই সহজ সরল সত্যটি অস্বীকৃত।

উদ্দেশ্যই বলুন, বা বাস্তব পরিণতি বিচারেই বলুন, কম বয়সে এরকম বাছাইএর লক্ষ্য কি? ব্রায়ান সাইমনের ভাষায় বিশেষ এক একটা দিকে প্রধানতঃ সায়েন্স কিংবা আর্টসে এদের লক্ষ্য হচ্ছে "intensive cultivation of an elite is the end to which all other educational objectives should be sacrificed". অর্থাৎ এক একটি দিকে গভীরতর যত্ন ও মনোযোগ দিয়ে ছেলেদের মধ্য হ'তে কিছু অল্প সংখ্যক ছেলে-মেয়েকে উচ্চমানের গ'ড়ে নেওয়াই এদের উদ্দেশ্য। একটা যথোচিত উপযোগী বয়স পর্যন্ত সমান শিক্ষা দিয়ে সকলকে গ'ড়ে তোলা এই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়।

গোড়া থেকেই যদি শিক্ষাব্যবস্থা এইরূপ কেবল একরোখা অল্প সংখ্যক ছেলেমেয়েকে গড়ে তোলার দিকে ধাবিত হয়, সেরা ছেলে-মেয়ে বেছে নিয়ে গড়ে পিটে কাজে লাগাবার চেষ্টা হয় সর্বদেশে বিশেষ করে ভারতে তারাই এর সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে যাদের ঘরে অভিভাবকগণ পরিকল্পিত-ভাবে ছেলেমেয়েদের প্রস্তুত করার ক্ষমতা রাখেন। কৃষক, শ্রমিক গরীব মধ্যবিত্ত (যাদের কারও কারও সাধ্য থাকলেও রুজি রোজগারের ছোটাছুটিতে সময় নেই) তাদের ঘরের ছেলেরাই হ'বে ক্ষতিগ্রস্ত এবং যে 'স্ট্রিম' বা স্রোতধারাটি ধরতে পারলে ভবিষ্যতে সুবিধা হয়, তা তাদের হাত থেকে ফস্কে যাবে। তাছাড়া সকলের লক্ষ্য তীক্ষ্ণভাবে ঐ স্ট্রিমের দিকে থাকবে বলে' সাধারণ ভাবে একটা ভাল শিক্ষা অর্জন হবে ক্ষতিগ্রস্ত। বিলাতের কমিউনিস্ট পার্টি তাদের দেশে এমন ব্যবস্থা দাবী করেছেন—"যাতে সকলের জন্য পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষা সুনিশ্চিত হয়" (to ensure a full secondary education for all)।

ব্রায়ান সাইমনের একটি উক্তিতে সেখানকার শাসক শ্রেণীর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণিত আছে "ইংলণ্ডের ধনতান্ত্রিক সমাজের দৃষ্টি ভঙ্গীতে বেশী প্রভাবশালী পদগুলিতে রিক্রুট করার জন্য কম সংখ্যার লোকই প্রয়োজন" এখানেও এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগের কর্তাদের প্রথম থেকেই প্রভাবান্বিত করেছিল। শ্রেণীসুলভ প্রবণতায় ঐরূপ আচরণই হয়েছিল —যদিচ পশ্চাৎপদ ভারতে প্রকৃত উন্নয়নকামীদের ভিন্নরূপ দৃষ্টিভঙ্গিও হতে পারতো।

এদের পক্ষেও কোনও কোনও প্রবক্তার ধৃষ্টতা কতদূর যেতে পারে তা' নিম্নের দৃষ্টান্তেই বোঝা যাবে। ১৯৫৬ সালে হুমায়ুন কবীরের নেতৃত্বে ভারত সরকারের একটি শিক্ষাবিদদের প্রতিনিধিমণ্ডলী সোভিয়েত ইউনিয়ন যান। ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে এঁদের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ("ট্রেণ্ডস্ অব্ সোভিয়েত এডুকেশন," ভারত গভর্ণমেণ্ট)। প্রধান রিপোর্টটি হুমায়ুন কবিরের নিজের লিখিত বলে উল্লেখিত। তিনি এক স্থানে লিখেছিলেন: "সোভিয়েত ইউনিয়নের মাধ্যমিক স্কুলের সিলেবাস এই মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত যে স্কুলের ১০ম বৎসরের শেষ পর্যন্ত কোনও 'স্পেশালিজেশানের' (শুধু শাখাবিশেষের অনুশীলন, এরূপ ব্যবস্থার) প্রয়োজন নেই। মাধ্যমিক স্কুলের পরীক্ষা হিউম্যানিটি সায়েন্স উভয় দিকেই মৌলিক জ্ঞানের গ্যারান্টি হ'তে হ'বে।...একই চরিত্রের সিলেবাস নির্দ্ধারণের পক্ষে বলা যায় যে এতে একটা গভীর সার্বিক চরিত্রের মৌলিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু অন্য আর এক দৃষ্টিতে এটা সোভিয়েত শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা। পাঠ্য পুস্তকের নির্বাচনের অধিকারের অভাব, সব পাঠ্যপুস্তকের রাষ্ট্র কর্তৃক প্রকাশনা, শিক্ষনরীতিকে এক মানে নিয়ন্ত্রিত করা, বুদ্ধি পরীক্ষা করার বিরুদ্ধে তীব্র বিরূপ মনোভাব ছেলেমেয়েদের পাঠ্যসূচীর মধ্যে কোনও লক্ষ্যণীয় তরিতফাতের অভাব—সোভিয়েত শিক্ষাব্যবস্থার এই সব প্রকৃতিগুলি অসন্তোষজনক।" অথচ তাঁদের এই ইচ্ছাকৃত বিরূপ রিপোর্টের ফাঁকে ফাঁকে বাস্তব ব্যবস্থার যে-ছবি বেরিয়ে এসেছে তাতে খ্যাতনামা শিক্ষাবিশেষজ্ঞ কে, জি, সাইয়েদায়েনকে বলতে হয়েছে: "There is one vivid outstanding impression left on my mind. It is the great significance which Russian education attaches to children—a touching solicitude

for their welfare and a determination to see that all possible facilities are provided for their full all round development". যার যেমন রুচি। ধনতন্ত্রের পোষ্য হুমায়ুন কবীর সমাজতন্ত্রের নিন্দাছাড়া আর কি করতে পারে? ঐ সময় ডাঃ জাকীর হোসেনও পাশ্চাত্ত্যের বুদ্ধি-পরীক্ষার মোহ এবং ধনতন্ত্রের মুষ্টিমেয় পদাধিকারী শিক্ষিত করার জন্য নির্বাচনের প্রথায় প্রভাবিত হয়ে' বলছেন :

"Significant and fruitful attempts have been made to classify individualities. ......the axiom of congruence between the individual mind and the mental structure of the cultural goods used for its cultivation will be the guiding principle of our future educational development." মর্মার্থ, ব্যক্তিগত মন এবং মানসিক গঠনের সঙ্গে মিল রেখে শিক্ষাব্যবস্থা চয়নের নীতি এখন থেকে স্বতঃসিদ্ধ বলে গাইড লাইন হিসাবে ধরে রাখতে হবে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এই স্বতঃসিদ্ধতা বড় আঘাত খেল। বুর্জোয়া অবক্ষয়ের চিন্তাধারার দুর্বলতাই এই যে তারা নাকের বেশীদূর দেখতে পায়না। গান্ধীজির অনেক উক্তিকেই আমাদের সমালোচনা করতে হয় এবং হয়েছে। কিন্তু আজ এখানে তাঁর একটা কথা মনে না করে পারছিনা। তিনি শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে বলেছিলেন : "ইহা লক্ষণীয় যে ইউরোপীয়ানরা যে সব সিস্টেম ফেলে দেয় সেই সব সিসটেমই আমাদের মধ্যে চালু হয়। আমরা অজ্ঞ ভাবে সেই পরিত্যক্ত সিসটেমগুলি ধরে থাকি" (হিন্দ স্বরাজ, ১৯২২ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১০১)। ইউরোপে যখন একটা শিক্ষানীতি তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে তখনই তাকে চিরস্থায়ী-গাইড লাইন বলে এখানকার শিক্ষাবিদরা ঘোষণা করলেন। আবার অদূর ভবিষ্যতে (ডঃ জাকির হোসেন বেঁচে থাকতেই) এই গাইড লাইন থেকে টল্‌তে হ'ল। এখন তারই কাহিনী কিছুটা আলোচনা করব।

স্পুৎনিক ও বিস্মিত পৃথিবী

১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে সারা জগতের মানুষের বিস্ময় সৃষ্টি করে' সোভিয়েতের স্পুৎনিক মহাকাশে উঠ্‌ল। আজ মার্কিন চন্দ্রাভিযান সত্ত্বেও সেদিনের সেকথা জগতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এই কয় বৎসরে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সংশোধনবাদী নেতৃত্ব সর্বক্ষেত্রের মতো শিক্ষা-

ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই অবাঞ্ছনীয় ভাবপ্রবাহ সঞ্চারণে নিশ্চেষ্ট থাকেননি। তবু মূল চরিত্রে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির দরুণ শিথিল হওয়ার সম্ভাবনা সীমিত। যাইহোক এখন ১৯৫৭ সালের এই অভূতপূর্ব ঘটনার কথাই উল্লেখ করছি।

এই ঘটনার পূর্ব পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী ও বুর্জোয়া শিক্ষাবিদরা সোভিয়েত শিক্ষাব্যবস্থাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে ছাড়েন নি। তাঁদের মধ্যে দু চার জন সত্য সংবাদ দিলেও তা ধনতান্ত্রিক জগতের সংবাদপত্র ও ভাড়াটে লেখকদের মিথ্যা প্রচার ও নিন্দাবাদে চাপা পড়ে। 'খলসে' বলে আমিও যাই। তাই হুমায়ুন কবীরের মতো ক্ষুদ্র জীবও নিন্দা করতে ছাড়েননি।

স্পুৎনিকের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পৃথিবী সচকিত হয়ে সোভিয়েত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার উৎকর্ষের কথা ভাবতে বসল। প্রতিটি ধনতান্ত্রিক দেশ থেকে তীর্থ স্থানে যাওয়ার মতো করে' বিশেষজ্ঞগণ ছুটতে লাগলেন। তাঁরা স্বচক্ষে দেখতে গেলেন সোভিয়েত শিক্ষাব্যবস্থা এবং কিছুকাল ধরে চলতে লাগলো তার ভূয়সী প্রশংসা।

আমেরিকান কিছু বিশেষজ্ঞ এর পূর্বেও শিক্ষায় সোভিয়েত অগ্রগতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিলেন। ফল হয়নি। এখন সেদিকে নজর পড়ল। নিউইয়র্ক টাইম্‌সের ১৯৫৬ সালের ৩রা জুন সংখ্যায় একজন বৈজ্ঞানিক সোভিয়েত ল্যাবরেটারি দেখে এসে বলেছিলেন, হাই এনার্জি ফিজিক্‌সে সোভিয়েত এত এগিয়ে আছে যে আমেরিকার সেখানে পৌছাতে ১০ বৎসর লাগবে (দি চ্যালেঞ্জ অব সোভিয়েত এডুকেশান্, লেখক জর্জ এস. কাউন্টস্, কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমারিটাস অধ্যাপক পৃষ্ঠা ৩) "এই সাফল্যের রেকর্ডে দেখা যাচ্ছে সোভিয়েতে সংগঠিত শিক্ষাব্যবস্থাকে যেরূপ গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়, যুক্তরাষ্ট্রে বা কোনও মুক্ত সমাজে তেমন হয় না।" (ঐ পুস্তক পৃষ্ঠা ৭, বলা বাহুল্য মুক্ত সমাজ বলতে ধনতান্ত্রিক শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজকে বলা হচ্ছে।) এই পুস্তক আরও স্মরণ করলো যে ১৯৫৫ সালেই একজন সোভিয়েত পর্যটন প্রত্যাগত সিনেটার বলেছিলেন, ১৯৫৬ সালেই সোভিয়েত ইউনিয়ন আমেরিকা অপেক্ষা ৩২ গুণ বেশী টেকনিক্যাল গ্রাজুয়েট তৈরী করবে (পৃষ্ঠা ১৩)। তাঁর সমীক্ষা অনুযায়ী তিনি বললেন সোভিয়েতে তখন প্রতি বৎসর সর্বস্তরের টেকনিশিয়ান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অপেক্ষা তিনগুণ বেশী করে' তৈরী হচ্ছে (পৃষ্ঠা ২৯১)। ইনটেলিজেন্‌স্ টেস্ট প্রভৃতি পরিত্যক্ত হ'লনা বটে কিন্তু ঘটনার আঘাতে তার পোজিশন পূর্বস্তরে আর থাকল না।

"In so for as training developes potential intelligence, access to training is the most critical aspect of education" (The Politics of Soviet Education edited by Z. F. Bereday and Jaan Pennar.) যেহেতু ট্রেনিং এর ফলে যে-বুদ্ধি অন্তর্নিহিত থাকে তা প্রস্ফুটিত হবার সুযোগ পায়, ট্রেনিং বা শিক্ষাপ্রাপ্তির সুযোগই প্রধান প্রশ্ন। ইনি আরও স্বীকার করলেন ধনতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষা উপর তলার শ্রেণীর একচেটিয়া সম্পত্তিতে দাঁড়িয়ে যায় এবং পুরুষানুক্রমে ঐভাবেই চলতে থাকে প্রচলিত ইনটেলিজেন্স পরীক্ষায় প্রকৃত বাছাই সম্ভব নয়। যে সমাজের ছেলেমেয়েরা বোলচালে ওস্তাদ তারাই শুধু ওতরায় (পৃষ্ঠা ১৭৭-১৭৮)। এই মার্কিন লেখকরা আরও বললেন, বিজ্ঞান এবং গণিতের চর্চা ও অনুশীলনে এমন কোনও সমাজই এখনও সোভিয়েতের মত আত্মসমর্পিত হয় নি। "যে কিশোর কিশোরী মিড্‌ল্ স্কুল সম্পূর্ণ করে সে ১০ বছর পড়ে গণিত, ভূগোল ৬ বছর, জীব বিজ্ঞান ৬ বছর, ফিজিক্স্ ৫ বছর, কেমিস্ট্রী ৪ বছর এবং জ্যোতির্বিদ্যা ১ বছর। এ এক দুর্জয় পরিবেশন, ফরমিডেব্‌ল্ অফারিং" (দি চ্যালেঞ্জ অব সোভিয়েত এডুকেশন পৃষ্ঠা ২৯১)। আমেরিকানরা সোভিয়েতের বিজ্ঞানের সাফল্যেই হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। পরে দেখবো সোভিয়েতের মাধ্যমিক শিক্ষায় ভাষা ও সাহিত্য অনুশীলনও কম নয়।

ইউরোপ ও আমেরিকার গবেষকদের মনোযোগ যখন এইভাবে সোভিয়েতের দিকে আকর্ষিত এবং সোভিয়েত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভাব আমেরিকার শিক্ষা-ব্যবস্থায় দেখা দিয়েছে, তখন ভারত সরকারও পুনরায় প্রতিনিধি মণ্ডলী পাঠাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। [অবশ্য ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় জীবন জীবিকার পার্থক্যের দরুণ ধনতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষায় সোভিয়েতের মতো সম্পূর্ণ সম সুযোগ সরবরাহ করা সম্ভব নয়। মার্কিন বিশেষজ্ঞকেও তা' স্বীকার করতে হয়েছে। জীবনধারণের মানের ব্যবধান যে-পার্থক্য সৃষ্টি করে শুধু স্কুল দ্বারা তার লোপ সম্ভব নয়। "So long as there exist social differences absolute equality of opportunity (or development of potential intelligence) through access to the training will remain highly problematical since it makes a great deal of difference where the individual starts from." The Politics of Soviet Education, Pages 177-78। যাই হোক, পাশ্চাত্ত্যের দৃষ্টান্তে ভারত সরকারের এখন

প্রথমবারের প্রতিনিধিমণ্ডলীর নেতা হুমায়ুন কবিরেরই বুদ্ধির পরিমাপটা কম বলে মনে হ'ল এবং তাঁরা ১৯৬১ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর আর এক প্রতিনিধিমণ্ডলী পাঠালেন। এই প্রতিনিধিমণ্ডলীর রিপোর্ট প্রকাশ করে ভারত সরকারের 'এডুকেশানাল এডভাইজার' শ্রীপ্রেম কৃপাল ভূমিকায় বললেন রিপোর্টে মতামত ও মন্তব্য বাদ দিয়ে বাস্তব ছবি রাখার চেষ্টা হয়েছে ও মূল্যবান রিপোর্ট হিসাবে সকল শিক্ষাবিদদের যাতে প্রাপ্য হয় সেইভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে (এডুকেশান্ ইন দিন সোভিয়েট ইউনিয়ান, এ রিপোর্ট অন দি ভিজিট অব দি ইণ্ডিয়ান ডেলিগেশান্ টু দি ইউ-এস এস আর—১৯৬১ : রাজারায় সিংহ, প্রতিনিধি মণ্ডলীর নেতা)। সমগ্র রিপোর্ট এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়। শিক্ষা বিষয়ে সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে তাঁরা যা বলেছেন তা উদ্ধৃত করব। "মানুষের শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন করা ও আয়ত্ত করার ক্ষমতা অসীম ও অনন্ত—এই তত্ত্ব সোভিয়েত শিক্ষা ব্যবস্থায় ভিত্তি হিসাবে গৃহীত। গত শতাব্দীর রুশ মনস্তত্ত্ববিদ আই. এম. সেচেনভের উক্তি তাঁরা প্রশংসার সঙ্গে উল্লেখ করেন। তিনি বলেছিলেন, 'মানুষের বুদ্ধির হাজার ভাগের নয়' শ নিরানব্বই ভাগই হচ্ছে ব্যাপক অর্থে শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। ঐ হাজার ভাগের মধ্যে বাকী মাত্র এক ভাগ জন্মগত প্রকৃতি দত্ত হ'তে পারে।' ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে সামাজিক অবস্থার কথাও আসবে। তার দ্বারাই ব্যক্তিত্বের প্রস্ফুটন ও উৎকর্ষ হয়। যুক্তরাজ্যের (বিলাতের) ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব টিচার্সের কনসাল্‌টেটিভ কমিটির রিপোর্টে যা বলা হয়েছে, তার কিছু অংশের সঙ্গে সোভিয়েত শিক্ষাবিদরা ভিন্ন মতের হ'বেন না বলে আমরা মনে করি। 'জন্মগত প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতার সীমার সক্রিয়তা ধরলেও, কোনও শিশুরই কোনও বিষয়ে কৃতকার্যতা অর্জনের ক্ষমতাকে খুব নিম্নমানের বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না—যতক্ষণনা সেই বিষয়ে সেই শিশুর সামনে উত্তম ব্যবস্থা ও উক্ত বিষয়ে চিত্তাকর্ষণ ও চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টি করার মতো সমস্ত কিছু উপস্থিত করা যাচ্ছে'…" (পৃষ্ঠা ২)।

প্রতিনিধি মণ্ডলীর প্রতিক্রিয়া উল্লেখযোগ্য বলে উদ্ধৃত করলাম। নীচে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্রায়ান সাইমন এই বক্তব্যকে যেভাবে বলেছেন তাও উদ্ধৃত করলাম :

"There is no scientific evidence for the claim that the child's 'mental capacity' is **determined** by the origional

endowment. On the contrary, study of the brain and the higher nervous system suggests that precisely the opposite is the case. Pavlov, the great Russian physiologist and psychologist was summarising a life-time of research when he wrote: "The chief, strongest and **most permanent impression** we get from the higher nervous activity by our methods, is the extraordinary plasticity of this activity, and its immense potentialities; nothing is immobile or intractable and everything may always be achieved, changed for the better, provided only that the proper conditions are created." (Interlligence Test, Pase 91).

মর্মার্থঃ জন্মগত প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতাদ্বারা মানসিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয় এটা ঠিক নয়। প্যাভলভের বক্তব্য এই যে আমাদের উচ্চস্তর স্নায়ুগুলির আছে অসীম কর্মক্ষমতা। শুধু উপযোগী ব্যবস্থা ও পরিবেশ সামনে রাখতে পারলেই হয়।

পাঠ্যসূচী বা কারিকুলাম সমস্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন ধরে মূলতঃ একই। সব বিষয়, বিজ্ঞান, ভাষা, সাহিত্য যা পাঠ্য আছে সবই বাধ্যতামূলক। ঐচ্ছিক কিছু নাই। প্রথম শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সম্পূর্ণ কারিকুলাম নির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত। এখানে রিপোর্ট হ'তে পূর্ণতর ইংরাজী উদ্ধৃতি দেওয়াই ভাল:

"The curriculum is substantially unifrom throughout the counrty. The points where variations are permissible to suit local conditions are specifically indicated. Boys and girls follow the same curriculum. All subjects are compulsory and there are no optionals. The cuurriculum is an attempt to determine for different stages of development, the essential body of knowledge and the skills that the school must offer in order that meaningful learning may be promoted. Knowledge according to Soviet view, is a system and represents the unification of thought and practice. Meaningful learning

can, therefore, take place only through a systematic acquisition of systematic knowledge. The curriculum is structured to reflect the basic concept. While the curriculum is designed to set forth clearly the skills and knowledge which should be acquired by the pupils at the different stages, it is covered as a whole covering the complete secondary school from class I, to class XI…"

আমরা উপরে দেখেছি আমেরিকানরা সোভিয়েতের বৈজ্ঞানিক সাফল্যে আকর্ষিত হয়ে সোভিয়েত শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞানের মর্যাদার উপরেই জোর দিয়েছেন। কিন্তু রাজার চেয়ে পেয়াদা বড়। তাই দেখি হুমায়ুন কবীর তাঁর রিপোর্টে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, বিজ্ঞান চর্চার জন্য সোভিয়েতে ভাষা চর্চার ক্ষতি হ'বে। (কবীর রিপোর্ট, পৃষ্ঠা ১৫) কিন্তু আলোচ্য রিপোর্টে অর্থাৎ রাজারাম সিংহের ১৯৬২ সালের রিপোর্টে দেখতে পাই:

"The achievments of the Soviet educational system are generally identified with what the U. S S. R, has done in the field of science and technology. Undoubtedly important though scientific studies are it appeared to us that if primacy of status is to be looked for in any particular group of subjects in the Soviet curriculum, it is to be accorded to the languages." (Page 211)

মর্মার্থ-সোভিয়েত শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞানের উপর জোর যদিও বেশী, তবু সোভিয়েত স্কুলে কোন্ একটা বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে তা খুঁজতে গেলে দেখা যাবে ভাষাই সে প্রাধান্য পেয়েছে।

উপরে যা' বর্ণিত হ'ল তার সারমর্ম দাঁড়াল ছেলেমেয়েদের বুদ্ধির তারতম্য বা বিষয়গত প্রবণতা ও প্রবৃত্তি (এপটিটিউড) জন্মগত ক্ষমতা পূর্ব হতেই নির্দ্ধারিত সোভিয়েত শিক্ষাব্যবস্থায় এইরূপ মতবাদ সম্পূর্ণ অস্বীকৃত। সোভিয়েতের শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তিই এই অস্বীকৃতির উপর।

কোঠারী কমিশন

এরপর স্বভাবতই কোঠারী কমিশনে উপরে বর্ণিত অভিজ্ঞতার ছাপ এসে

পড়ে। ভারতে সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত ও রিপোর্ট করার জন্য এই কমিশন ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে নিযুক্ত হন এবং ১৯৬৬ সালের জুন মাসে তাঁদের রিপোর্ট দাখিল করেন। স্পুৎনিক উত্তর জগতে সর্বদেশে যেমন বুর্জোয়া চিন্তাধারায় পরিবর্তন ঘটল এবং সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা উন্নত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হ'ল—এখানেও হ'ল এবং তার কিছু ছাপ এই রিপোর্টে আছে। সমাজতন্ত্রের উন্নততর শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিযোগিতায় শঙ্কিত হয়ে সারা পৃথিবীর বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি বিশেষ করে তার সেরা মার্কিন রাষ্ট্র যখন তাদের ঘর গুছিয়ে বসার প্রয়োজনীয়তা বোধ করল, তাদের শেষ সারিতে দণ্ডায়মান ভারতের বুর্জোয়া জমিদার সরকার পিছিয়ে থাকে কি করে' ?

তাই তাঁদের স্বীকার করতে হ'ল "বরাবরকার ধারনা এই যে পার্থক্যবর্জিত সাধারণ শিক্ষা দিবে প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং প্রবণতা অনুযায়ী বহুমুখী শিক্ষা সরবরাহ করবে মাধ্যমিক স্কুল। আজকাল আর সর্বত্র এ ধারনা সঠিক বলে' গৃহীত হয় না। সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো কোনও কোনও দেশে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত এক নীতি অনুযায়ী পাঠ্যসূচী ব্যবস্থা রয়েছে" (কোঠারী কমিশন পৃষ্ঠা ১৪৭)। তাঁদের এও স্বীকার করতে হল জনগণের শিক্ষার আগ্রহের (এবং আন্দোলনের ?) চাপে প্রাথমিক শিক্ষা জনগণের জন্য এবং মাধ্যমিক শিক্ষা উচ্চতর শ্রেণীদের জন্য—এই পার্থক্য ভেঙ্গে গেল (ঐ, পৃঃ ১৫৭)। অর্থাৎ তাঁদের পরিষ্কার স্বীকার করতে হ'ল চলতি সরকারী নীতি প্রকাশ্যেই শ্রেণীভেদদুষ্ট। বিলাত ও আমেরিকার নাম উল্লেখ না করলেও তাঁদের পরিষ্কার এও স্বীকার করতে হল যে বিদেশের খারাপ প্রভাব আমরা ইতিপূর্বে গ্রহণ করেছি এবং এখন বিদেশের হাল-হকীকত ওয়াকিবহাল হ'ব কিন্তু দেশের নিজস্ব ভিতের উপর দাঁড়িয়ে ব্যবস্থা করতে হ'বে। মতটা সর্ববিষয়ে ভাল তা বলা যায় না। বর্ণাশ্রম নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাও তো এদেশেরই তবে বাইরের অবক্ষয়ের ভাবধারাও খারাপ। আসল কথা হলো প্রগতিশীল হতে গেলে শিক্ষা হতে হবে উন্নতির স্তর অনুযায়ী গণতান্ত্রিক এবং সমাজ তান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত যদিও দেশভেদে তার ফর্ম বা আনুষ্ঠানিক ও ব্যবহারিক ভেদ থাকতে পারে। পাঠ্যসূচী উন্নত করার কথাতেও তাঁরা বলেছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের কথা, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞের উক্তির মাধ্যমে। যেমন, তাঁরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির পরামর্শদাতা জেরোম বি ওয়াইজ্নার যা বলেছেন, তা এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্তের উক্তি

তাঁরা উদ্ধৃত করেছেন। সেই উদ্ধৃতিতে উক্ত পরামর্শদাতা সোভিয়েতের দশ বৎসরের পাঠ্যসূচীতে বিজ্ঞানের তালিকায় অনেক মানুষ চমৎকৃত একথার উল্লেখ করে মার্কিন শিক্ষাব্যবস্থায় পশ্চাৎপদতা স্বীকার করেছেন (কোঠারী কমিশন, পৃষ্ঠা ২৪)।

যাইহোক নীতি হিসাবে তাঁরা যে ১০ম শ্রেণী সমাপন হওয়ার পূর্বে বহুমুখী-করণের বিরুদ্ধে তাঁদের রায় দিয়েছেন, তা সমর্থনযোগ্য। ('The system of streaming in schools of general education from Class IX should be abandoned and no attempt at specialisation made until beyond Class X"— Kothari Commision, Page 616).

কিন্তু আসলে এটা তো তাঁদের নানান কথার একটা কথা। বরং এক হিসাবে তাঁরা বিপরীত দিকে চাকা ঘুরালেন। প্রথমত তাঁরা মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরেই (এমন কি নিম্নমাধ্যমিক স্তরে) শিক্ষাসঙ্কোচের কথা ভাবছেন (পৃঃ ৯৭)।

দ্বিতীয়তঃ, এক শ্রেণীর ছাত্রকে মাধ্যমিক স্কুলে না নিয়ে ভোকেশনাল স্কুলে পাঠাতে বলছেন। প্রকারান্তরে এ ব্যবস্থা উপরে বর্নিত বিলাতের মতো ব্যবস্থা দাঁড়াচ্ছে। এঁরাও মাধ্যমিক স্তরে সীমাবদ্ধ আসনে ভর্ত্তির জন্য বিশেষ পদ্ধতির কথা বলেছেন। উচ্চশিক্ষা আর্টস কমার্স সর্বক্ষেত্রেই এঁরা এইরূপ সঙ্কোচন এবং সিলেকশানের কথা বলেছেন। কিন্তু মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা সঙ্কোচনের প্রস্তাব সবচেয়ে বেশী সিরিয়াস। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তারই আজ খুব জরুরী হয়ে পড়েছে। কারণ, শ্রমিক-কৃষক বা সামন্ত প্রভাবে বা নিষ্পেশনে যাঁরা পশ্চাদপদ ছিলেন* এমন অনেক শ্রেণীর মধ্যে লেখাপড়া শেখার প্রবল আগ্রহ দেখা দিয়েছে। সীমাবদ্ধ আসনের মধ্যে ভর্তির জন্যে এঁদের প্রতি কি কায়দায় বিচার করা যায় এসব কথা অবশ্য কমিশন তুলেছেন। কিন্তু কথাগুলি জহরলাল নেহরুর সদিচ্ছার মতই অর্থহীন। তাঁদের মূল প্রস্তাব উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগও দৃঢ়ভাবে সীমিত করা। এবং ছেলেদের কম বয়সেই নিম্নমাধ্যমিক স্তরে 'সিলেক্ট' করে' ভোকেশনাল স্কুলে সরিয়ে দেওয়ার কথা তাঁরা বলছেন। সমস্ত কথাটা তোলা হয়েছে, চাকরীবাকরী কাজ-কর্ম্মের যোগাড় যেমন থাকবে লেখাপড়ার ব্যবস্থা সেই মতো থাকতে হ'বে

* ২৬ পৃষ্ঠায় প্রথম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

এবং তার জন্ম গোড়া থেকেই নিয়ন্ত্রণ করতে হ'বে। সুতরাং প্রবন্ধের গোড়ায় যে অভিযোগ তুলেছিলাম তাতেই ফিরে যেতে হ'ল। সবচেয়ে বিপদজনক কথা সীমাবদ্ধ আসনে ভর্তির জন্ম কমিশন আবেদনকারীর "innate talent" প্রকৃতিদত্ত প্রতিভা কিরূপ আছে বিবেচনা করতে বলেছেন। এর অর্থ কি ভয়ানক দাঁড়ায় উপরে তার বর্ণনা দিয়েছি।

কমিশন সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষা সীমিত রেখে স্কলারশিপ দিয়ে কিছু মেধাবী ছেলেমেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষা এবং পরে ঐরূপ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন। এতো ধনতন্ত্র করেই থাকে। এটা তো গণশিক্ষার বিকল্প নয়।

প্রসঙ্গতঃ, সীমিত সংখ্যার আসনের জন্ম সাধারণ পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচন যেমন এখানে কিছু ইঞ্জিনীয়ারিংরিং কলেজ প্রভৃতিতে ভর্ত্তির ক্ষেত্রে হোয়ে থাকে এবং প্রথম হোতে প্রবণতা নির্দ্ধারণ করে মাধ্যমিক স্কুলের স্তরেই কে কোন লাইনে যাবে তা ঠিক করে দেওয়া এই দুই পদ্ধতির মধ্যে বিরাট গুণগত পার্থক্য আছে। প্রথম ক্ষেত্রে যে-ছেলে সাধারণ পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় সীমিত আসনে একটি আসন পেল না—তার মনে বিফলতার প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে প্রশ্ন আসবে সেটা হোচ্ছে সেই বিশেষ বিশেষ বিষয়ে সামাজিক অনগ্রসরতা, যার ফলে অধিকতর সংখ্যায় কলেজ বা আসনের অভাব। অর্থাৎ সমস্ত সমাজের পরিস্থিতিই বিচারে আসে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রথম হোতে প্রবণতার নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রকৃতিদত্ত অক্ষমতার ভিত্তিহীন অভিযোগ এবং অভিশাপ ছেলেমেয়ের মাথায় বর্ষণ করা হয়। এবং কম বয়সে তা করার ফলে উন্নতির উদ্যমকেও দমন করা হয়। এই হোল জন্মগত বর্ণভেদ সৃষ্টির নতুন পন্থা।

ভোকেশনাল শিক্ষা

ভোকেশনাল বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার কথা এত বেশী তোলা হয় যে এর সম্বন্ধে কিছু না বললে চলেনা। মার্কসবাদই দৈহিক শ্রমনৈপুণ্যকে শিক্ষার অবিচ্ছেন্ত অংশ মনে করে। কিন্তু একজন আমেরিকান সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের একটা অভিযোগের কথা বলেছেন। সেটাও ভাবা উচিত :—

"Soviet planners have long decried vocationalism in education as a capitalist intrigue to perpetuate the subjguation

of the working class—"(Politics of Soviet Education by Bereday and Pennar, Page 5-8) মর্মার্থ—সোভিয়েত পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষগণ শিক্ষায় 'ভোকেশনালিজম' বা বৃত্তিশিক্ষাবাদকে শ্রমিকশ্রেণীর দাসত্বকে চিরস্থায়ী করার জন্য ধনিকশ্রেণীর রচিত ষড়যন্ত্র ব'লে অভিহিত করেন। অধ্যাপক এচ. সি. বারনার্ড তাঁর সুপরিচিত ইংলণ্ডে শিক্ষার ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের কথায় বলেছেন: "শিল্পবিপ্লব এবং বাষ্পচালিত যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে যন্ত্রকৌশলে মানুষের চিত্ত আকর্ষিত হ'ল। গণিত, বিজ্ঞান, ড্রইং এবং ইঞ্জিনীয়ারিং নতুন গুরুত্ব অর্জন করল। আবার এই সময়েই ফরাসী বিপ্লবের মতবাদ শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপকতর শিক্ষার সুযোগের দাবি অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল। শিল্পেও অনেক শূন্যপদ ভর্তির প্রয়োজন হচ্ছিল এবং কেবলমাত্র যাদের কিছু টেকনিক্যাল শিক্ষা আছে তারাই গুণসম্পন্ন বিবেচিত হচ্ছিল। এইরূপে এমন কি যারা সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্য অনুমোদন করতনা—যেমন, যারা ১৮৩২ সালের পার্লামেণ্ট সংস্কার আইনের বিরোধী ছিল—তারাও যে শ্রমিকদের বিশেষ টেকনিক্যাল শিক্ষার বিরোধিতা করতো তা' নয়। এতে তাদের গ্রহণ করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা হয় না, মাধ্যমিক স্কুলের সঙ্গেও নয়। এটা সকলেই বুঝত যে শ্রমিকশ্রেণীকে তখনকার দিনে তারা যে প্রাথমিক শিক্ষা পেত তার বেশী সামান্য কিছু শিক্ষা যদি দেওয়া হয় এতে কেবল তাদের শ্রমনৈপুণ্যের উন্নতি হ'বে এবং শিল্পে তার উৎপাদনের পরিমান বাড়াবে। এতো তার মালিকের পক্ষে উপকারই হ'বে। তারা তাদের "শ্রেণীর সামাজিক থাকের" উপর তো আর শিক্ষালাভ করছে না। তাদের ভগবান যে থাকে জন্ম দিয়েছেন এবং যে-জীবনধারা তাদের জন্য ধার্য করেছেন ঐ শিক্ষা তাদের সে-থাক বা জীবনধারা থেকে তো আর উঠতে দেবে না। আরও ভালভাবে তাদের ঐ ভূমিকা তারা পালন করতে পারে এইটুকু শিক্ষাই তারা পাবে" (পৃষ্ঠা ১০৪-১০৫)।

সুতরাং মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রকৌশল ও অন্যান্য শিল্পনৈপুণ্য অর্জন এক জিনিস এবং মাধ্যমিক বা উচ্চ শিক্ষার স্তরে সাধারণ শিক্ষায় বঞ্চিত হয়ে শুধু ভোকেশনাল বা বৃত্তিশিক্ষায় পরিচালিত হওয়া আর এক জিনিষ। শেষোক্তের পরিকল্পিত পদ্ধতি কৃষক-শ্রমিককে দাবিয়ে রাখারই কৌশল।

এই সঙ্গে গান্ধীজীর বেসিক সিস্টেম এবং মার্কসীয় অর্থে শিক্ষাব্যবস্থায় দৈহিক শ্রমনৈপুণ্য অর্জনের প্রয়োজনীয়তা—দুই' এর মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করা উচিত। ভারতের মত দেশে দৈহিক শ্রম হ'তে বিচ্ছিন্ন এক বড় জনসংখ্যা আছে। এদেশে শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে দৈহিক শ্রমবিমুখতার ঐতিহ্য বহু দিনের। ইংরাজ আমলে তার পরিবর্তন হয় নি। বরং, বাংলা দেশে জমিদারী ব্যবস্থার কল্যাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কৃষিজীবি, ব্যবসায় বা শিল্পে নিযুক্ত শ্রেণীর প্রয়োজনে উচ্চ শিক্ষার চরিত্র রূপায়িত হয় নি এই কথা উল্লেখ করে' স্যাডলার কমিশন বলেছিলেন: "যারা উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের আসনগুলি পূর্ণমাত্রা অপেক্ষা বেশী করে' ভরেছে তারা সকলেই মধ্যবিত্ত এবং পেশাদার শ্রেণীর ছেলে যারা 'ভদ্রলোক' বলে পরিচিত। তাদের প্রয়োজন এবং তাদের ঐতিহ্যই বাংলা দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নয়নের চরিত্র নির্দ্ধারিত করেছে। এই ভদ্রলোকদের অনেকেই ছোট বড় জমিদার কিংবা চিরস্থায়ী স্বত্বের জমির অধিকারী। তারা তাদের জমি নিজেরা চাষ আবাদ করে না। জমি ভাগে দিয়েই সন্তোষ লাভ করে। অনেকে আবার কৃষকদের নিকট সুদে টাকা ধার দিয়ে জীবিকা অর্জন করে। তারা উচ্চ হারে সুদ আদায় করে। এইভাবে সহজ অর্থ প্রাপ্যতার জন্যই তারা ব্যবসা বাণিজ্যের বিপদ সঙ্কুল, ঝুঁকি গ্রহণ করতে চায় না" (স্যাডলার কমিশন পৃষ্ঠা ২৬-২৮, ১ম ভলিউম)। দেশের শিল্পে বাণিজ্যের পশ্চাৎপদতায় ইংরাজের দায়িত্ব অস্বীকারের উদ্দেশ্য উদ্ধৃতির মধ্যে আছে একথা সত্য। তবু বক্তব্য বিষয়ের ন্যায্যতাও অগ্রাহ্য করার নয়। কাজেই শিক্ষায় দৈহিক শ্রমনৈপুণ্যের উপর জোর দেওয়ার এবং তার ব্যবস্থা থাকার কেউই সমালোচনা করতে পারে না।

কিন্তু কিরূপভাবে কোন যন্ত্র নিয়ে এইরূপ কৌশল অর্জনের চর্চা হচ্ছে এবং সার্বিক সাধারণ জ্ঞান অর্জনের পরিবর্তে তা হচ্ছে কিনা তার গুরুত্ব অনেক। একটা অয়েল পাম্পে জল উঠতে দেখে এবং এই পাম্প চালিত করতে শিখে একজন চাষীর সমস্ত চেতনাকেই উন্নত করে দেয়, বাইরের জগতের একটা ছবি তাঁর মনে এনে দেয়। কিন্তু তকলিতে তা হয় না বরং আজকের দিনে তা তাঁর চেতনাকে আরও পশ্চাদপদ করে দেয়। সমাজতান্ত্রিক দেশের কথা তো বলার প্রয়োজন নাই। সেখানে এক একটি মাধ্যমিক স্কুলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাজসরঞ্জাম ধনতান্ত্রিক দেশের বিশেষজ্ঞদেরও অবাক করেছে।

সাধারণের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ধনতন্ত্র সমাজতন্ত্র হতে পশ্চাৎপদ তবু উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশেও, ক্বচিত এক একটি উত্তম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের হলিহেড পল্লীর স্কুলের ওয়ার্কশপের বর্ণনা—৬টি লেদ, ১টি শেপিং মেশিন, ১টি সারফেস গ্রাইণ্ডার, একটি যন্ত্রচালিত করাত প্রভৃতি। সেখানকার উত্তম দৃষ্টান্ত হিসাবে এই দৃষ্টান্তের উল্লেখ হয়েছে। যখন গ্রামে গ্রামে পর্যন্ত ধানভাঙ্গা কল, অয়েল ইঞ্জিন, পাম্প, মোটরট্রাক প্রভৃতি ছড়িয়ে পড়েছে তখন আধুনিক শিল্পবিজ্ঞানের কিছু কোর্স পাঠানুশীলনের সঙ্গে যুক্ত করা যায় না তা নয়। সুতরাং বেসিক স্কুল সিসটেম যুগ পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞানানুশীলনে সাহায্যকারী নয়। বরং বিপরীতও বলা যেতে পারে।*

শিক্ষা ও বেকারীর প্রতিরোধ

প্রধানতঃ বেকারীর প্রতিরোধ হিসাবেই এইরূপ একরোখা নিম্নস্তরের ভোকেশনাল শিক্ষার কথা বলা হয়। বেকার সৃষ্টির প্রতিরোধ হিসাবে মাধ্যমিক শিক্ষায় বঞ্চিত করে ভোকেশানাল শিক্ষা দেওয়াতে কেমন করে সমাধান হতে পারে? দেশের মূল রাজনৈতিক অর্থনৈতিক গলদের কারণেই তো বেকারী সৃষ্টি। এই গলদেরই ফলে বেকারী বাড়ছে। বেকারী তো সব রকমের শ্রমিকের মধ্যেই—শিক্ষিত, অশিক্ষিত, দক্ষ অদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার বিশেষজ্ঞ সব শ্রেণীর মধ্যেই।

এমন যদি হ'ত যে চতুর্দিকে কাজ কারবার বাড়তির দিকে বেকারীর সঙ্কট নেই অথচ বিশেষ বিশেষ বিভাগে প্রয়োজনের অধিক বিশেষজ্ঞ তৈরী হয়ে বেকারী হয়েছে সেখানে নাহয় হিসাব করে সেটা কমিয়ে যে-বিষয়ে বেশী বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বৃদ্ধির চেষ্টা করা যায়। কিন্তু এখানে প্রশ্ন মোটেই সেভাবে উপস্থিত নয়।

এখানে কংগ্রেসেরই একজন নেতা ডাঃ সম্পূর্ণানন্দের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। উক্তিটি প্রাসঙ্গিক বলে উদ্ধৃতি করছি: "মনে হয় শিক্ষা যেন নিজে থেকেই এমপ্লয়মেণ্ট কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে। গভর্নমেণ্ট ভাল অর্থনৈতিক

*তুলনা করুন: "......Labour adds oil to the lamp of life, when thinking inflames it...... A childish silly employ leaves the children's minds silly. ......" (John Bellers, "Proposals for raising a college of industry of all useful trades and husbandry" London, 1696) quoted by Marx in Capital, Vol. I, Page 489, Moscow 1954 edition.

অবস্থা সৃষ্টি করতে পারছে না। ব্যবসা ও শিল্পের সমৃদ্ধি ও বিস্তৃতি যা নিজ হ'তে নতুন কর্মসংস্থানের পথ উন্মোচন করবে তা তৎপরতার সঙ্গে এগোচ্ছে না। ফলে বেকারী একটা ভয়ঙ্কর সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। স্কেপগোটের দরকার ছিল। আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকেই সে স্কেপগোট করা হল। বিজ্ঞান ইতিহাস ভাষার ক্লাস থেকে টেনে নিয়ে ছেলেদের ওয়ার্কশপে ফেললেই কাজ হবে এমন নয়—যদি না তার পূর্ব হতে তার সঙ্গে সঙ্গে, এবং তার পরেও ব্যাপক ও অনুকূল অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।…একটা দৃঢ় দূরদৃষ্টি সম্পন্ন অর্থ-নৈতিক কার্যক্রম ব্যতিরেকে শুধু শিক্ষা বেকারী ঘোচাতে পারে না। মনে রাখতে হবে অনশনক্লিষ্ট মানুষ অনশনক্লিষ্ট মানুষই তা সে ইতিহাসের গ্র্যাজুয়েটই হোক কিংবা এপ্লায়েড মেকানিক্সের গ্র্যাজুয়েটই হোক" (অল ইণ্ডিয়া রেডিও বক্তৃতা, ১৯৫৩)।

অবশ্য একদিক দিয়ে ডাঃ সম্পূর্ণানন্দের বক্তব্য প্রতিক্রিয়ার দিকে। ন্যায্য কথা বলতে গিয়েও সেই প্রসঙ্গে তিনি প্রযুক্তি বিদ্যার বেশী প্রসারের বিরুদ্ধেও বললেন। ইতিহাসে কিন্তু অন্যান্য উপাদান ছাড়া উপযোগী শিক্ষার প্রসারও শিল্প সম্প্রসারণ ও দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধির অন্যতম মুল উপাদানের ভূমিকা পালন করেছে। কোঠারী কমিশন ভালভাবেই দেখিয়েছেন, সোভিয়েত ইউনিয়নে উজবেকিস্তান প্রভৃতি এশিয়ার পশ্চাৎপদ অংশগুলিতে দ্রুতপ্রসারিত শিক্ষাব্যবস্থা ঐসব দেশের আধুনিক শিল্পায়নে সাহায্য করেছে। অবশ্য সমাজতান্ত্রিক অর্থ-নৈতিক বিকাশের পরিকল্পনার ফলেই ঐরূপ শিক্ষানীতি গ্রহণ বা শিক্ষাব্যবস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ঐরূপ সহায়ক হয়েছে। এখন বুর্জোয়া অবক্ষয়ের যুগ। কিন্তু এককালে বুর্জোয়া সমাজেও দেখা গেছে শিক্ষার মাধ্যম দিয়েও শিল্পের পশ্চাৎপদতাকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে। নিম্নের উদ্ধৃতি তার কিছু পরিচয় দিবে।

"১৯১৪ সালের পূর্বে রাসায়নিক শিল্প বিশেষ করে যেগুলি কোলটারের (আলকাতরার) উপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলি অন্য কোনও দেশ অপেক্ষা জার্মানীতেই বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত হ'ত। বিলাত ও যুক্তরাষ্ট্রে কোলটার হতে প্রস্তুত রং এবং কেমিকেল আদি জার্মানী হ'তেই আমদানী করা হ'ত। অন্যান্য দেশেও জার্মানী হতে এই সব পণ্য সরবরাহ হ'ত। জার্মানদের তাহলে এই-গুলি উৎপাদনে বিশেষ কোন সুবিধা ছিল? তুলনামূলক সুবিধা? (কমপ্যারেটিভ এডভানটেজ?) নিশ্চয়ই—কিন্তু প্রকৃতিগত নয়। এই

সুবিধার উদ্ভব হচ্ছে একটা বিশেষ ধরণের শ্রমিকের প্রাচুর্য্য থেকে—কেমিস্ট এবং কেমিস্টের দক্ষ সহকারী জার্মানীতে প্রচুর সংখ্যায় এবং অপেক্ষাতর সস্তায় পাওয়া যেতো। উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিদ্যার শিক্ষার খুব সহজ প্রাপ্যতা (অ্যাকসেস)···এই ধরনের বিশেষ শিক্ষিত শ্রমিকের সংখ্যায় প্রাচুর্য্য সৃষ্টি করেছিল। জার্মানীতে শিক্ষিত প্রলেতারিয়াত ছিল।······ইহাই তুলনামূলক সুবিধার কারণ" (ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড, টাউজিগ, ১৯২৭ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৫৭-৫৮) অধ্যাপক টাউজিগ আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে গতিনির্দেশে কোনও পণ্যের উৎপাদনে মানুষের পরিকল্পনায় সৃষ্ট তুলনামূলক সুবিধা কি ভূমিকা পালন করতে পারে তার একটা দৃষ্টান্ত হিসাবে এটা দেখিয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে উদীয়মান জার্মান বুর্জোয়াজী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায় পরিকল্পিত ভাবে সাহায্য দিয়ে অগ্রগতি ঘটিয়েছিল। অর্থনৈতিক ইতিহাসের ছাত্রের কাছে ইহা সুপরিচিত। প্রচুর সংখ্যায় দক্ষ শ্রমিক সৃষ্টি হওয়ার ধণিক শ্রেণী পুঁজি নিয়োগ করলো ও উন্নতি হ'ল। (পরিশিষ্ট ক' দেখুন)

ভারতে অনুরূপ হচ্ছে কেন? এখানে বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের চাকরির অভাব হচ্ছে কেন? বলাবাহুল্য, বুর্জোয়া-জমিদার সরকারের নীতির দরুণ। আজ ধনতন্ত্রের অবক্ষয়ের যুগে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এর সমাধান নেই। ইঞ্জিনিয়ারদের বেকারী সেইটাই সুস্পষ্ট করছে। বাধ্যতা-মূলক বেকারীকে স্বীকার করে নিতে হবে এবং শুধু সিদ্ধান্ত করতে হবে বেকার শিক্ষিত হবে কিংবা অশিক্ষিত হবে বেকার কেরানী ভাল কিংবা বেকার ইঞ্জিনীয়ার ভাল এই ধরণের যুক্তির ফাঁদে ভারতের শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত পড়বেন না। শিক্ষার সংকোচন নীতি তাঁরা কোনও মতেই গ্রহণ করতে পারবেন না।

আজকের সমাজতন্ত্রের দেশের ব্যাপক অভিজ্ঞতা এবং অতীতের ধনতান্ত্রিক দেশের স্বল্পতর অভিজ্ঞতা দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করছে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যক্রম বিরোধী না হ'লে জনসাধারণের ব্যাপক এবং উচ্চ হ'তে উচ্চতর শিক্ষাই দেশের সমৃদ্ধির পথে বড় পদক্ষেপ সৃষ্টি করতে পারে।

এগারো কিংবা বারো

এই বিষয়ে আমার এই স্থানে আলোচনা করার ইচ্ছা না থাকলেও যেহেতু শিক্ষাজগতে আলোচ্য বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে সেই হেতু কথাটা উল্লেখ করতে হচ্ছে। উপরের আলোচনায় দেখা যাবে আমাদের শিক্ষা ব্যাপারে অনেক

সমস্যা এসে উপস্থিত হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার মেয়াদ (ডিউরেশান) দশ এগারো কিংবা বারো নিশ্চয়ই প্রাসঙ্গিক এবং তার গুরুত্বও আছে। কিন্তু উপরের বর্ণনার পর পাঠক অন্ততঃ এইটুকুতে আমার সঙ্গে একমত হবেন যে সমস্যাটির আলোচনা শুধু এই এক বিষয়ের আলোচনায় সঙ্কুচিত করলে সেটা ন্যায্য হয় না। কোঠারী কমিশন তাঁদের রিপোর্টের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে সমস্ত সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি অগণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে নিয়ে যেতে চান। এও তো গুরুতর আলোচনার বিষয়। কিন্তু তেমন গুরুত্ব পায়নি (এখানে স্থানাভাবে এ বিষয় আর আলোচনা করছি না)। আমার প্রধান বক্তব্য আমি উপরে রেখেছি। এক উচ্চস্তর পর্যন্ত একই কমন কারিকুলামে মাধ্যমিক স্কুলে পড়ার সুযোগ শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তের দাবী হওয়া উচিত। কম বয়সে বিভিন্ন ধারায় ছেলেমেয়েদের ভাগ করা চলবে না। এরূপ ভাগ করলেই পূর্ব হ'তে যারা সুবিধাভোগী শ্রেণী তাদের সুবিধা হ'বে। যে-মাধ্যমিক স্কুল থাকবে এবং যেসব ছেলেদের বরাতে কোঠারী কমিশনের অনুমোদিত ছাঁটাই ব্যবস্থা বাদ দিয়ে মাধ্যমিক স্কুলে থাকা সম্ভব হ'বে তাদের জন্য ১০ বৎসর অর্থাৎ দশম শ্রেণী পর্যন্ত ভাষা, বিজ্ঞান, গণিত সব কিছু সহ একই কারিকুলাম তাঁরা অনুমোদন করেছেন। বলা বাহুল্য, অন্যান্য কথা বাদ দিয়ে শুধু দশম শ্রেণী পর্যন্ত একই কারিকুলামের প্রশ্নে কোঠারী কমিশনের প্রস্তাব সমর্থন যোগ্য।

বাকী ১টা বৎসর কিংবা ২টা বৎসর এই হ'ল প্রশ্ন। এই প্রশ্নে অবশ্য অতীতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের অভিমত ১২ বৎসরই থেকেছে। (১৯১৯ ইউনিভারসিটি কমিশন, ১৯৪৮-এর ইউনিভারসিটি কমিশন)। পশ্চিম বাংলায় দে কমিশন বারো বৎসর অনুমোদন করেছিলেন এবং মুদালিয়ার কমিশনের অভিমতও তারই সমর্থনে এরূপ বলেছিলেন। কোঠারী কমিশন বলছেন, মুদালিয়ার কমিশনের সিদ্ধান্তের ফলে ১১ বৎসর সিদ্ধান্ত হ'ল। (এই পার্থক্যের কারণ পরে আলোচ্য।)

বিভিন্ন রাজ্যে মুদালিয়ার কমিশনের পূর্বে কি ছিল এবং এখন কি দাঁড়িয়েছে তার হিসাব নীচে দিলাম :—

	পূর্বে ছিল	মাঝে যোগ হয়েছে	এখন দাঁড়িয়েছে
অন্ধ্রপ্রদেশ	১১ বৎসর	১ বৎসর	১২ বৎসর
গুজরাট ও মহারাষ্ট্র	১১ বৎসর	১বৎসর	১২ বৎসর

	পূর্বে ছিল	মাঝে যোগ হয়েছে	এখন দাঁড়িয়েছে
কেরালা	১১ বৎসর	১ বৎসর	১২ বৎসর
বিহার	১১ বৎসর	১ বৎসর	১২ বৎসর
মাদ্রাজ	১১ বৎসর	১ বৎসর	১২ বৎসর
উড়িষ্যা	১১ বৎসর	১ বৎসর	১২ বৎসর

	পূর্বে ছিল	মাঝে যোগ হয়েছে	এখন দাঁড়িয়েছে
জম্মু, কাশ্মীর পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গ রাজস্থান মহীশূর	১০ বৎসর	১ বৎসর	১১ বৎসর
আসাম নাগাল্যাণ্ড	১২ বৎসর	১ বৎসর	১৩ বৎসর

একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়। উপর্যুপরি যাঁরা প্রধানমন্ত্রী থেকেছেন এবং থাকলেন তাঁদের নিজেদের রাজ্য উত্তর প্রদেশে সম্পূর্ণ পুরাতন ব্যবস্থাই চালু রেখেছেন। মাধ্যমিক ১০ বৎসর, ইণ্টারমিডিয়েট ২ বৎসর, বি-এ, বি-এস সি ২ বৎসর।

উপরের বর্ণনাতেও দেখা যাবে ভারতের এক বড় অংশে এখন ১২ বৎসর বা ততোধিক প্রচলিত।

দে কমিশন ১২ বৎসর বলার পরও পশ্চিম বাংলার গভর্ণমেণ্ট ১১ বৎসর কেন করলেন? ভারত গভর্ণমেণ্ট খরচের দায় এড়াতে এক বৎসর কমানোর পক্ষপাতী ছিলেন। উপরের তালিকায় অধিকাংশ রাজ্যে ১১ বৎসর পূর্ব হ'তেই ছিল। ১ বৎসর যোগ করলেই হচ্ছিল। সুতরাং কেন্দ্রীয় পরামর্শদাতা কমিটির সভায় (২২-১-৫৫ তারিখে) প্রস্তাব হ'ল শেষ শ্রেণীটিকে 'একাদশ শ্রেণী' নামকরণ দিতে হ'বে এবং তার নীচে অন্ততঃ ১০ বৎসর শিক্ষা ব্যবস্থা রাখতে হ'বে। (তারও নীচে নাগাল্যাণ্ডের মত 'এ' শ্রেণী বলে আরও ২ বৎসর কেউ রাখলে আপত্তি নাই।) পশ্চিমবাংলা সরকার ৬-১২-৫৫ তারিখের প্রস্তাবে তাঁদের নিযুক্ত দে কমিশনের প্রস্তাব অস্বীকার করে ১১ বৎসরের পক্ষে

তাঁদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। এই হ'ল ইতিহাস।

ঐ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিবর্তন হয়ে এখন তাই চালু আছে। কোনও জিনিস চালু হ'লেই একটা অবস্থান্তর ঘটে যায়। পূর্বে যখন পরিকল্পনা স্তরে ছিল তখন বিতর্ক শুধু কিছু সংখ্যক ওয়াকিবহাল মহলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন একটি প্রতিষ্ঠিত চালু ব্যবস্থায় শিক্ষকগণের মধ্যেও বিভিন্ন স্তর বিভিন্ন ভাবে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং তাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে অভ্যস্ত। তা ছাড়া অভিভাবকরাও আছেন। কাজেই বিতর্কের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে। বর্তমান অবস্থায় সুবিধা অসুবিধা দুই দিকেই কথা বলার আছে। দেশের এই সঙ্গতি অনুযায়ী সামর্থ্যের প্রশ্নও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আমি বর্তমান প্রবন্ধে বিতর্কে অংশ গ্রহণ করতে চাই না। শুধু পাঠকগণের সুবিধার জন্য ইতিবৃত্তটুকু দিলাম।

গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা

এই প্রবন্ধের মুখ্য আলোচ্য বিষয় উপরে বার বার বলেছি। কোঠারী কমিশন নিজেই স্বীকার করেছেন: "সামন্ততান্ত্রিক এবং অভিজাত শাসিত সমাজ মুষ্টিমেয় মানুষের শিক্ষার উপর জোর দেয়। কিন্তু গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ গণশিক্ষা এবং সকলের জন্য সমান শিক্ষার সুযোগের উপর জোর দেয়।" এই বলে তাঁরা ৭ বৎসরের জন্য সকল শিশুর শিক্ষার প্রস্তাব করছেন। কিন্তু তার উপরে মাধ্যমিক শিক্ষায় এগোতে হলে তাঁরা বলছেন—'নির্বাচন হতে হবে।' যারা প্রকৃত ঐ শিক্ষা পাবার উপযুক্ত—those qualified to receive such education—শুধু তারাই ঐ শিক্ষা পাবে। নির্বাচন হবে। কিসের উপর নির্বাচন হবে? "Innate talent"-এর উপর—অর্থাৎ জন্মগত ও প্রকৃতিদত্ত প্রতিভার উপর। শ্রমিক, কৃষক, গরিব, মধ্যবিত্তশ্রেণীর অভিভাবক ও তাঁদের সন্তানদের বিপদ এইখানে।

আমরা উপরে দেখেছি শুধু গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রশ্ন নয়—একসময় (উনবিংশ শতাব্দীতে) জার্মানি ও পশ্চিম ইউরোপের উদীয়মান বুর্জোয়াজী যতটুকু সম্ভব করতে পেরেছিল আজ ভারতে বুর্জোয়া জমিদার শাসিত রাষ্ট্রে তাও সম্ভব করতে পারছে না। সহজেই স্তালিনের সেই কথা মনে পড়ে: "বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার পতাকা আজ ভূলুণ্ঠিত..."।

ভবিষ্যৎ কমিউনিস্ট সমাজের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর মহান বাণী ক্ষেত্রান্তরে প্রযুক্ত এবং প্রযোজ্য হ'লেও এখানে উল্লেখযোগ্য। সমাজতন্ত্র হতে

কমিউনিজমে উত্তরণের পথে শিক্ষাব্যবস্থায় কি নীতি গ্রহণ করা উচিত সে কথাই তিনি এখানে বলেছেন :—

"সমাজের সভ্যরা সামাজিক উন্নয়নের 'সক্রিয় অনুষ্ঠাতা হ'তে সক্ষম হন এমন যথেষ্ট শিক্ষা তাঁরা যাতে পান এবং তাঁরা বর্তমান শ্রমবিভাগের দরুণ চিরকাল একই রকম কাজে যাতে বাঁধা না প'ড়ে যান সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যে-কোনও পেশা গ্রহণ করতে পারেন এমন শিক্ষা অর্জন করতে পারেন সমস্ত সমাজের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির এমন পর্যায় সুনিশ্চিত করতে হ'বে।

এর জন্য কি দরকার ?

বর্তমানে শ্রমিকশ্রেণীর যে স্ট্যাটাস আছে তার মৌলিক পরিবর্তন না করে ঐরূপ সাংস্কৃতিক মান অর্জন করা যাবে একথা চিন্তা করা ভুল। এর জন্য, অন্ততঃ সর্বপ্রথম কাজের সময় কমিয়ে দিনে ৬ ঘণ্টা এবং পরে ৫ ঘণ্টা করতে হ'বে। যাতে সমাজের সভ্যরা সর্বাঙ্গীণ চরিত্রের শিক্ষা (অলরাউণ্ড এডুকেশন) অর্জন করার জন্য খোলাসা সময় পান তার জন্যই এটা আবশ্যক। যাতে ঐ সভ্যরা একটা কোনও পেশায় সারা জীবন বাঁধা পড়ে না যান এবং যে কোনও পেশা স্বাধীনভাবে বেছে নিতে পারেন এর জন্য আরও প্রয়োজন সার্বজনীন বাধ্যতামূলক সার্বিক চরিত্রের টেকনিক্যাল শিক্ষা (ইউনিভারসেল কমপালসারি পলিটেকনিক এডুকেশন)।"

তাঁর বক্তব্য ছিল সমাজতন্ত্র হ'তে কমিউনিজমে উত্তরণের সময়কার জন্য। কিন্তু ঐ বক্তব্যের মধ্যেই পাওয়া যায় আমাদের আজকের সমস্যা সম্বন্ধেও যথেষ্ট সঙ্কেত।

এখনই বাংলা দেশে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় না এমন কথা কেন মেনে নিব ? যদি যুক্তির ক্ষেত্রে মেনেও নেওয়া যায় তা বলে তা আমাদের অদূরে ভবিষ্যতের লক্ষ্য হ'তে পারে না এমন কোনও কথা নাই ! সুতরাং সেইরূপ লক্ষ্য সামনে রেখে যাতে দেশের শ্রমিক, কৃষক, গরীব, মধ্যবিত্ত সকলেই মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পান তার জন্য বর্তমানের ধাপগুলি রচনা করতে হবে। এবং এই মাধ্যমিক শিক্ষা হতে হবে সার্বিক চরিত্রের একই পাঠ্যসূচীতে। একটা মান পর্যন্ত সর্ব বিষয়ে জ্ঞান ও নৈপুণ্য অর্জন যাতে দেশের সব ছেলেমেয়েদের আয়ত্তে আসে তাই আমাদের লক্ষ্য এবং প্রস্তুতির ব্যবস্থার মধ্যে থাকবে বা থাকতে হবে। এরই উপর নজর রেখে আমাদের বর্তমানের কর্মসূচী গ্রহণ করতে হয়।*

১৩৭৬ সালের শ্রাবণে বা ১৯৬৯ সালের আগস্ট মাসে লিখিত এবং ঐ বৎসর নন্দন পত্রিকার ভাদ্রসংখ্যায় (সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে) প্রথম প্রকাশিত।

যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে

বিদ্যার জন্য আমাদের দেশে কথা ছিল "যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।" সামন্ত সমাজে সাধারণ মানুষের দান খয়রাত, কিছু কিছু রাজা ও জমিদারদের অনুগ্রহে প্রাপ্ত যৎসামান্য জমি জমা দিয়ে দরিদ্র শিক্ষকদের ভরণ-পোষণ হ'ত। এই ভাবেই যুগ যুগ ধরে' ভারতবর্ষে ও প্রাচ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বোঝা শিক্ষকদের উপর পড়তো। খুব নিম্নমানের জীবনধারণ মেনে নিয়ে শিক্ষক সম্প্রদায়কে এই দায়িত্ব বহন করে যেতে হতো। ভারতবর্ষে আবার এই পেশা পুরুষানুক্রমে এবং বংশানুক্রমে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরিত হয়ে' চলত। মধ্যযুগের শেষে একজন ইউরোপীয় পর্যটক ভারতবর্ষ ভ্রমনান্তে অভিজ্ঞতার আশ্চর্যজনক নানান বিবরণের মধ্যে একটি বিষয় উল্লেখে বলেন—এখানে দেখলাম, একজন একজনকে প্রণাম করে—যে প্রণাম করে সেও গরীব আর যাকে প্রণাম করে সেও গরীব, অর্থাৎ মাথার যে যাটি বয় সেও গরীব আর যে শাস্ত্র বয়, সেও গরীব। কবিকঙ্কনের "ভাঁড়ু দত্তের" পরিধেয়ের বর্ণনা—কানে কলম, পরনে ছেঁড়া ধুতি। এই ভাবেই যুগ যুগ ধরে' সামন্ত সমাজে একদিকে সংস্কৃতির বাহকদের কাজে লাগানো হয়েছে, তাঁদের দ্বারা সামন্ত সমাজের সহায়ক সংস্কৃতির লালন করা হয়েছে, আর আবার অন্য দিকে তাঁদের বঞ্চিত অনশনক্লিষ্ট রাখা হয়েছে। অনুরূপ নীতিধর্মও তার জন্য পরিপুষ্ট হয়েছে। বিদ্যাদানের বিনিময়ে কোনও অর্থ নওয়া ঠিক নয়, এই নীতি তার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই বিদ্যাদানের ক্ষেত্রে প্রবাদ বাক্য—যতই করিবে দান, তত যাবে বেড়ে। গুরুমশায়দের বরাতে অবশ্য প্রণাম ভক্তি আদি জুটত প্রচুর। এতেই তাঁদের সন্তুষ্ট থাকতে হ'ত। গুরু-শিষ্য সম্পর্কের রোমাঞ্চকর অনুভূতি এইভাবে যুগ যুগ ধরে' সমাজের একাংশকে পুরুষানুক্রমে একই অভাবক্লিষ্ট জীবনের নিগূঢ়ে বেঁধে রাখতে সাহায্য করেছিল।

বুর্জোয়া সমাজে শিক্ষা

তার পর এল বুর্জোয়া সমাজ। ভারতেও তার উদ্ভব ঘটল। শেষে আজকের এই বুর্জোয়া জমিদার শাসিত রাষ্ট্র। এই সমাজে গুরু-শিষ্য প্রভৃতি মধুর সম্পর্কের কি হ'ল? মার্কসের ভাষাতেই বলা ভাল: "বুর্জোয়া শ্রেণী

যেখানেই কর্তৃত্ব করতে পেরেছে সেখানেই ফিউডাল সম্পর্ক, অভিজাতসুলভ মোড়লীর ব্যবস্থা, সাবেকী ভাবপ্রবণ আমল শেষ করে দিয়েছে। প্রাকৃতিক অধিকারে যারা সমাজের মাথা তাদের কাছে যে-ফিউডাল বাঁধনে মানুষ আগে বাঁধা ছিল, সেই বাঁধন ইহারা নির্মম ভাবে ছিঁড়ে ফেলেছে। মানুষ এবং মানুষের মধ্যে খোলাখুলিভাবে নিজস্ব স্বার্থের বন্ধন, ভাবাবেগহীন শুধু টাকা দেওয়া-নেওয়া ছাড়া আর কিছুই এখন বাকী রইল না। ধর্মের উন্মাদনার স্বর্গীয় ভাবোচ্ছ্বাস, আর্তকে উদ্ধার করবার অভিযানের উৎসাহ সস্তা ধরনের ভাবাবেগের বেশাতি—এই সব কিছুকেই আত্মাশ্রয়ী হিসাব নিকাশী বরফজল ঢেলে ইহারা ডুবিয়ে দিল। লোকের নিজস্ব মূল্যকে ইহারা পণ্যবিনিময়ের মূল্যের স্তরে টেনে নামিয়েছে। সাবেকি দিনের সর্বগ্রাহ্য অসংখ্য প্রতিষ্ঠিত অধিকারের স্থানে তারা এনে খাড়া করল একটি মাত্র স্বাধীনতার অপরিসীম দাবী, অবাধ বাণিজ্যের অধিকার। এক কথায়, ধর্মনীতি ও সমাজনীতি ভুল বোঝানোর আবরণে যে-শোষণ (এতদিন) ঢাকা ছিল, বুর্জোয়াশ্রেণী তার বদলে এনে দিয়েছে নগ্ন, নির্লজ্জ সাক্ষাৎ পাশবিক শোষণ।

মানুষের যে সব বৃত্তি এতদিন লোকে সম্মান করে এসেছে, ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার চোখে লোকে যার দিকে চেয়েছে, বুর্জোয়াশ্রেণী সেই সব বৃত্তির মাহাত্ম্য ঘুচিয়ে দিয়েছে। চিকিৎসক, আইন বিশারদ, পুরোহিত, কবি বৈজ্ঞানিক—সকলকে ইহারা মাহিনা করা ভৃত্যের পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছে।" (কমিউনিস্ট ইস্তাহার, বঙ্গানুবাদ, শতবার্ষিকী সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৪-২৫)

সব বিষয়ের মত জনসাধারণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা সবেরই লাভের নিক্তিতে পরিমাপ শুরু হ'ল। বুর্জোয়া সমাজে জনসাধারণের শিক্ষার মূল্যেরও এইরূপে বিচার আরম্ভ হ'ল। যতই করিবে দান, যতই শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা করবে, ততই লাভ বাড়বে—'লাভ' বস্তুটিও তো এমন নয়। আর বুর্জোয়াজীও মধ্য যুগের শিক্ষক নয় যে তাদের ভুলিয়ে শিক্ষায় পুঁজি খাটানো সম্ভব হ'বে। তাই এঙ্গেলস্ বলেছেন: "বুর্জোয়াজী যেহেতু শ্রমিকের ততটুকুই জীবনধারণের স্বীকৃতি দেয় যতটুকু নিতান্তই প্রয়োজন, সুতরাং আশ্চর্য হবার কিছু নয় যে তারা শ্রমিককে ততটুকু শিক্ষায় সুযোগ দেয় যতটুকু তাদের (অর্থাৎ বুর্জোয়া-জীর) নিজেদের স্বার্থে প্রয়োজন।"

আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে ঐ বুর্জোয়া-নিক্তির বিচারেই শিক্ষাব্যবস্থা

হয়েছে। তবে ভারতের সামন্ত যুগের সঙ্গে তফাত এই যে, এখানে সামন্ত যুগে জ্ঞান চর্চায় সব কিছু অচল অনড় সনাতনের পুনরাবৃত্তি চলছিল। কোনও রকম পরিবর্তন কিছু ছিল না। বাহিরের জ্ঞান প্রবেশও ছিল নিষিদ্ধ। উৎপাদন ব্যবস্থায়ও যেমন কোনও পরিবর্তন ছিল না, তেমনই জ্ঞানকেও চিরস্থায়ী ধরে' নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পাশ্চাত্যে বুর্জোয়া শক্তির উদ্ভবের সঙ্গে পরীক্ষা, নিরীক্ষা, গবেষণা বিচারের পদ্ধতিতে জ্ঞানের নব নব ক্ষেত্র সৃষ্টি হ'তে লাগল। বুর্জোয়া সমাজে উৎপাদনের চরিত্র ভিন্ন। "উৎপাদনের উপায়ের ভিতর ক্রমাগত বিপ্লবী বদল না এনে বুর্জোয়াশ্রেণী টিঁকে থাকতে পারে না।" (কমিউনিস্ট ইস্তাহার, পৃষ্ঠা ২৬)। তাই বিশ্বে বুর্জোয়া-শাসিত সমাজে দেখা যায় এই পরিবর্তনশীলতার মাধ্যমের সাহচর্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বৃদ্ধি হয়েছে। ব্যাপ্তি ও গভীরতায় ক্রমোত্তর উন্নত হ'তে উন্নততর হয়েছে। আবার ধনতান্ত্রিক সমাজের অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞানার্জন ও অনুশীলনের গতিও সমাজতান্ত্রিক জগতের তুলনায় হয়েছে মন্থর। তাই সমাজতান্ত্রিক চীনে দেখি লেবরটারিতে ইনসুলিন সংশ্লেষণ করার অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর সাফল্য অর্জিত হয়, মাধ্যাকর্ষণের গণ্ডী প্রথম অতিক্রম করে সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন।

ধনতন্ত্রে শিক্ষা বিষয়ে বর্তমান রীতিনীতি

ঊনবিংশ শতাব্দীতে উপরিল্লিখিত ভাবে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে শিক্ষার বিস্তার হয়। শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির ও লাভে প্রতিযোগিতায় নিজ নিজ দেশের শ্রমিককে উন্নততর শ্রমের উপযোগী করতে হ'লে কিছু শিক্ষাদান প্রয়োজন। এইরূপ উপলব্ধিতে বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক সমাজে ও বিভিন্ন দেশে জনশিক্ষায় প্রাথমিক ধাপ গ্রহণ করা হয়; এ ছাড়া আর একটি বিষয়ও বিবেচনায় আসে। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বুর্জোয়া রাষ্ট্র ও সমাজ সম্বন্ধে যেরূপ ধ্যান ধারণা ও মনোভাব সৃষ্টি করলে বিপ্লবকে প্রতিহত করা যায়, পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যপুস্তক দ্বারা তারও ব্যবস্থা করা হয়। বৃটেনে প্রাথমিক শিক্ষায় অর্জিত সাফল্যের মধ্যে এটিকেও ধরতে হ'বে বলে বৃটিশ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা মনে করেন। (ইকনমিক হিষ্ট্রি অব ইংল্যাণ্ড, ব্রিগ এবং জর্ডন, উপরে ২৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃতি এবং পরিশিষ্ট 'গ' দ্রষ্টব্য।)

বুর্জোয়াদের পক্ষে শেষোক্ত লক্ষ্যে মোহসৃষ্টি করা সার্থক হয়—যদি বুর্জোয়া

শিক্ষা প্রস্তাবাদি সম্বন্ধে সাধারণকে অবহিত না করা হয় এবং সাবধান করা না হয়। অধিকন্তু উক্তি ও আচরণে মোহ সৃষ্টি করা হয় যেমন বিলাতে লেবার পার্টি ও ভারতে দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টরা করে' থাকেন।

বর্তমানে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ উন্নতিশীল দেশগুলিতে শিক্ষাবিস্তার ব্যাপারে তাদের ঔদার্য ইত্যাদি প্রচার মাধ্যমে ভারত প্রভৃতি উন্নয়নশীল দেশ-গুলিতে মোহ সৃষ্টি করার কাজে রত। ভারত থেকে হাজার হাজার যুবক যুবতী আমেরিকায় চাকরী এবং রিসার্চের সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। কিছু অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশেও যাচ্ছে। এইভাবেও ব্যাপক মোহ সৃষ্টি করা হচ্ছে। ভারতে শাসক শ্রেণীর ক্রিয়াকলাপ তাদের এই কাজে সহায়ক। তাছাড়া শেষোক্তরা নিজেদের ঢাকও কম পেটাচ্ছে না। সুতরাং বর্তমানকালে ধন-তন্ত্রের বিদ্যাদিগ্‌গজরা শিক্ষায় পুঁজি খাটানো সম্বন্ধে কি বলছেন এবং এদের এই সব তথাকথিত ঔদার্যের পিছনে আসল উদ্দেশ্যটা কি জানা দরকার।

শিক্ষায় পুঁজি খাটানোটা সম্বন্ধে বুর্জোয়া অর্থনীতিতে প্রাথমিক তত্ত্বটা জানা দরকার। পূর্বে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ছিল এক একটি এলাকায় স্থানীয় উদ্যোগে ও কর প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হ'বে। দেখা গেল এতে সারা দেশে শিক্ষাবিস্তার সম্ভব হ'বে না এবং যেখানে যেখানে হবে, সবারই মান একরকম হ'বে না। কারণ সামগ্রিকভাবে সমস্ত দেশের অর্থনীতি স্ফীতমান হ'লেও স্থান ভেদে তারতম্য এবং তদ্দরুন কর-প্রয়োগ ও প্রাপ্তিতে তারতম্য থেকে যাবে। অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গেল সংশ্লিষ্টদেশকে ঐরূপ প্রথায় প্রতিযোগী অন্যান্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তুলনায় শিক্ষায় পশ্চাদপদ থাকতে হয় এবং শিল্পেও পশ্চাদপদ হ'তে হয়। কাজেই এ নীতির পরিবর্তন করতে হ'ল। যেহেতু অন্যান্য কারণ ছাড়া শিক্ষার উপর সামগ্রিক অর্থনীতির স্ফীতি, ফলে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মুনাফার অংশ নির্ভর করে, সেইহেতু সামগ্রিক অর্থনীতি হ'তে প্রাপ্ত কেন্দ্রীয় 'ইমপোস্ট' এবং কেন্দ্রের প্রযুক্ত করাদি হ'তে শিক্ষার ব্যয়ভার গ্রহণ করতে হ'বে।

এ সম্বন্ধে বর্তমানে বুর্জোয়া পণ্ডিতদের মত পরিবর্তন হয়নি। বরং উন্নয়নশীল দেশের বেলায় বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের এই নীতির উপর জোর এসেছে। অবশ্য এখনকার মার্কিন বিশেষজ্ঞরা শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষের তথা শ্রমিক বা কৃষকের এর দরুন অর্জিত নিজের সুখ সুবিধার কথা তুলেছেন, যেমন জ্ঞানালোকের সুখভোগ এবং প্রাপ্ত শিক্ষার ফলে উপার্জন। তবু সাধারণভাবে ধনতন্ত্রের অর্থনীতিবিদরা

সকলেই স্বীকার করছেন, ঐরূপ নিজস্ব ব্যক্তিগত লাভ অপেক্ষা ধনতন্ত্রের কাঠামোর লাভ হয় বেশী। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের আমদানী থেকে ব্যয়ভার গ্রহণ করতে হ'বে, এ বিষয় তাঁরা একমত। ('এডুকেশন্, ম্যানপাওয়ার এণ্ড ইকনমিক গ্রোথ'—লেখক হারবিসান এবং মায়ার্স, পৃষ্ঠা ৩৯)

উন্নয়নশীল দেশে

উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষায় পুঁজি খাটানোর লাভ বেশী। সুতরাং যেমন দেশের কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এই পুঁজি নিয়োগের ভার নেওয়া উচিত তেমনই যাঁরা এসব দেশে পুঁজি নিয়োগে ইচ্ছুক তাঁদের কাছেও এর গুরুত্ব আছে। এই সূত্রে নাম-করা মার্কিন বিশেষজ্ঞ রিচার্ড মাসগ্রেভের নিম্নের উক্তি উদ্ধৃত করার মত: "জীবন ধারণের মান এই সব দেশে খুব নীচু। সুতরাং গোড়ার দিকের পুঁজি গঠন (ক্যাপিটেল ফরমেশান) হয় খুব কম। নিম্ন মানের আয় থেকে কমই বাঁচানো সম্ভব হয়। তা হ'লেও বেশীর ভাগ গরীব দেশগুলো অন্ততঃ তাদের জি-এন-পি বা মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৪ বা ৫ ভাগ পুঁজি গঠন করতে পারে। যেহেতু এরূপ পুঁজি গঠনে যন্ত্রকৌশলাদি অনেক স্থান দখল করবে সেই হেতু ধরা যায় এইরূপ নূতন পুঁজি নিয়োগে লাভের হার হ'বে প্রচুর (এনরমাস্)…কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হ'লে তা হয় না কেন? এই অসফলতার কারণ—উৎপাদনে মানুষ যে-উপাদান তার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা। এই যদি কারণ হয় তা হ'লে পূর্ণ সম্ভাবনার স্তর পর্যন্ত উন্নয়নের পথে এই বাধার প্রাচীরকে দূর করতে হবে। শিক্ষা অবশ্য এই ক্ষেত্রে একমাত্র বিষয় নয়। ঐ সীমাবদ্ধতা দূর করতে জনস্বাস্থ্যে পুঁজি নিয়োগের প্রশ্নও আছে। কিন্তু যেক্ষেত্রে বাধা শুধু দৈহিক নয়, বাধা শিক্ষার অভাবও, সেক্ষেত্রে শিক্ষার ব্যবস্থাই প্রধান গুরুত্ব অর্জন করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে উপাদান হিসাবে বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সিস্টেম (ব্যবস্থা)কে চালু রাখার জন্যই পুঁজি নিয়োগ। এতে শুধু তাদের লাভ হয় না, যাদের উপর এই পুঁজি নিয়োগ হয়। লাভ হয় তাদের বাইরের এক শক্তির তথা সমস্ত সমাজের"। ('নোটস্ অন এডুকেশনাল ইনভেস্টমেণ্ট ইন্ ডেভেলপিং নেশান্স্'—লেখক, রিচার্ড এ. মাসগ্রেভ)।

নির্গলিত অর্থ হ'ল, উন্নয়নশীল দেশে অর্থনীতি পশ্চাৎপদ। সুতরাং সেখানে নতুন যন্ত্র কৌশলে বাছা বাছা শিল্পে পুঁজি নিয়োগ করলে প্রচুর

মুনাফার আশা। কিন্তু সেইরূপ শিল্পের জন্য শিক্ষিত শ্রমিক প্রয়োজন। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষায় পুঁজি নিয়োগের কথাও চিন্তা করতে হয়।

কিন্তু তার জন্যও তো খরচ আছে। 'আট বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষা দিতে হ'লে জিনিসপত্রের বর্তমান মূল্যহারের হিসাবে খরচ হ'বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় আয়ের শতকরা ০·৮ ভাগ, জামাইকায় শতকরা ১·৭ ভাগ, ঘানায় শতকরা ২·৮ ভাগ আর নাইজেরিয়াতে ৪·০ ভাগ। এই পার্থক্যের প্রধান কারণ হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষকের গড় বেতনের পার্থক্য। যুক্তরাষ্ট্রে প্রাথমিক শিক্ষকের বেতন মাথাপিছু জাতীয় আয়ের দেড়া, জামাইকায় তিন গুণ, ঘানায় পাঁচ গুণ আর নাইজিরিয়ায় সাত গুণ।' (ইকনমিক অ্যাসপেক্টস্ অব্ এডুকেশান্—লেখক, উইলিয়াম জে বাওয়েন, প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র, পৃষ্ঠা ৩৬)। তা হ'লে কি করতে হ'বে? লেখক পরামর্শ দিচ্ছেন—"শিক্ষায় পুঁজি নিয়োগে লাভের জন্য শিক্ষার খরচ কমাতে হ'বে।" (ঐ পুস্তক, পৃষ্ঠা ৩৯)। শিক্ষকগণ এবার বুঝবেন বেতন কমাবার বা বৃদ্ধির প্রতিরোধের প্রেরণার সঞ্চার কোথা হতে হয়।

দুই মার্কিন বিশেষজ্ঞের বক্তব্যের মর্মার্থ দাঁড়াল, উচ্চ হারে মুনাফার জন্য শিক্ষায় পুঁজি নিয়োগ কর এবং সেই পুঁজি নিয়োগও কম খরচায় সম্পন্ন করার জন্য খরচ কমাও।

দেশের শিক্ষিত বিদেশে রপ্তানি

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ও ধনতান্ত্রিক দেশসমূহ বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাজার হাজার বৈজ্ঞানিক ও উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিদের চাকুরী, গবেষণার স্কলারশিপ প্রভৃতি দিয়ে তাদের নিজ দেশ থেকে নিয়ে যাচ্ছে। যারা যাচ্ছে তারা আর ফিরছে না। এ রকমভাবে ভারতবাসীও অনেক গেছেন এখনও যাচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে সদা সর্বদাই মার্কিন প্রচার চলছে। "আমেরিকান রিপোর্টার" ছবিতে ও কাহিনীতে একেও বড় ঔদার্যের বিষয় বলে প্রচার করছে।

এই আপাত দৃষ্টে ঔদার্যের পিছনে যা আছে তা নিম্নের উল্লেখে বোঝা যাবে। ইনটারন্যাশনাল মনিটারী ফাণ্ড নামক মার্কিন আধিপত্যে পরিচালিত অর্থনৈতিক সংস্থাটি এদেশে সুপরিচিত। এর একজন বিশেষজ্ঞ রিচার্ড গুড "উন্নয়নশীল দেশসমূহে শিক্ষার জন্য বহির্দেশীয় সাহায্যদান" এই শিরোনামায়

এক প্রবন্ধে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি আলোচনা করেছেন এবং এইরূপ পুঁজি নিয়োগে ধনতান্ত্রিক উন্নত রাষ্ট্রগুলির সুবিধা বর্ণনা করেছেন। উপরে অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ যে সব সুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলি এবং নানান অন্যান্য সুবিধা উল্লেখ করার পরে তিনি লিখছেন, ঐ সব ছাড়া আরও একটা বিশেষ সুবিধা আছে। স্থানীয় প্রয়োজন মিটে যাবার পর শিক্ষিত বেকার উদ্বৃত্ত যা' প্রয়োজনাতিরিক্ত তা' উপচে পড়বে। অর্থাৎ মার্কিন দেশে আগমন করবে।

ভারতসহ অন্যান্য দেশের রপ্তানী এবং আমেরিকার আমদানী (যাকে রিচার্ড গুড অন্যান্য দেশের উপচে পড়া উদ্বৃত্ত বলেছেন) মার্কিন অর্থনীতিতে বিশেষ উপকার করেছে। ১৯৬৫ সালের মার্কিন ইমিগ্রেশান অ্যাক্ট পাস করা হয় বাহিরের দক্ষ শ্রমিক আমদানী করার উদ্দেশ্যে। পূর্বে যে কয়জনকে মার্কিন নাগরিক হিসাবে প্রবেশ করতে দেওয়া হ'ত তার 'কোটা'তে ছিল জাতি হিসাবে অগ্রাধিকার। জাতি হিসাবে অগ্রাধিকার তুলে দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দরকার এমন ট্যালেণ্ট বা প্রতিভাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হ'ল।

১৯৬৫ থেকে প্রচুর সংখ্যায় দক্ষ শ্রমিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতিকে এই ভাবে মার্কিন দেশে নেওয়া হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিদেশের খরচায় গড়ে তোলা এই সব বিশেষজ্ঞদের বিনা খরচায় পেয়ে যাচ্ছে। এও দেখা যাচ্ছে এরা উদ্বৃত্ত নয়। অনেকে দেশের কম বেতনের কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে এবং এইভাবে তাদের নিজ দেশ তাদের পিছনে যা' খরচ করেছে, তার ফল মার্কিন ধনীদের ভাগ্যে অর্শাচ্ছে। ১৯৬৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে কর্মপ্রার্থী শ্রমিকের মধ্যে ঐ দেশের অভিজ্ঞ শ্রমিক ছিল মাত্র শতকরা দশভাগ, অন্যদিকে বিদেশ হ'তে আগত ঐরূপ শ্রমিক ছিল শতকরা ১৭ ভাগ। যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬৫ সালে যত ইঞ্জিনীয়ার তৈরী হয়েছে তার সমতুল ৩৫ হাজার ইঞ্জিনীয়ার বহির্দেশ থেকে ১৯৫৬ হ'তে ১৯৬৫ সাল এই দশ বৎসরে যুক্তরাষ্ট্রে আসে। (৩রা জুন, ১৯৬৯ তারিখে স্টেট্‌স্‌ম্যানে জন ঈ আওয়েন লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

আসলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ও ধনপতি শাসিত রাষ্ট্র নিজদেশের মুনাফা বৃদ্ধি ও সারা দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী শোষণ বৃদ্ধির জন্য বিশ্ব জুড়ে সেচন করে' অন্য দেশের তৈরী বিশেষজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক ও দক্ষ কর্মীদের নিয়ে যাচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেই তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। উপরে যা' বর্ণিত হয়েছে তাতে বোঝা যাবে ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের শিকারের বিশেষ লক্ষ্য হয়েছে।

"যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে"—এই তত্ত্বে অবশ্য তারা বিশ্বাস করে না। তবে কি উপায়ে এবং কি ব্যবস্থায় পুঁজি খাটালে মার্কিন ধনপতিদের ধনস্ফীতি আরও বেশী পরিমাণে ও তীব্র গতিতে বৃদ্ধি পায় তার কলাকৌশলে তারা খুবই দক্ষ।

এককালে আমেরিকার বুর্জোয়ারা বিদেশ হ'তে নিগ্রো ক্রীতদাস ক্রয় করে' ও আমদানী করে' তাদের অর্থনীতির প্রসার সফল করেছিল। আজকের এই বিদেশী প্রতিভা আমদানী কি দাসব্যবসারই নতুন সংস্করণ ?*

১৩৭৬ সন ইংরাজী ১৯৬৯ সালের শারদীয় সংখ্যা দেশহিতৈষীতে প্রকাশিত।

একটি অনুপূরক : "প্লাগিং দি ব্রেন ড্রেন"

"প্রতি বৎসর ভারতের একটি বিশেষ খাতে ১ কোটি ৭০ লক্ষ ডলারের মতো অর্থহানি হয়। যেসব পেশাদার বিশেষজ্ঞদের ভারত নিজ ব্যয়ে তৈরী করেছে তাদের দেশত্যাগের অর্থই হলো এই ক্ষতি। এদের মধ্যে সংখ্যায় বৃহত্তম হলো ইঞ্জিনিয়ার। ঐ পরিমান অর্থ এদের তৈরী করতে ব্যয় হয়েছে বা হয়।"

গত ২৪শে ডিসেম্বর (১৯৭২) তারিখের ইকনমিক টাইম্‌স্ পত্রিকা "প্লাগিং ব্রেন ড্রেন" শিরোনামায় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই কথা লিখেছেন। "অব্যবহৃত দক্ষ লোকশক্তি (ম্যানপাওয়ার) দুষ্প্রাপ্য পদার্থ। তার সদ্ব্যবহার জাতিরই করা উচিত। এই ভাবে চলে যাওয়ায় সেই সদ্ব্যবহারটা হলো না। হৃত সম্ভাবনার হিসেব ধরলে ক্ষতির হিসাব দাঁড়াবে আরও বেশি।" এত কথা বলার পর মানুষ সহজেই আশা করবে যে কেমন করে জাতীয় ভাণ্ডারের খরচে শিক্ষাপ্রাপ্ত দক্ষতার বহির্গমনের স্রোত—'ব্রেন ড্রেন'—রোধ করা যায়, কেমন করে প্লাগ্ করে দেশের মধ্যেই তার সদ্ব্যবহার করে কাজে লাগানো যায় তারই সিদ্ধান্ত করা হবে। কিন্তু সেরূপ কোনও বিবেচনাই সামনে রাখা হয় নি। বরং একটা স্তোক দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে।

মার্কসের ভাষায় "শ্রমও একটি প্রাকৃতিক শক্তির, মানুষের শ্রমশক্তির অভিব্যক্তি মাত্র।" এক্ষেত্রে জাতির অতীতের সঞ্চয়কে নিয়োগ করে সেই প্রাকৃতিক শক্তি অধিকতর সম্পদশালী, অধিকতর গুণ বিশিষ্ট, করা হয়েছে। তার অভিব্যক্তিও হয়েছে তদনুরূপ গুণ বিশিষ্ট—বিশেষ গুণ সম্পন্ন শ্রম।

এই গুণ বিশিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য বহির্দেশীয় একচেটিয়া ধনীদের প্রতিযোগিতা থাকতে পারে এবং থাকে। এদেশ থেকে যারা আলোচ্যখাতে বাইরে গেছে তাদের মধ্যে বেশির ভাগ গেছে আমেরিকায়। আমেরিকার নিকট ঋণে জড়িত হওয়ার দরুণ সরকারের দুর্বলতা আছে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রযুক্তি বিদ্যার প্রতিষ্ঠান গুলির সঙ্গে মার্কিন ধনপতি সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সম্পর্ক বহির্গমনের স্রোত আমেরিকার দিকে ধাবিত করতে সাহায্য করে। দেশের ধনপতি জমিদার শ্রেণী ও তাদের সরকার, কংগ্রেসী সরকার, দেশকে এই অবস্থায় নিয়ে এসেছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষার

প্রতিষ্ঠানগুলিতে মার্কিন অনুপ্রবেশ সরকারের দেওয়া বিশেষ সুযোগে (এমন কি ভারত সরকারের বিশেষ উদ্যোগে) সংগঠিত হয়েছে। অর্থাৎ যার ফলে এই প্রবাহ আমেরিকার দিকে চলেছে তাও কংগ্রেস সরকারেরই সৃষ্টি।

প্রতিযোগিতার কথা

দেশের অভ্যন্তরে বেকার বাহিনী হচ্ছে ধনতন্ত্রের সৃষ্ট রিজার্ভ বাহিনী। ধণতন্ত্রের এ হচ্ছে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কংগ্রেস সরকার ধনতান্ত্রিক পথ বেছে নেওয়ার, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ধনপতিদের সঙ্গে জোট বেঁধে কারবার করার সুযোগ দেশের ধনপতিদের যুগিয়ে দেওয়ায় এবং দেশের সম্পদ বিদেশী ধনপতিদের কাছে মর্টগেজ করায় এবং সর্বোপরি সমস্ত কিছু এক চেটিয়াধনপতিদের নিয়ন্ত্রনের মধ্যে আবদ্ধ করায় প্রকারান্তরে এই বহির্গমনকে মেনে নেওয়ার কথাই বলা হয়েছে। "এই ঘটনার পটভূমিকা হচ্ছে সমস্ত রকমের পেশাদার দক্ষ নিপুন কর্মীর ব্যাপক বেকারী। এর সুবিধার দিকও আছে। বেকারদের একাংশ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় সফল হয়ে দেশের বাইরে কাজ পাচ্ছে। আশা করা যেতে পারে যে তারা বিনিময় মূদ্রা পাঠাতে পারে।" শেষোক্ত কথা খুব নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ, যাঁরা যাচ্ছেন, তাঁরা হয়তো রোজগারের পথ পাচ্ছেন কিন্তু যে ধরণের কাজ তাঁরা পেয়ে থাকেন এবং জীবিকা নির্বাহের খরচের অনুপাতে তাঁদের যা আয় হয় তাতে তাঁদের খাত থেকে আসা বিনিময় মূদ্রার পরিমান (ক্ষতির অনুপাতের বিচারে) লক্ষ্যণীয় কিছু নয় বলে মনে হয় না। বরং এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয় যে পরিচিত বন্ধু-বান্ধব কেউ গেলে দেশ থেকে কিছু কিছু জিনিস নিয়ে যাবার অনুরোধও আসে।

যাই হোক এই প্রতিযোগিতাটা কি? সাম্রাজ্যবাদী দেশ সমূহের একচেটিয়া ধনপতি বিভিন্ন দেশে কাঁচামাল সংগ্রহ করার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। এই জন্যই তাদের যুদ্ধ, অন্যের দেশ দখল ও উপনিবেশ স্থাপন। কিন্তু যাদের কাঁচা মাল যে ভাবেই হোক হৃত হয়ে বিদেশী ধনপতিদের কাজে লাগে তারা তো এই নিয়ে গর্বিত বোধ করে না। এটা একটা সুবিধার ব্যাপার বলেও মনে করে না। দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির পথ হয় ব্যাহত এবং রুদ্ধ। বেকার সৃষ্টির অন্যতম সুবিধা শ্রমিকের মধ্যে প্রতিযোগিতাকে তীব্র করে মজুরী কমিয়ে দেওয়া যায়। মুষ্টিমেয় একচেটিয়া ধনীদের এই সব সুযোগের স্বার্থে দেশের অবস্থা হীন, করে দেওয়া হয়। দক্ষ শ্রমিকের বিদেশের কর্মক্ষেত্রে যে প্রতি-

যোগিতার কথা উপরে উল্লেখিত সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে তার মর্ম দাঁড়াচ্ছে এই যে এইরূপ প্রতিযোগিতার ফলে সেই দেশে মজুরীবৃদ্ধি প্রতিহত করার বা মজুরী কমিয়ে রাখার সুযোগ অধিকতর হয়। অর্থাৎ দেশের যারা বাইরে কাজে যান স্বাভাবিক বাজারে সে দেশে যা প্রাপ্য হওয়া উচিত হতো তাঁদের প্রাপ্য তার চেয়ে কম হয়। সে-কারণেও এ প্রতিযোগিতায় গৌরব নেই। যাঁরা যাচ্ছেন তাঁদের অনেকেই অনুপায় হয়েই যাচ্ছেন। সুতরাং তাঁদের সকলের কোনও সমালোচনা করা যায় না। তবে একাংশ যে জ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছেন তাতে সন্দেহ নেই। যাই হোক, যে কোনও হিসেবেই ধরা হোক এই ভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত দক্ষ শ্রমিক দেশের কাজে না লেগে বাইরে যাওয়া দেশের হোক কিংবা উক্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের হোক কারও পক্ষেই সুখের নয়।

আমেরিকার গরজ

বাইরে যারা গেল বৃটেন ও ক্যানাডাতেও তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যাচ্ছে। তবু আমেরিকাতেই বেশী। সুতরাং আমেরিকার ধনপতিদের গরজটা আমাদের দেখা উচিত। নিচের উদ্ধৃতিতে এর কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে :—

"আমেরিকার ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি নেতাদের মধ্যে একটা উপলব্ধি হচ্ছে যে জাতীয় অর্থনীতিক শক্তির মৌলিক উপাদান হচ্ছে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকশক্তি (ম্যানপাওয়ার)। ১৯৬৫ সালের ম্যানপাওয়ার ডেভেলাপমেণ্ট অ্যাণ্ড ট্রেনিং অ্যাক্ট ২০ কোটি ডলার খরচে ১ লক্ষ ১০ হাজার নরনারীকে ট্রেনিং দেয়। আবার ঐ ১৯৬৫ সালেই আমেরিকায় ১ লক্ষ ৩০ হাজারের কাছাকাছি বহিরাগত শ্রমিকদের দেশের মধ্যে নেওয়া হয় তাদের জন্য আমেরিকার জাতীয় অর্থ ভাণ্ডারের কোনও খরচই হয় না অথচ তাদের ট্রেনিং এবং নিপুণতা উক্ত ১ লক্ষ ১০ হাজার ট্রেনিং দেওয়া ব্যক্তিদের চেয়ে বেশি। একই জিনিস অন্য হিসাবেও দেখা যায়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত আমেরিকায় ৪৭ লক্ষ মানুষ প্রবেশ করেন। এদের মধ্যে ২২ লক্ষ মানুষের আমেরিকায় আসার পূর্বে নিজদেশেই এমন কাজের অভিজ্ঞতা ছিল যা আমেরিকার বাজারে প্রয়োজন। খোদ আমেরিকার নিয়োজিত শ্রমিকের মধ্যে যেখানে মাত্র শতকরা ১০ জনের অর্থাৎ দশ ভাগের এক ভাগের নির্দিষ্ট কাজে পেশাদারী অভিজ্ঞতা ছিল, সেখানে বহিরাগতদের মধ্যে অনুরূপ অভিজ্ঞতা ছিল পাঁচ ভাগের এক ভাগ মানুষের।

এবং ১৯৬৫ সালে ঐ সংখ্যাটায় শতকরা ১৭ ভাগ থেকে পুরোপুরি শতকরা ২০ ভাগে পৌছালো। আমেরিকার জীবনে এই নবাগতদের দান এত বেশী যে আন্দাজ করা যায় না। কিন্তু এক একটি পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা ও পদমর্যাদার পরিসংখ্যান ও তথ্য দেখলে কিছুটা ধারণা করা যায়। ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে ১ লক্ষ ৫০ হাজার বহিরাগত মানুষ আমেরিকায় এসেছিল। এই ১০ বৎসরে আমেরিকা পেল ৩৫ হাজার ইঞ্জিনিয়ার, ১৮ হাজার ডাক্তার, ৩৮ হাজার শিক্ষক, ৫ হাজার অধ্যাপক এবং ৭ হাজার কেমিস্ট। ১৯৬৪ সালে ৭ হাজার ৭ শ' বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার এবং ডাক্তার স্থায়ী বসবাসের জন্য আমেরিকায় প্রবেশ করলো। এই সংখ্যা সেই বৎসরের আমেরিকার কলেজের স্নাতকোত্তীর্ণদের সংখ্যার শতকরা ৩ ভাগের সমান। নবাগত ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা হলো আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের স্নাতকোত্তীর্ণদের সংখ্যার শতকরা ১০ ভাগের সমান। ডাক্তার যাঁরা এলেন তাঁদের সংখ্যা আমেরিকার ঐ বৎসর মেডিকেল ডিগ্রী প্রাপ্তদের সংখ্যার শতকরা ২৯ ভাগের সমান। ১৯৬৫ সালে ২৯ হাজার বহিরাগত পেশাদার কর্মীকে আমেরিকায় নেওয়া হলো। এই সংখ্যা হচ্ছে সমস্ত মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ও কলেজের ডিগ্রী প্রাপ্তদের মোট সংখ্যার শতকরা ৫ ভাগের মতো।* ১৯৬৫ সালের ইমিগ্রেশান আইনে (অর্থাৎ দেশান্তর হতে বসবাস উদ্দেশ্যে আগত এবং নাগরিকাধিকার প্রার্থীদের জন্য যে-আইন সেই আইনে) পূর্ব্বের জাতিভিত্তিক অগ্রাধিকারের নীতির বদলে আমেরিকার শিল্প, ব্যবসা, পেশায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হলো। কি কারণে তা দেওয়া হলো উপরের তথ্যই তা পরিষ্কার করে।

উপরে ইকনমিক টাইম্‌সের সম্পাদকীয় মন্তব্যে এই ব্যবস্থাকে মেনে নেওয়ার উপরই ঝোঁক আছে। কিন্তু ধনপতিদের মুখপাত্রদের মধ্যে আরও একটি ঝোঁকও বিদ্যমান। আর একজন লেখকের লেখা থেকে নেওয়া নিম্নের উদ্ধৃতিতে ঐ ঝোঁক প্রস্ফুটিত হতে দেখা যাবে।

লেখক আলোচ্য সমস্যার উল্লেখ করে বলছেন ভারত সরকার এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন। তিনি বলছেন "ভারত এ বিষয় উদ্বিগ্ন এ জন্যই যে তাঁদের ট্রেনিং দেওয়ায় যা খরচ হয়েছে তা অপচয়ে পরিণত হয় যদি তাঁরা দেশান্তরে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। হাজার ছাত্রের নাম রোলে আছে এমন

*১৯৬৯ সালের ৩রা জুন স্টেট্‌সম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত জন আউয়েনের প্রবন্ধ।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বাৎসরিক রেকারিং খরচ ২৫ থেকে ৩০ লাখ। এর মানে দাঁড়ায় ছাত্র প্রতি বাৎসরিক আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার। খরচের হিসেব আরও বেশি হবে যদি নন-রেকারিং খরচ এবং সমগ্র পুঁজি যা নিয়োগ করা হয়েছে তার হিসেব ধরা হয়। যাকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য দেশকে এত খরচ করতে হয়েছে তাকে বিদেশে যেতে দেওয়া হবে এই ব্যবস্থার মতো অযৌক্তিক কিছু হতে পারেনা।" প্রবন্ধটিতে আরও কিছু তথ্য ও সংবাদ দেওয়া হয়েছে। ভারতের কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণার সংস্থা সি-এস-আই-আর একটা এস্টিমেট করেন যে ১৯৭১ সালে প্রায় ১৫ হাজার ইঞ্জিনিয়ার বাইরে কাজ করছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই সব চেয়ে বেশি, তার পর ক্যানাডা আর ইউ-কেতে। সি-এস-আই-আর এঁদের কিছু লোককে দেশে আসার জন্য অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু রাজী করতে সমর্থ হননি। সরকারের দেওয়া পাসপোর্টের ভিত্তিতে একটা হিসাব করা হয় যে ১৯৬০-৬৭ সালে ৪৫ হাজার ট্রেনিংপ্রাপ্ত মানুষ বিদেশে যেতে চেয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ১৯ হাজার ৫শ' ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার।

এসব হিসেব দেওয়ার পর প্রবন্ধকার বলছেন: "বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কত জনকে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দিয়ে তৈরী করা হবে সেই সংখ্যাটা চাহিদার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। গত দুই দশক ধরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বৃদ্ধির সংখ্যা লক্ষ্যণীয় ভাবে বেড়ে গেছে। স্বাধীনতার পূর্বে মাত্র ১৭টি কলেজ ডিগ্রী কলেজ ছিল। ১৯৫৭ নাগাদ এটা ৬০-এ পরিণত হয়েছিল। পরের দশকে এ সংখ্যা দ্বিগুণ হলো। আজ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সংখ্যা ১৩৫, ছাত্রের সংখ্যা ১ লাখ।" লেখক কিন্তু নিজেই স্বীকার করছেন যে পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদন ও নির্দ্দেশক্রমেই কলেজ বা ছাত্র সংখ্যা বাস্তবে ঐরূপ করা হয়। অর্থাৎ দেশের শিল্প উৎপাদন প্রভৃতির পরিকল্পনানুযায়ী বৃদ্ধি হলে দেশের পরিকল্পিত অর্থনীতিক প্রসার ও উন্নতি হলে এই সংখ্যা প্রয়োজনাতিরিক্ত হতো না। কিন্তু, তাঁর ভাষায়, "দুর্ভাগ্যবশতঃ পরিকল্পনায় সেট্-ব্যাক বা বিপর্য্যয় হলো..."। তা হলে প্রস্তাব বা সিদ্ধান্তটা কি? লেখক বলছেন, কলেজ বন্ধ করার প্রয়োজন নেই। (খুবই অনুগ্রহ বলতে হবে!) কিন্তু, তাঁর মতে, "আর নতুন করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তৈরী করার পরিকল্পনা স্থগিত করতে হবে এবং বর্ত্তমান কলেজগুলিতে ছাত্রভর্ত্তি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।" অর্থাৎ কলেজ বাড়ানো চলবে না, ছাত্র কমাতে

হবে। এর পরেও স্তোক আছে। লেখক বলছেন "এখন সম্ভবতঃ সংখ্যাবৃদ্ধি অপেক্ষা গুণগত উন্নতির উপর জোর দেওয়ার প্রয়োজন বেশী হয়েছে।"*

মজা এই যে ভদ্রলোক সারা প্রবন্ধ ধরে দেখালেন যে ভারতে এখনই যে ইঞ্জিনিয়ার তৈরী হচ্ছেন ধনতন্ত্রের অগ্রগামী দেশ সমূহে এখনই তার কদর কতো বেশি এবং সেইসব দেশের ধনপতিরা আমাদের দেশে ট্রেনিং প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারদের নিজেদের কাজে লাগাবার জন্য কেমন ভাবে এগিয়ে এসে গ্রহণ করছে ; এও স্বীকার করলেন যে এদেশে যে তাঁরা কাজে লাগছেন না সে হচ্ছে পরিকল্পনার ব্যর্থতার কারণে। কিন্তু শেষে সিদ্ধান্তে পৌছালেন, এখন যেটা কাজ, সেটা হচ্ছে গুণগত উন্নতি করতে হবে, যেন ওতেই ঠেকেছে। ওটা যে সরকারী ব্যর্থতা ঢাকা দেওয়ার একটা কৌশল সেটা আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় না। আমার বলার অর্থ এই নয় যে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষায় উন্নতির অবকাশ নেই। নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সেটা তো সব সময়েরই লক্ষ্য। যাই হোক এ বিষয় বেশি আলোচনা করার দরকার নেই।

শেষে কথাটা যেখানে এসে দাঁড়ালো সেটাই শাসক শ্রেণীর মনোভাব প্রকাশ করছে। ধনপতিদের দ্রুত ধনবৃদ্ধি ও জনগণের দ্রুত দারিদ্র্য বৃদ্ধি ব্যতীত আর সব কিছুরই সঙ্কোচন ; শিক্ষারও সঙ্কোচন। এই আসল কথাটা উদ্ঘাটিত করার জন্যই আলোচ্য বিষয়টি উত্থাপন করলাম এবং বিস্তৃতভাবে আলোচনা করলাম।

আজকের দিনে ধনতান্ত্রিক পথে দেশের কোনও সমস্যারই সমাধান নেই। তাই দেখা যাচ্ছে প্রতিটি বিষয়ে এখনকার ধনতন্ত্রের সেবকরা অতীতে ধনতন্ত্রের পথেও যেসব ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল তা হতে পিছু হাঁটছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের মতো শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাদের এই পিছুহাঁটা কদর্য্যভাবেই দেশের মানুষের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ছে।

সোভিয়েতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার

এই উপলক্ষে, এর সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতা আছে, এমন আর একটি বিষয়ে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করলাম। সমাজতন্ত্রের দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ধনতন্ত্রের শীর্ষস্থানীয় দেশ আমেরিকা এবং তার দালাল ইসরায়েল সরকার ও তাদের মুখপাত্ররা হঠাৎ বিষোদগার শুরু করলো। তাদের

---

*১৯৭২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী স্টেটসম্যানে প্রকাশিত "আন্এমপ্লয়মেণ্ট অ্যামং ইঞ্জিনীয়ার" শিরোনামায় এ জি মিরাজগোয়কারের প্রবন্ধ।

অভিযোগ ইহুদী বিশেষজ্ঞগণকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছেড়ে ইসরায়েল যেয়ে বসবাস করতে দেওয়া হচ্ছে না। বস্তুতঃ এও সন্দেহ করার কারণ আছে যে বাহ্যিকভাবে ইসরায়েলের নামে করলেও আসলে শেষ পরিণতিতে এদের অনেককেই আমেরিকায় নিয়ে যাওয়াই উদ্দেশ্য। তাছাড়া ইসরায়েলে বসবাস করলে বা কাজে নিযুক্ত হলে তাও মার্কিন স্বার্থেই হতে পারে। কারণ, ইসরায়েলে যে পুঁজি খাটছে সেও প্রধানতঃ মার্কিন পুঁজি।

আমেরিকা কেমন করে অন্যান্য দেশ থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মানুষ সংগ্রহ করছে আমরা উপরে দেখেছি এবং পূর্ব প্রবন্ধে এর পশ্চাতে যে ধনতান্ত্রিক নীতি কাজ করছে তাও আলোচনা করেছি। সাম্রাজ্যবাদীদের কৌশল ব্যর্থ হচ্ছে কেবল সমাজতান্ত্রিক দেশে। অথচ সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের বিশেষজ্ঞগণ সর্বোত্তম ট্রেনিংপ্রাপ্ত এবং অভিজ্ঞ। সুতরাং ছলে বলে কৌশলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এই বাধাকে অতিক্রম করতে চায়। তারা দালাল ইসরায়েল সরকার এবং জায়োনিষ্ট জাতিবিদ্বেষের প্রচারকদিকে হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগাচ্ছে।

প্রথমেই জেনে রাখা ভাল সোভিয়েতের যে-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এরা বিষোদ্গার করছে এবং ইহুদী বিদ্বেষের দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করছে, তা কোনও জাতিবিদ্বেষেরই পরিচায়ক নয়। তা কোনও বিশেষ জাতির বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত নয়। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে দেশত্যাগকামী যে কোনও নাগরিকের উপরই আলোচ্য নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্ত।

আর নিয়ন্ত্রণটা কি?

যে-সব সোভিয়েত নাগরিকরা সোভিয়েত দেশ ছেড়ে অন্যদেশে বসবাস করতে যাবেন বলে ঠিক করবেন তাঁদের শিক্ষা ও ট্রেনিংবাবদ সোভিয়েত রাষ্ট্রের যা খরচ হয়েছে তা তাঁদিকে পূর্বেই দিয়ে দিতে হবে; তবেই তাঁরা দেশত্যাগের অনুমতি পাবেন।

সবাই জানে সোভিয়েত নাগরিকের সম্পূর্ণ শিক্ষা ও ট্রেনিং রাষ্ট্রের খরচে হয়; জাতীয় ধনভাণ্ডার সব খরচ বহন করে। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞ তৈরীর জন্য যেরূপ স্কলারশিপ ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে কোনও দেশেই তা নেই। সোভিয়েতের সমাজতন্ত্রী জনসাধারণের সম্পদে পালিত হয়ে কোনও নিকৃষ্ট স্তরের মানুষ যদি পুঁজিবাদীদের গোলাম হওয়াটাকেই কাম্য মনে করে, সে তার ইচ্ছা ও রুচির ব্যাপারে হতে পারে কিন্তু যে-সুযোগ সে পেয়েছে এবং

যার ফল সে পুঁজিপতিদের শ্রীচরণে নিবেদন করতে যাচ্ছে তার জন্য যে খরচ তার পিছনে হয়েছে সেটা সে দেবে না কেন? এবং সোভিয়েতের অন্য জাতির নাগরিকদের যদি তা দেওয়া বাধ্যতামূলক হয় ইহুদীদেরই বা তা হবে না কেন?

তা ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সাম্রাজ্যবাদীদের এই নতুন আক্রমণের সম্মুখীন হওয়ায় বিষয়টি ইউএনেস্কোর সামনে আসে এবং ১৯৭০ সালে ইউ-এনেস্কোর ১৬তম সম্মেলনে এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়। সোভিয়েতের আইন সেই প্রস্তাবে গৃহীত নীতিসম্মত। ঐ প্রস্তাবে দেশত্যাগকারী বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞগণের এইভাবে দেশত্যাগে প্ররোচনা দেওয়া ও উৎসাহ দেওয়াকে বাধাদান ও নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সদস্যরাষ্ট্রদের বলা হয়েছে।

ফ্রান্সেও অনুরূপ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। ইসরায়েলের সংশ্লিষ্ট আইন সব দেশের চাইতে কড়া। সাময়িকভাবে দেশের বাইরে যেতে হলেও নাগরিককে বেশ মোটা টাকা জামিন রেখে যেতে হয়।

সোভিয়েতে ইহুদী বিদ্বেষ যে ভিত্তিহীন তার সাক্ষ্য হিসাবে সোভিয়েত পত্র পত্রিকায় দেওয়া হয়েছে সোভিয়েতের উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিতে পাঠরত ইহুদীর সংখ্যা হচ্ছে ১লক্ষ ৫ হাজার। মোট সংখ্যার অনুপাতে অন্য যে কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের অপেক্ষা বেশী।*

ধনতান্ত্রিক দেশে, যেমন ভারতবর্ষে, বেকারী থাকে এবং জীবিকার অনু-সন্ধানে মানুষের যত্রতত্র যাওয়ার কিছু কৈফিয়ত থাকতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়ন বা কোনও সমাজতান্ত্রিক দেশের নাগরিকের দেশান্তর হবার সেরকম কোনও কৈফিয়তই থাকতে পারে না। কারণ, ওসব দেশে বেকারীর অভিশাপ নেই, দৈনন্দিন জীবন যাপনে পরিবারের বা নিজের নিরাপত্তার জন্য উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। অবশ্য যারা ঐভাবে দেশত্যাগের আবেদন করেছিল তাদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। শত্রুদের অপপ্রচার ব্যতিরেকে এর কোনও গুরুত্ব দেওয়ারই প্রয়োজন হতো না।

এ দেশেও ইসরায়েল ও আমেরিকার ভাড়াটে প্রচারক জুটেছিল এবং তাদের লেখা ধনতান্ত্রিক কাগজগুলির পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করেছিল। সে জন্যই বিষয়টির উল্লেখ করতে হলো।

একটা অবশ্য প্রশ্ন মনে থেকে যায়; এ ধরনের সমস্যার উদ্ভব হলো কেন?

*নিউ টাইমস পত্রিকা, ৩৮ নং সংখ্যা, ১৯৭২ দ্রষ্টব্য।

সংশোধনবাদী ভাবধারার প্রভাব নানান বিষয়ে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র বিরোধী রীতিনীতিকে উৎসাহিত করে। এই সব সমস্যা জাগরিত হওয়ার পিছনে, ইহুদী জাতিদম্ভ যদি দুই একজনের মধ্যেও সাড়া পায় সে-ঘটনার পিছনে কি সংশোধনবাদী ভাবধারার কোনও প্রভাবই নেই? শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য এক-মুখী। কিন্তু সে-লাইন থেকে বিচ্যুতি ও বিশৃঙ্খলা বহুমুখী হওয়াই স্বাভাবিক। তবু এসব সমস্যা দেখা দিলেও আমাদের বিশ্বাস সমাজতন্ত্রের রাষ্ট্র মার্কসবাদের প্রতি, আন্তর্জাতিকতার প্রতি নিষ্ঠায় এর সমাধান করতে পারবে।

শিক্ষার বিকাশ সম্বন্ধে মার্কস

"সাধারণ অজ্ঞতায় মন থাকে অকর্ষিত জমির মতো। সে-অজ্ঞতায় মানসিক উন্নতির ক্ষমতা ও সম্ভাবনা ধ্বংসপ্রাপ্ত নয়। তার স্বাভাবিক উর্বরতা নষ্ট হয়নি। উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরীর জন্য যে-মানুষকে তার কাঁচা বয়সেই যন্ত্রে পরিণত করা হয়েছে এবং এইরূপে কৃত্রিম উপায়ে তার মানসিক অবস্থাকে বিধ্বস্ত উষর মরুভূমিতে (desolation-এ) পরিণত করা হয়েছে তার সঙ্গে উপরে বর্ণিত অবস্থার পার্থক্য সুস্পষ্ট। এই ডেসলেশানের অবস্থা এমন পর্য্যায়ে গেছে যে ইংরেজের পার্লামেন্টকেও ফ্যাকটারি আইনের আওতায় যে-সব কারখানা পড়ে সেই সব কারখানায় উৎপাদনের কাজে ১৪ বৎসরের নীচের বালক বালিকার নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা বাধ্যতামূলক করতে হয়েছে।"*

মার্কস, উপরোক্ত কথাগুলি বলার পরই এর আনুষঙ্গিক ক্যাপিট্যালিষ্টদের ক্রিয়াকর্মের দিকেও মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। ক্যাপিট্যালিস্টরা ফ্যাক্টরি আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা কেমন করে ফাঁকি দেয় তা দেখিয়েছেন। নামকাওয়াস্তে বাহ্যিক চেহারার স্কুল থাকতো। ঐ সব স্কুলের লোকেরা কেবল ছেলেমেয়েদের স্কুলে পড়া আছে এইটুকু সার্টিফিকেট দিলেই চলতো। অনেকক্ষেত্রে তারা শিক্ষকই নয়, নির্দ্ধারিত সময় ছেলে মেয়েদের ধরে রাখার জন্য পাহাড়াদার মাত্র। "১৮৪৪ সালের সংশোধিত ফ্যাক্টরি আইনের পূর্বে প্রায়শঃ এমন ঘটনা ঘটতো যে স্কুলে ছেলেমেয়েদের উপস্থিত থাকার সার্টিফিকেট দেওয়ার শিক্ষকরা নিজেরাই লেখাপড়া জানত না।" (ঐ পুস্তক, পৃঃ ৪০০)

মার্কস ক্যাপিট্যাল পুস্তকে দেখিয়েছেন কিভাবে সমাজকে শুধু প্রাণে বাঁচার দায়ে ক্যাপিট্যালের হাঙরের মুখ নিয়ন্ত্রণ করতে হলো এবং ফ্যাক্টারি আইনের উদ্ভব হলো।* তিনি এও দেখিয়েছেন বৃটিশ শাসক শ্রেণীর মধ্যে জমিদার

---

*ক্যাপিটেল, ১ম ভলিউম, মস্কো ১৯৫৪ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৯৯—অবশ্য ফ্যাক্টারি আইনের এই ব্যাপার ১৮৭০-১৯০২-এর সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পূর্বের কথা। ক্যাপিটাল ১ম ভলিউম-এর পূর্বে ১৮৬৭ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়। ইংলণ্ডে ১৮৭০ হতে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের কথা উপরে ২৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত হয়েছে। বলা বাহুল্য মার্কস-এর উদ্ধৃত বক্তব্য এই শেষোক্ত ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও সমভাবেই প্রযোজ্য।

* "...The changes in the material mode of production and the corresponding changes in the social relations of the producers gave rise first

অভিজাত এবং বুর্জোয়া শিল্পপতি উভয়ের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সুযোগে বৃটেনের শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে কিছু কিছু সংস্কার আদায় করা সম্ভব হলো।

যাইহোক, ফ্যাক্টরী আইনগুলিতে কর্মে নিয়োজিত ছেলেমেয়েদের শিক্ষার কিছু ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হলো। একতো ব্যবস্থাই ত্রুটিপূর্ণ, তাছাড়া প্রয়োগের ক্ষেত্রও সীমাবদ্ধ। ১৮৪৪ সালের আইনে সব কারখানা ফ্যাক্টরি আইনের আওতায় পড়তো না। ১৮৬৪ ও ১৮৬৭ সালে ঐ আইনের প্রয়োগ নানান ক্ষেত্রে প্রসারিত হলেও, অনেক কারখানা বাদ থেকে গেল। তবু সামগ্রিক ভাবে দেখতে গেলে পূর্বের "ব্যবস্থা নাস্তি" থেকে এ হলো কিছু ব্যবস্থার একটা সূচনা।

ফ্যাক্টরী আইনের ফল

মার্কস বলছেন: "ফ্যাক্টরী আইনের শিক্ষা সংক্রান্ত ধারাগুলি সব দিক দিয়ে দেখতে গেলে অকিঞ্চিৎকর বা নগণ্য। তবু ছেলেমেয়েদের শিল্পের কাজে (ইণ্ডাস্ট্রীতে) নিয়োগ করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক বলে ঘোষিত হলো। এই ধারাগুলির ফলে অর্জিত সাফল্য সর্বপ্রথম দৈহিক শ্রমের সঙ্গে শিক্ষা ও ব্যায়াম (জিমনাসটিক্স্) যুক্ত করা সম্ভব, এটা প্রমান করলো। ফলতঃ, শিক্ষা ও ব্যায়ামের সঙ্গে দৈহিক শ্রম যুক্ত করা সম্ভব তাও প্রমাণিত

---

to an extravagance beyond all bounds and then in opposition to this called forth a control on the part of Society which legally limits, regulates and makes uniform the working day and its pauses.…" (Capital, vol. I. Page 298) "…The creation of a normal working day, is therefore, a protracted civil war, more or less dissembled between the capitalist class and the working class. As the contest takes place in the arena of modern industry, it first breaks out in the home of that industry—England.…" (Ibid., Page 299)

ফ্যাক্টরি আইন, তার উদ্ভবের কারণ এবং পর পর আইনগুলির মোটামাট ইতিহাস ও ব্যাখ্যার জন্য 'ক্যাপিটাল ১ম ভলিউম, দশম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। তাছাড়া এঙ্গেলস্ "কনডিশান অব ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যাণ্ড"—মার্কস-এঙ্গেলস্ অন বৃটেন পুস্তকে সন্নিবেশিত, (পৃষ্ঠা ২০৩-২১০)। ১৮৪৪ সালে একটি ফ্যাক্টরি আইন পাশ হয়। "এই আইনে যে সব ছেলেমেয়েরা সুতাকলে (টেক্সটাইল মিলে) কাজ করতো তাদের প্রতি সপ্তাহে পুরো তিন দিন বা ছয় দিন ধরে প্রতি দিন অর্দ্ধেক দিন স্কুলে হাজির থাকতে হবে এই বিধিব্যবস্থা পালন করতে উক্ত ছেলেমেয়েদের পিতামাতাকে বাধ্য করা হলো। ১৮৬৪ এবং ১৮৬৭ সালে আরও কিছু আইনে বর্ণিত ব্যবস্থা সুতাকল ছাড়া অন্যান্য ফ্যাক্টরি ও কারখানায় প্রসারিত হলো।" হিস্ট্রী অব ইংলিশ এডুকেশন এচ, সি বার্ণাড, পৃষ্ঠা ১৩৩।

হলো। ফ্যাক্টারি ইন্সপেক্টাররা স্কুলের শিক্ষকদের প্রশ্ন করে শীঘ্রই একটা জিনিস আবিষ্কার করলেন। তাঁরা দেখলেন, যদিচ কারখানার ছেলে মেয়েরা যারা ডে-স্কুলের ছাত্র (অর্থাৎ সারাক্ষণের ছাত্র) তাদের তুলনায় শিক্ষা পায় অর্দ্ধেক, তবু প্রায়শ ক্ষেত্রেই তাদের সমান এমনকি তাদের চেয়ে বেশি শিক্ষা অর্জন করে।" মার্কস ফ্যাক্টারি ইন্সপেক্টারের রিপোর্ট উদ্ধৃত করেছেন: "মাত্র আধবেলা স্কুল করতে হয় বলে ঐ সব ছেলে মেয়েরা স্কুলে সর্বদাই টাটকা মন নিয়ে আসে, সর্বদাই শিক্ষা গ্রহণ করতে ইচ্ছুকও থাকে প্রস্তুতও থাকে। যে সিসটেমে তারা কাজ করে তাতে অর্দ্ধেককাল দৈহিক শ্রম এবং অর্দ্ধেককাল স্কুল করতে হয়। এতে দুইটি কার্যক্ষেত্রের প্রত্যেকটি অন্যটির হিসেবে অবসর ও রিলিফের কাজ দেয়। ফলতঃ ঐ দুটির মধ্যে শুধু একটিতেই পূর্ণকাল নিয়োজিত থাকলে যেমন হয় তার অপেক্ষা এই ব্যবস্থায় উভয় কাজের ক্ষেত্রেই ছেলেমেয়েদের নিকট কনজিনিয়াল (মনমতো) হয়। এটা পরিষ্কার যে যে-ছেলে গোটা সকালটা স্কুলে থেকেছে সে কারখানা থেকে টাটকা মন নিয়ে আসা ছেলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারবে না।" মার্কস সমাজবিজ্ঞানের জাতীয় সমিতিতে প্রদত্ত অর্থনীতিবিদ এন ডব্লিউ সিনিয়রের (১৭৯৭-১৮৬৪) বক্তৃতার উল্লেখ করেছেন। সেই বক্তৃতায় ঐ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ কারখানায় নিযুক্ত ছেলেমেয়েদের বাধ্যতামূলক ভাবে কাজের সঙ্গে শিক্ষা ও ব্যায়াম যুক্ত করার উপকারিতার বিষয় বলেন। মার্কস বলছেন: "তিনি (উক্ত অর্থনীতিবিদ) অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে একটি বিষয় দেখিয়েছেন। উপরতলার শ্রেণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েদিকে (যাকে বলা যায় দীর্ঘসময় ধরে এক ঘেয়ে নিরর্থক শুধু লেগে-থাকা এইরকমভাবে) স্কুলে আটকে রাখা হয়। এতে শিক্ষকদের মেহনতে অযথা ক্লেশ বাড়িয়ে দেয়। সিনিয়র বলেন, শিক্ষক শুধু নিরর্থক মেহনত করেন তা নয়। তিনি নিশ্চিতভাবেই ছেলেমেয়েদের সময়, স্বাস্থ্য, শক্তি (এনার্জি)র অপব্যয় করেন। রবার্ট আউএন যেমন সবিস্তারে দেখিয়েছেন ভবিষ্যত শিক্ষা-রীতির আদি চেহারা ('সীড') ফ্যাক্টরি সিসটেম থেকে উপ্ত হয়েছে। ভবিষ্যতের সেই শিক্ষা একটা বয়সের উপর ছেলেমেয়েদের ব্যায়াম (জিমনাসটিক্‌স্) এবং শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদনক্ষম শ্রমের যোগসাধন করবে। এ শুধু উৎপাদনের উৎকর্ষ বৃদ্ধির পদ্ধতি হবে না বরং পূর্ণাঙ্গ মানুষ গড়ে তোলার একমাত্র পদ্ধতি হবে।"

উপাদানের উপকরণে বদল ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ

হস্তশিল্প থেকে ম্যানুফ্যাকচার এবং ম্যানুফ্যাকচার থেকে আধুনিক শিল্পের বিবর্তনের তত্ত্বগত আলোচনার পর মার্কস বলছেন:

"আধুনিক শিল্প বর্তমান পদ্ধতিকে চূড়ান্ত বলে মনে করে না। আদিতে সব উৎপাদন পদ্ধতির প্রকৃতি ছিল রক্ষণশীল। কিন্তু বর্তমান শিল্পের যান্ত্রিক ভিত্তি (টেকনিকাল বেসিস) বৈপ্লবিক প্রকৃতির।" মার্কস এখানে ফুটনোটে কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের এই অংশ উদ্ধৃত করেছেন: "উৎপাদনের উপকরণে অবিরাম বিপ্লবী বদল না এনে, এবং তাতে করে উৎপাদন সম্পর্কে ও সেই সঙ্গে সমাজ সম্পর্কে বিপ্লবী বদল না ঘটিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী বাঁচতে পারে না। অপর দিকে অতীতের শিল্পজীবি সকল শ্রেণীর বেঁচে থাকার প্রথম সর্তই ছিল সাবেকী উৎপাদন পদ্ধতির অপরিবর্তিত রূপটা বজায় রাখা। আগেকার সকল যুগ থেকে বুর্জোয়া যুগের বৈশিষ্ট্য হলো উৎপাদনে অবিরাম বিপ্লবী পরিবর্তন, সমস্ত সামাজিক অবস্থার অনবরত নড়চড়, চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তা এবং উত্তেজনা। অনড় জমাট সব সম্পর্ক ও তার আনুষঙ্গিক সমস্ত সনাতন শ্রদ্ধাভাজন কুসংস্কার ও মতামতকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হয়। নবগঠিতগুলো দৃঢ়সংবদ্ধ হয়ে উঠবার আগেই অচল হয়ে আসে। যা কিছু ভারিক্কী তাই যেন বাতাসে মিলিয়ে যায়, যা পবিত্র তা হয় কলুষিত। শেষ পর্যন্ত মানুষ বাধ্য হয় তার জীবনের আসল অবস্থা এবং অপরের সঙ্গে তার সম্পর্কটাকে খোলা চোখে দেখতে।"

মার্কস তাঁর বক্তব্যকে বিস্তৃত করে বলছেন: "আধুনিক শিল্প মেশিন, রাসায়নিক এবং অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে শুধু যান্ত্রিক ভিত্তির (টেকনিকাল বেসিসের) রূপান্তর ঘটাতো না, শ্রমিকের কাজ ও ভূমিকায় এবং শ্রম-পদ্ধতিতে সামাজিক সংযোগ ও মিলনেও রূপান্তর ঘটাতো। সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অভ্যন্তরে বৈপ্লবিক অদল বদল ঘটাতো এবং অবিরত পুঁজি ও শ্রমজীবি মানুষের বড় বড় অংশকে উৎপাদনের এক শাখা থেকে আর এক শাখায় স্থানান্তরিত করতো। কিন্তু যেমন আধুনিক শিল্প নিজের প্রকৃতির কারণেই শ্রমের প্রকারভেদ ঘটানো আবশ্যিক করে তোলে কাজের রীতিতে সাবলীলতা আনে, শ্রমিকের ক্ষেত্র হতে ক্ষেত্রান্তরে চলায় গতিশীলতা সঞ্চার করে তেমনই অন্যদিকে পুঁজিবাদী চরিত্রের কাঠামোতে পুরাতন শ্রমবিভাগের দৃঢ়ভাবে জমে যাওয়া বিশেষীকরণের (পারটিকুলারিজেশানের)

পুনরাবর্তন ঘটায়। আমরা দেখেছি আধুনিক শিল্পের আবশ্যিক এই টেকনিক্যাল দাবী এবং ক্যাপিট্যালিষ্ট কাঠামোর অন্তর্নিহিত সামাজিক চরিত্র এই দুই-এর মধ্যে নিরঙ্কুশ বিরোধ শ্রমিকের কাজের স্থায়ীত্ব ও নিরাপত্তাকে দূর করে দেয়; শ্রমিকের নিকট থেকে তার শ্রমের হাতিয়ার নিয়ে নিয়ে তার জীবন ধারণের উপায় কেড়ে নেয়; এবং তার যে বিশেষ ধরণের টুকরো কাজের ধারা সেই কাজের ধারাকে দাবিয়ে দিয়ে শ্রমিককে অপ্রয়োজনীয় উদ্বৃত্তে পরিণত করে। আমরা এও দেখেছি কেমন করে এই দ্বন্দ্বের তীব্র রোষে সৃষ্ট হয় যে কোনও সময়ে ক্যাপিট্যালের প্রয়োজনে কাজে লাগার জন্য বেকারির দুর্দ্দশায় রেখে দেওয়া বিরাটাকার রিজার্ভ আর্মি (সংরক্ষিত বাহিনী), চলে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য থেকে অবিচ্ছিন্ন ধারায় বলিদান আদায়, এবং শ্রমশক্তির বেপরোয়া অপচয় এবং সামাজিক অরাজকতার দরুণ ধ্বংস যা প্রতিটি অর্থনৈতিক উন্নতিকে দারুণ সামাজিক বিপর্যয়ে পরিণত করে। এটি হলো নেতিবাচক দিক।"

পরিপূর্ণ বিকশিত ব্যক্তিত্ব

"কিন্তু যেমন একদিকে কাজের প্রকারান্তরের ঘটনা প্রকৃতির নিয়মের অদম্য শক্তির মতো চেপে এসে হাজির হয়, স্বভাবের অন্ধ শক্তির মতো ধ্বংস নিয়ে আসে, আর সর্বক্ষেত্রে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়, তেমনই অন্যদিকে এই সব দারুণ বিপৎপাতের মাধ্যমে একটা বিষয়কে উৎপাদনের আবশ্যিক নিয়ম হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য করে। সেটা হচ্ছে ঐ কাজের প্রকারান্তর ঘটা, সেই প্রকারান্তরের ফলে বিভিন্ন প্রকারের কাজের জন্য শ্রমিকের যোগ্যতা এবং বিভিন্ন প্রকারের কাজের জন্য তার প্রবণতার সর্ব বৃহত্তম সম্ভব উন্নতি। উৎপাদনের পদ্ধতির এই নিয়মের রীতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলাটা সমাজের পক্ষে মরন বাঁচনের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। আধুনিক শিল্প মৃত্যুদণ্ডের পরোওয়ানা দিয়ে এ বিষয়ে সমাজকে বাধ্য করছে। আজকের বিশেষ টুকরো কাজের শ্রমিক, যে সারাজীবন ধরে একই সামান্য কাজের (ট্রিভিয়াল অপারেশানের) পুনরাবৃত্তি কোরে (মানসিক দিকে ও সার্বিক কর্মক্ষমতার বিচারে) পঙ্গু হয়ে গেছে এবং এই ভাবে মানুষ থেকে মানুষের মাত্র খণ্ড অংশে পরিণত হয়েছে বাঁচতে হলে তার বদলে সমাজকে আনতে হবে পরিপূর্ণ বিকশিত সেই ব্যক্তি যে উৎপাদনে যে-কোনও পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে

প্রস্তুত এবং যার কাছে বিভিন্ন সামাজিক ক্রিয়াকর্ম (তাকে যা করতে হয়) তার নিজের প্রকৃতিগত এবং অর্জিত ক্ষমতা ও যোগ্যতার অবাধ বিকাশের বিভিন্ন পদ্ধতি মাত্র।

স্বতঃ উত্থিত ভাবে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের রূপদানে এক পা এগোনো হয়েছে। টেকনিকাল ও কৃষিবিজ্ঞানের স্কুলের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যেসব স্কুলে শ্রমিক সন্তানগণ কিছু টেকনিকাল বিদ্যা এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারের প্র্যাকটিকাল শিক্ষা অর্জন করবে। ফ্যাক্টারি আইন ক্যাপিট্যালের নিকট হতে জোর করে আদায় করা কনসেশান। যদিও এক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা ফ্যাক্টারিতে কাজের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ (অর্থাৎ যে-ছেলেমেয়ে ফ্যাক্টরিতে কাজ করে না তারা এই শিক্ষার সুযোগ পায় না) এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না যে শ্রমিক শ্রেণী যখন ক্ষমতার আসনে আসবে—যা অনিবার্য—তত্ত্বগত এবং প্র্যাকটিকাল টেকনিকাল শিক্ষা শ্রমিক শ্রেণীর স্কুলে তার যথাযোগ্য স্থান অর্জন করবে।

এতেও সন্দেহ নেই যে সেই সব বৈপ্লবিক আলোড়ন (যার শেষে ফল হচ্ছে পুরানো শ্রমবিভাগের উচ্ছেদ) তা হচ্ছে ক্যাপিট্যালিষ্ট উৎপাদনের কাঠামো এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শ্রমিকের যে অর্থনীতিক পদমর্য্যাদা (স্ট্যাটাস) সে-পদমর্য্যাদার (সে স্ট্যাটাসের) সোজাসুজি বিপরীত। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট উৎপাদনের কাঠামোর মধ্যে অন্তর্নিহিত যে-বিরোধ একমাত্র তার ঐতিহাসিক বিকাশের মাধ্যমেই সেই উৎপাদনের কাঠামো বিলুপ্ত করা যায় এবং তার বদলে নতুন কাঠামো প্রতিষ্ঠিত করা যায়।…”

মার্কসের বক্তব্য এই যে বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে বিরতিহীন ভাবে অদলবদল চলতে থাকবে। শ্রমিককেও এইরূপ অদল বদলের জন্য তৈরী থাকতে হবে এবং যেমন কাজের ধারা দাঁড়াবে সেই ধরনের কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে এবং হচ্ছে। আদিতে ম্যানু-ফ্যাকচার যখন শুরু হলো তখনকার প্রথম সরল শ্রমবিভাগের কালে মানুষ কতকগুলো ছোট কাজে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল এখন আর তা থাকছে না। তাতে তার বিকাশ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন এবং নানা রকমের আবিষ্কারের ফলে পরিবর্তন আরও দ্রুত হচ্ছে। তাছাড়া পুঁজির বা ক্যাপিট্যালিজমের প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে এই পরিবর্তনশীলতা। কিন্তু তার সামাজিক কাঠামোর মধ্যে অনুরূপ নমনীয়তা নেই। অবিরত একটা

বিরোধ থেকেই যাচ্ছে। একটা অবস্থায় খাপ খাইয়ে নিতে না নিতে আর একটা পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিচ্ছে এবং নতুন অস্থিরতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। উৎপাদকের জন্য নতুন কাজের ধরনে দ্রুত খাপ খাইয়ে নেওয়ার সহায়ক শিক্ষা ও ব্যবস্থার যোগান দিতে না পারলে সে সমাজ টিকবে না। এই জন্যই মার্কস বলেছেন, এ তার মরণ বাঁচনের প্রশ্ন।

"গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা"

শিক্ষা সম্বন্ধে কার্ল মার্কসের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু বক্তব্য আছে তাঁর প্রসিদ্ধ লেখা "ক্রিটিক অব গোথা প্রোগ্রামে" বা গোথা কর্মসূচীর সমালোচনায়। গোথা কর্মসূচী জার্মান শ্রমিকশ্রেণী ঐক্যবদ্ধ দলের কর্মসূচী হিসাবে রচিত হলেও এই রচনায় হাত ছিল লাসালের। বিশেষ বিবরণের জন্য ঐ কর্মসূচী সম্বন্ধে মার্কসের পুস্তিকা দ্রষ্টব্য। বিভিন্ন ধারায় যা ভুল ছিল পার্শ্ব টিকা পদ্ধতিতে লিখে মার্কস তার সমালোচনা করেন।*

শিক্ষা সংক্রান্ত ধারাটি ছিল নিম্নরূপ :

"রাষ্ট্রের মানসিক ও নৈতিক ভিত্তি হিসাবে জার্মান শ্রমিক পার্টি দাবী করে :

১। রাষ্ট্রের দ্বারা সার্ব ও **সমান প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা**। সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক স্কুল গমন। বিনা বেতনে শিক্ষাদান।"

প্রথমেই মার্কস "সমান প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা" সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলেন। "সমান প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা? কোন্ ধারনা থেকে এই কথাগুলি লেখা হয়েছে? বর্তমান সমাজে (এবং একমাত্র বর্ত্তমান সমাজ নিয়েই আলোচনা চলছে) সকল শ্রেণীর জন্য সমাজ **সমান** শিক্ষা ব্যবস্থা হতে পারে এ কথাই কি বিশ্বাস করা হচ্ছে? নাকি এই দাবি করা হচ্ছে যে, কেবল সেই সামান্য শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ, যা শুধু মজুরী শ্রমিক নয়, কৃষকদের অবস্থার সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ, উপরের শ্রেণীগুলিকেও সেইখানে নেমে আসতে বাধ্য করতে হবে?"

---

*১৮৭৫ সালে গোথায় অনুষ্ঠিত ইউনিটি কংগ্রেসে জার্মান শ্রমিকের দুইটি সংস্থা (১) বেবেল ও লাইবনেক্টের নেতৃত্বে পরিচালিত সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক ওয়ার্কাস পার্টি এবং (২) লাসালের নেতৃত্বে পরিচালিত জেনারেল এসোসিয়েশান অব জার্মান ওয়ার্কাস মিলিত হয় এবং একত্রিত পার্টি সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কস পার্টি অব জারমানি নামে অভিহিত হয়। এই নবগঠিত পার্টির জন্য এক খসরা প্রোগ্রাম (কর্মসূচী) রচিত হয়। মার্কস পার্শ্ব টিকা হিসাবে ঐ খসরা প্রোগ্রামের বিভিন্ন ধারার সমালোচনা করে এক নোট লিখে পাঠান। ১৮৯১ সালে এঙ্গেল্‌স্ কর্তৃক এইটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। নাম দেওয়া হয় "ক্রিটিক অব গোথা প্রোগ্রাম"।

সার্বজনীন বাধ্যতামূলক বিনা বেতনে শিক্ষাদান

এরপর "সার্বজনীন বাধ্যতামূলক স্কুলগমন। বিনাবেতনে শিক্ষাদান।" এই দুটি বিষয় সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেন—প্রথমটি জার্মানীতে আছে, দ্বিতীয়টি (অর্থাৎ বিনা বেতনে শিক্ষাদান) সুইজারল্যাণ্ড এবং যুক্ত-রাষ্ট্রেও আছে। আমরা জানি জার্মানীতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা পূর্ব হতেই ছিল* মার্কস তার পর 'বিনা বেতনে শিক্ষাদান' দাবির উল্লেখ করেন এবং মার্কসীয় দৃষ্টি বা শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টি থেকে একে কিভাবে বিচার করতে হবে তা দেখিয়ে দেন। তিনি যা বলেন তার মর্মার্থ হলো এই বিষয় বিচারে দুইটি প্রশ্ন সংশ্লিস্ট। প্রথম, কোন্ শ্রেণীগুলির শিক্ষার খরচ বহন করা হবে? দ্বিতীয়, কোন্ শ্রেণীগুলি তার খরচ যোগাবে? মার্কসের উল্লেখিত বক্তব্য হলো এই: "যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন অঙ্গরাজ্যে যদি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও 'বিনা বেতনে' পড়ার ব্যবস্থা থেকে থাকে, তবে কার্য্যতঃ তার অর্থ হচ্ছে, সাধারণ করের আদায় থেকে উচ্চ শ্রেণীগুলির শিক্ষার খরচ বহন করা।" বিষয়টি আরও পরিষ্কার করার জন্য তিনি ঐ কর্মসূচীর আর একটি ধারার উল্লেখ করে সে বিষয়েও তাঁর একই ধরণের বক্তব্য এই স্থানেই সংশ্লিষ্ট করেন। মার্কসকেই উদ্ধৃত করি: "প্রসঙ্গত ক, (৫) ধারায় 'বিনা খরচায় বিচার ব্যবস্থার' যে দাবি করা হয়েছে তার সম্পর্কেও একই কথা খাটে। ফৌজদারী বিচার সব দেশেই বিনা খরচে চলে। দেওয়ানী বিচারের বিষয় প্রায় একান্তই সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ এবং তাই তাতে জড়িত থাকে একান্তই মালিক শ্রেণীরা। তাহলে তারা কি জাতীয় তহবিলের খরচায় তাদের মামলা চালিয়ে যাবে?"

অতঃপর মার্কস একটি অধিকন্তু দাবি যুক্ত করতে বলেন। তিনি বলেন: "বিদ্যালয় সম্পর্কিত অনুচ্ছেদে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে মিলিয়ে অন্তত টেকনিকাল (তত্ত্বগত এবং ব্যবহারিক) স্কুল দাবি করা উচিত ছিল।"

রাষ্ট্রের দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষা

তারপর তিনি বিশেষ আপত্তি তুললেন "রাষ্ট্রের দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষা" এই কথাটিতে। তিনি বললেন: এ সম্পূর্ণভাবে আপত্তিজনক। প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যয়, শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় গুণাবলী, শিক্ষার বিভিন্ন শাখা নির্ধারণ প্রভৃতি সাধারণ আইনে নির্দিষ্ট করে দেওয়া, আর যুক্তরাষ্ট্রে যেভাবে করা হয়

*এ বিষয়ে উপরে ১ম প্রবন্ধে উল্লিখিত হয়েছে।

সেইভাবে, এই বিধিবদ্ধ নির্দ্দেশ পালিত হচ্ছে কিনা তা রাষ্ট্রীয় পরিদর্শকদের দিয়ে দেখা, অথবা রাষ্ট্রকে জনগণের শিক্ষাদাতারূপে প্রতিষ্ঠা করা—এ দুয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ। বরং সরকার ও গির্জ্জা উভয়কেই বিদ্যালয়ের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করা থেকে সমান দূরে রাখা দরকার। বিশেষ করে প্রুশো-জার্মান সাম্রাজ্যে (এবং এখানে 'ভবিষ্যত রাষ্ট্রের' কথা বলা হচ্ছে এই বলে কোনো বাজে ফিকিরের আশ্রয় নেওয়া চলবে না, এ বিষয়ে ব্যাপারটা কী আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি) রাষ্ট্রেরই বরং জনসাধারণের কাছ থেকে খুব কঠোর শিক্ষা পাওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু এত গণতান্ত্রিক বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও, রাষ্ট্রের উপর লাসালীয় গোষ্ঠীর দাসসুলভ বিশ্বাসের দ্বারা সমগ্র কর্মসূচীটি আগাগোড়া কলঙ্কিত, কিংবা বলা যেতে পারে যে, এটি হচ্ছে সমাজতন্ত্র থেকে সমান দূরবর্ত্তী এই দুই অলৌকিক বিশ্বাসের মধ্যে এক আপোষ।" বলা বাহুল্য, পরিচালনার ব্যবস্থা রাষ্ট্রের থাকায় আপত্তি থাকার অর্থ এ নয় যে শিক্ষার খরচের যোগান থেকে রাষ্ট্রকে অব্যহতি দেওয়া। পরিচালনার ভার স্থানীয় নির্বাচিত সংস্থার হাতে থেকে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান রাষ্ট্র থেকে সরবরাহের ব্যবস্থা সহজেই হতে পারে। লক্ষ্যণীয় ধনতন্ত্রের দেশ ইংলণ্ডে মার্কস জীবিত থাকার কালে অবস্থার চাপে ১৮৭০ সালে প্রাথমিক শিক্ষার যে আইন হয় তাতেও স্থানীয় নির্বাচিত সংস্থার দ্বারা পরিচালনার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। ("···a new local authority the School board, was to be set up. It was to be elected by the ratepayers···" History of English Education, H.C. Barnard Page 135) এখানে ঐতিহাসিক জি-এম-ট্রেভলিয়ানের একটি মন্তব্য পাঠকের নিকট ইনটারেস্টিং হতে পারে "it was characteirstic of the two nations that whereas the German people already enjoyed good schools, but not self-government, the rulers of England only felt compelled to 'educate their masters' when the workingmen were in full possession of the franchise."

শ্রম এবং শিক্ষার সংযোজন

এর পর মার্কস শিশুদের শ্রম সম্পর্কীয় ধারাটির উল্লেখ করে তাঁর মন্তব্য উপস্থিত করেন। তাঁর বক্তব্যের মর্ম দাঁড়ায় এই যে বিষয়টি শিশুদের শিক্ষার

সঙ্গে জড়িত এবং শিক্ষার জন্যও একটা বয়স পার হওয়ার পর স্বাস্থ্যের উপর লক্ষ্য রেখে বয়স ও স্বাস্থ্যের উপযোগী শ্রমের প্রয়োজন। মার্কস শিশুশ্রমের নিষিদ্ধকরণ সম্বন্ধে বললেন : 'শিশুশ্রমের নিষিদ্ধকরণ'—এখানে বয়সের সীমা বলে দেওয়া একান্ত অপরিহার্য্য। শিশুশ্রমের সাধারণ নিষিদ্ধকরণ, বৃহৎ শিল্পের অস্তিত্বের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ, তাই এ কেবল একটি অন্তঃসারশূন্য সদিচ্ছা মাত্র।

এই ব্যবস্থার রূপায়ন যদি সম্ভবও হত, তা হলেও তা হত প্রতিক্রিয়াশীল, কেননা বিভিন্ন বয়ঃক্রম অনুযায়ী কাজের সময় কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং শিশুদের সুরক্ষার জন্য অন্যান্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকলে, অল্প বয়স থেকেই শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদণশীল শ্রম মেলানো আজকের সমাজকে পরিবর্তন করার দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী এক উপায়।"

শেষোক্ত বিষয়টি মার্কস ক্যাপিট্যাল পুস্তকে ব্যাখ্যা করেছেন। এই পরিচ্ছেদেই উপরে তাঁর ঐ বক্তব্য পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছি।

কমিউনিস্টদের কর্মসূচীতে শিক্ষার স্থানকে মার্কস-এঙ্গেলস্ খুবই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট ইস্তাহারেই তাঁরা শিক্ষা সম্বন্ধে করনীয় লিপিবদ্ধ করে গেছেন। যে কয়টি (দশটি) ব্যবস্থার রূপায়ণের আন্দোলন তখনকার কার্য্যক্রমের মধ্যে থাকবে বলে তাঁরা উপস্থিত করেছিলেন তার শেষ ধারা ছিল নিম্নরূপ :—

"১০। পাবলিক স্কুলে সকল শিশুর বিনা খরচে শিক্ষা। ফ্যাক্টরিতে বর্তমান ধরণের শিশুশ্রমের অবসান। শিল্পোৎপাদনের সঙ্গে শিক্ষার সংযুক্তি। ইত্যাদি।" আজ সমাজতন্ত্রের দেশে দেশে মার্কস-এঙ্গেলসের আদর্শকে সর্বোত্তম সম্ভব রূপ দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।

মার্কসবাদের আদর্শের ব্যবহারিক প্রয়োগ

মার্কস ১৮৬৭ সালেই (ক্যাপিট্যাল প্রকাশের তারিখ) দেখেছিলেন ধনতন্ত্রের প্রকৃতিতে অন্তর্নিহিত দ্রুত পরিবর্তনশীলতা সমাজকে এমন একটা অবস্থার বাধ্যবাধকতার মধ্যে পৌঁছে দিচ্ছে যে মানুষ প্রয়োজন মতো নানান কাজ হাতে নিতে পারে এমন ভাবে তাকে গড়ে উঠতে হবে। তার বৃত্তি সমূহের সর্বাঙ্গীন উন্নতির ব্যবস্থা করে এবং সেরূপ উন্নতি সার্থক করে এমন অবস্থায় নীত করতে হবে যাতে সে যেকোনও পরিবর্তিত অবস্থার সম্মুখীন হতে পারে। মার্কস এও দেখিয়েছিলেন—ধনতন্ত্রের মধ্যেই সেরূপ অবস্থা হচ্ছে, যদিচ পরিবর্তনের বাঁকে বাঁকে বেকারী অর্থনীতিক সঙ্কটের কঠোর চাপে অবস্থার গতিকে বাধ্য হয়েই শ্রমজীবী মানুষের অশেষ যন্ত্রনার মধ্য দিয়ে এইরূপ ব্যাহত অগ্রগতি সম্ভব হচ্ছে। তিনি দেখিয়েছিলেন ধনতান্ত্রিক সমাজ যে-ভাবে শ্রেণীর স্তর বিন্যাসে আড়ষ্ট হয়ে গেছে তাতে উল্লেখিত প্রয়োজনীয় অগ্রগতি ঠেকা পাচ্ছে। এক দিকে ধনতন্ত্রের উৎপাদন-সম্পর্কের যে যেমন আছে তেমনই টিকে থাকার, স্থায়ী থাকার প্রবণতা, অন্যদিকে উৎপাদন-শক্তির বিকাশে পরিরর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রম-শক্তির প্রয়োগে তার যথোপযোগী রূপায়ণের প্রয়োজনীয়তা এই দুই-এর মধ্যে ঠোকাঠুকি হতে থাকছে। অবস্থা সেদিকেই নিয়ে যাচ্ছে যেখানে সমাজতন্ত্রের সাফল্যে মানুষের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের পথ খুলে যাচ্ছে।

ধনতন্ত্রের অবক্ষয়ের যুগে উল্লেখিত বাধা ছাড়া আরও বাধা উপস্থিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে টেক্‌নলজি ও যান্ত্রিক কৌশলের উন্নয়নের গবেষক ও বিশেষজ্ঞ ডক্টর গোল্ডম্যান এক প্রবন্ধে* যুক্তরাষ্ট্রের টেক্‌নলজিতে পিছিয়ে পড়া সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। যেটুকু পিছিয়ে পড়া হয়েছে তা সংশোধন করার জন্য যা যা করা দরকার তার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেছেন: "Finally, all this will come to naught if there is not established market for the product সর্বশেষে এসব ব্যবস্থাই নিস্ফল হবে যদি উৎপন্ন পণ্যটির জন্য বাঁধা বাজার না পাওয়া যায়।" অথচ আজকের দিনে ধনতন্ত্রের এই বাজার পাওয়াই প্রধান সমস্যা। এই জন্যই ধনতন্ত্রের দেশে দেশে বিশেষ করে যুক্ত-

*১৯৭২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখের আমেরিকার সায়েন্স পত্রিকায় প্রকাশিত এবং এখানকার 'সায়েন্স টুডে' পত্রিকায় নভেম্বর সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।

রাষ্ট্রে সঙ্কট। বিকাশের এই প্রধান অন্তরায় দূর করার ক্ষমতা ধনতন্ত্রের নেই। অবাধ বিকাশের পথ খোলা সমাজতন্ত্রে। সেক্ষেত্রেও কমিউনিজমে উত্তরণের পথে সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক হতে গেলে পরিকল্পিত ভাবে পলিটেকনিক বা সার্বিক কৌশল শেখানোর ব্যবস্থা করে মানুষকে সবরকম পরিবর্তনের উপযোগী করতে হবে। স্ট্যালিন এবিষয়ে যা করণীয় তাঁর শেষ পুস্তিকায় তা আলোচনা করেছেন এবং তা উপরে দ্বিতীয় প্রবন্ধের শেষে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশে সমাজতন্ত্রের দেশে দেশে চলছে শিক্ষার মহা-উদ্যোগ। সমাজতন্ত্রের সমাজে অন্যান্য উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়েছে শিক্ষার অবাধ বিকাশের সুযোগ এবং সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার। আজ বিরোধী সমাজের মানুষকেও চমৎকৃত হয়ে দেখতে হচ্ছে—যদিচ তা সত্ত্বেও টিপ্পনি দিতে কেউ কসুর করে না।

শিক্ষা, পার্টি ও ভিয়েতনামের বিপ্লব

হালে দক্ষিণ ভিয়েতনামে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার শাসিত এলাকায় ঘুরে এসে এক মার্কিন সাংবাদিক এই যুদ্ধ এবং বোমাবর্ষণের মাঝেও দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী জনসাধারণ ও সরকারের শিক্ষার উদ্যমের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন: যেদিকেই গেছি দেখেছি "স্বাধীনতা ও মুক্তির চেয়ে বেশী মূল্যবান কোনও কিছু নেই" হো-চি-মিনের এই বাণী লেখা ব্যাজ পরে—স্কুলের ছেলেমেয়ে। বোঝাই গেল অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য বিশেষ উদ্যম নিয়ে যাচ্ছেন। "It was obvious that PRG was making special efforts in health and education. A common sight was a group of school children wearing badges quoting Ho Chi Minh: 'Nothing is more precious than independence and freedom."* এ উদ্যম তাঁদের আজকের নয়। মহান নেতা হো-চি মিনের নেতৃত্বে দেশের শ্রমিক কৃষকের মধ্যে সাক্ষরতা ও শিক্ষার প্রসারের জন্য বিশেষ উদ্যোগ বরাবরই তাঁদের সংগ্রামের কার্যসূচীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ থেকেছে। "১৯৩০ সালের মে মাসের ইন্দোচীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে (কেন্দ্রীয় ভিয়েতনামের) ন্‌ঘে আন এবং হা কিন্‌হ্‌ প্রদেশের অনেক অঞ্চলে বিপ্লবী ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হলো। একেবারে আরম্ভ

*"A visit in Viet Cong country',—Newsweek, 21st May, 1973.

থেকেই চাষী মজুরের এই সরকার, সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী সরকার যা মাত্র এক বছর টিকেছিল, যে-সব গ্রাম তাঁদের দখলে ছিল, সেই সব গ্রামে স্কুল খোলেন। ১৯৩০ সালের অক্টোবর মাসে গৃহীত পার্টির কর্মসূচী শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নের কাজের উপর এবং নিরক্ষরতা ও জ্ঞান-বিরোধী-সাংস্কৃতিক-কুয়াশাচ্ছন্নতার (olscurantism এর) বিরুদ্ধে সংগ্রামের উপর জোর দিয়েছিল। এও ঘটেছিল এমন এক দেশে যার শতকরা ৯৫ জন মানুষকে ঔপনিবেশিক সরকার অজ্ঞানতার মধ্যে রেখে দিয়েছিল। পার্টির শৃঙ্খলার নির্দেশ ছিল যে প্রতিজন জঙ্গী কর্মী শ্রমিকদের অক্ষর পরিচয় করানো এবং তাঁদের রাজনৈতিক চেতনাকে আরও উঁচুতে তোলার জন্য তাঁদের সাংস্কৃতিক মান উন্নত করার চেষ্টা করবেন। ঐ কাজকে তাঁর (অর্থাৎ ঐ জঙ্গী কর্মীর) নিজেকে প্রলেতারিয়েতে পরিণত করার কাজের মধ্যে তিনি গণ্য করবেন। ১৯৩৬ সালে ফ্রান্সে পপুলার ফ্রন্টের হাতে সরকার আসার ফলে আইন সঙ্গত ধারায় কাজের সুবিধা হলো। পার্টি তখন রোমান অক্ষরে জাতীয় ভাষায় লিপিকে জনপ্রিয় করার জন্য সংস্থা গঠন উৎসাহিত করলো। নিরক্ষরতা বিরোধী ক্লাস নেওয়া হতো। উৎসাহী তরুণ বুদ্ধিজীবী এবং সরকারী কর্মচারীদের পরিচালিত এইসব ক্লাস শহরে ও নগরে বেশ বেড়ে যেতে লাগলো। তাঁরা একটা যুক্তিসঙ্গত (rational) এবং দ্রুত শিক্ষার নিয়ম বার করলেন। ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসের বিপ্লবের পর এগুলিই 'জনগণের শিক্ষা' আন্দোলন ও সংগঠনের ভিত্তি হলো।…১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলো…। ঔপনিবেশিকরা বিপ্লবী আন্দোলনকে বর্বরভাবে দমন করলো। ১৯৪১ সালে হো-চি-মিনের নেতৃত্বে ভিয়েতমিন ফ্রন্ট তৈরী হলো।…এই ফ্রন্টের কাজ হলো মুক্তিবাহিনী গঠন করার ব্যবস্থা করা এবং স্থানীয় অভ্যুত্থান মাধ্যমে সাধারণ অভ্যুত্থানের চেষ্টা করা। এর সঙ্গে ভিয়েতমিনের কর্মসূচীতে থাকলো নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, জনগণের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন, জাতীয় সংস্কৃতির এবং শিক্ষার উন্নতির জন্য মাতৃভাষার ব্যবহার। ১৯৪৩ সালে ভিয়েতনামের সংস্কৃতি বিষয়ে পার্টির থিসিস নিরক্ষরতা দূর করার জরুরী তাগিদের কথা তুলে ধরেছিল। বিপ্লবী কেন্দ্র ও মুক্ত এলাকাগুলির মধ্যে নিরক্ষরতা-বিরোধী ক্লাস গড়ে উঠলো। চীনের সীমান্তের নিকটে কাও বাং প্রদেশে পাক বো নামে এক গুহা আছে। এই গুহাই দেশে ফেরার পর হো-চি-মিনের হেড কোয়ার্টার হলো। এখানে হো-চি-মিন রাজনৈতিক

কর্মীদের ট্রেনিং দিতেন। তিনি বিশেষ করে কর্মীদের রোমান অক্ষর দ্রুত শেখানোর পদ্ধতি আয়ত্ত করিয়ে দিতেন…। ১৯৪৫ সালের আগস্টের বিপ্লবের পর ভিয়েতনামের শিশু সাধারণতন্ত্রকে অনেক কষ্টের সম্মুখীন হতে হলো। ফ্রাঙ্কো-জাপানী নীতির ফলে দুর্ভিক্ষ হলো, বিশ লক্ষ লোক মারা গেল। ফরাসীরা আবার ফিরে আসার ব্যবস্থা করছিল। শতকরা ৯৫ জন দেশের মানুষ ছিল নিরক্ষর। হো-চি-মিন সমগ্র জাতিকে তিনটি সংগ্রামের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করলেন—সে তিনটি হচ্ছে দুর্ভিক্ষ, অজ্ঞানতা ও বিদেশী আগ্রাসন। এই তিনটি অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে একসঙ্গে যুক্ত। অজ্ঞানতা জাতির সব চেয়ে বিপদজনক শত্রুদের অন্যতম একটি বলে বিবেচিত হতো। 'স্বাধীনতা' ঘোষণার ছয় দিন পর ১৯৪৫ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর হো-চি-মিন একটি ডিক্রীর দ্বারা জনগণের শিক্ষার (পপুলার এডুকেশনের) একটা দপ্তর স্থাপন করলেন…"*

ভিয়েতনামের মুক্তি যোদ্ধা ও তাঁদের মহান নেতার আগুপ্রান্ত কার্যক্রম থেকেছে শিক্ষা।

শিক্ষার নীতি

জ্ঞান চর্চা ও শিক্ষায় ভিয়েতনামের অতীত ঐতিহ্যও কম নয়। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে তাঁদের শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা বিষয়ক ইতিহাস পাওয়া যায়। বিরতিহীন অগ্রগতি চলতে থাকে আর তার লিখিত ইতিহাসও রয়েছে। খ্রীষ্টাব্দ দশম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী এ বিষয়ে অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। ১৮৬০ সালে ফরাসী আক্রমনকারী বাহিনীর একজন সেনানী লিখেছেন তাঁরা দেখলেন এমন এক জাতি যাঁরা শিক্ষার জন্য খুবই আগ্রহী এবং শিক্ষিত জ্ঞানবানদের প্রতি শ্রদ্ধাভাজন।

এসব ইতিহাস সত্ত্বেও আজকের প্রয়োজনের পরিমানে তা যথেষ্ট নয়। ভিয়েতনামের মহান বিপ্লবী দল তাও বুঝলেন এবং উপযোগী ব্যবস্থা রচনার দিকে সচেষ্ট হলেন।

কিন্তু শিক্ষার আন্দোলন ও কার্য্যক্রম যাই হোক তাকে কাজে পরিণত করার শক্তি আসলো কোথা থেকে? অনুপ্রেরণাই বা রূপ নিল কিভাবে? তাঁরা বলছেন: "আমাদের দেশ এক জাতীয় ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী এবং ঔপনিবেশিক আধিপত্য থেকে নিজেকে মুক্ত

*"জেনারেল এডুকেশন ইন দি ডি-আর-ভি-এন।" সম্পাদক: নগুয়েন খাক ভিয়েন।

করছে। সঙ্গে সঙ্গে গভীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।" তাঁরা বলেন এই বিপ্লবই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের ও রূপায়ণের শক্তি যোগায়। "এই বিপ্লব না হলে আমাদের পক্ষে বাস্তব এবং টেকনিকাল দুঃসাধ্যতা অতিক্রম করা সম্ভব হতো না, শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের কাজে নির্দ্দিষ্ট এবং যথোপযোগী মূল আধেয়, মূল চরিত্র দিতে পারত না।"

শিক্ষকগণ বীরত্বের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। যুদ্ধের মধ্যেও বিপ্লব ও যুদ্ধের সর্ব প্রকার ঝুঁকি নিয়েও তাঁরা শিক্ষার কাজ করে যাচ্ছিলেন। তবু চিরা-চরিত পশ্চাৎপদতার চাপ এসেই পড়তো। "বীরত্ব এবং দেশভক্তি সত্ত্বেও পুরোনো মতবাদ-সমূহ শিক্ষা সম্বন্ধীয় ধ্যান ধারণাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।" শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো চলছিল পুরোনো রকমের। "ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক—এইভাবে কাঠামো ছিল। এর অবিকল সঙ্গতি ছিল সমাজের শ্রেণীভেদের সঙ্গে। আমরা এর বদলে করলাম একটাই নয় বৎসরের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা।"

শিক্ষকগণের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজনীয় রূপান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো। তা ছাড়া যুব সংঘ এবং ট্রেড ইউনিয়ন সমূহও এই কাজে লেগে পড়লেন। নিরক্ষরতা দূর করার অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে যারা কিছুটা লেখাপড়া জানে তাদের জন্য পরিপূরক শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো। অর্থাৎ সবরকমের বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচী গৃহীত হলো।

"১৯৬০ সালের পার্টি কংগ্রেসের পর শিক্ষার দিকস্থিতি সমাজতান্ত্রিক দিকস্থিতি হিসাবে পরিষ্কার করে, নির্দ্দিষ্ট করে, নির্দ্ধারিত হলো।" ১৯৬৫ সালে স্কুলে ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ালো দশ বৎসর আগের তিনগুণ।

এলো আমেরিকার আগ্রাসন। অনেক স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ধ্বংস হলো। অনেক ছাত্র ও শিক্ষক হয় নিহত কিংবা আহত হলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছাত্র সংখ্যা প্রতি বৎসর পাঁচ লাখ করে বেড়ে যেতে লাগলো। কারণ, যুদ্ধ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে পার্টি এবং সরকার পরিষ্কার নির্দেশ দিলেন, দুর্ভোগ যাই হোক, সব কিছু সহ্য করেও শিক্ষার উন্নতিকে আগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। জনগণও শিক্ষাকে বিপ্লবের অন্যতম মূল্যবান সুফল হিসেবে বুঝে উৎসাহের সঙ্গে সাড়া দিলেন। অমিতবিক্রমে শত্রুর মুকাবিলা করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সমরূপ বীরত্বের সঙ্গে আক্রান্ত গ্রাম, শহর, জনপদে শিক্ষার কার্য্যক্রম এগিয়ে

নিয়ে চললেন। অদম্য সাহসে এবং অতুলনীয় আত্মত্যাগে শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রী শত্রুর উদ্দেশ্যকে পরাস্ত করে শিক্ষার অগ্রগতি অব্যাহত রাখলেন।

তাঁদের সমস্যাও অভূতপূর্ব, সমাজতন্ত্রের দেশেও দেশের আকার ও জনসংখ্যার অনুপাতে, এমন বিরাটাকারে এতো নিরবিচ্ছিন্ন প্রতিকূলতায় যুগপৎ এতো সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে থাকেনি। ছোট ছোট আকারে প্রশ্নগুলো উপস্থিত হলেও সদা সর্বদা শত্রুর আক্রান্ত অবস্থায় প্রত্যেকটির মধ্যে জড়িয়ে থাকে নানান আরও সমস্যা। স্কুল একজায়গায় হবার জো নেই। ছড়িয়ে রাখতে হবে। শিক্ষক ছাত্রদের বাঁচাতে চেষ্টা করতে হবে আবার শিক্ষার কাজও এগিয়ে নিতে হবে। আধবেলা কাজ দিতে হবে। শিক্ষার জন্যই দিতে হবে। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক শ্রমের শিক্ষা, শিল্প ও দৃষ্টিকর্মের শিক্ষা তার ব্যবস্থা চাই। কিন্তু এই আধবেলা কাজ কি কাজ হবে? শান্তির মধ্যে অবিচ্ছিন্ন ধারায় ব্যবস্থা করা যায়। সে সুযোগ নেই। যেরূপ অবস্থা তার মধ্যেই করতে হবে। এই ধরণের সব সমস্যা দেখা দেয়। নিরন্তর একটা টেনশান্ (tension) থাকে। কিন্তু বিপ্লবের নায়করা বলছেন: "এই টেনশানই কাজের এবং সৃষ্টিশীলতার অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা দেয়।" তাঁদের সার্কুলারগুলিতে স্কুলের কাজ আর ব্যবস্থাপনার যা নির্দেশ আছে তা দেখলে অবাক হতে হয়। যেমন, একটি সার্কুলারে বলা হচ্ছে প্রতিটি মাধ্যমিক স্কুলে ল্যাবরেটারি থাকতে হবে। ল্যাবরেটারির টেকনিক্যাল যন্ত্রপাতি সাজসজ্জা দেশেই তৈরী করতে হবে। যা এখন বিভিন্ন স্কুলে আছে তা ভালভাবে বণ্টন করে নিতে হবে। যা দেশে তৈরী করা যায় না তার ক্ষেত্রে পুরাতন সারিয়ে নিয়ে কাজে লাগাতে হবে। ১৯৬৮ সালের ১১ই এপ্রিল একটি নির্দেশে বলা হচ্ছে বিদেশী ভাষা শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে। সমাজতন্ত্রের দেশের ভাষার মধ্যে রুশ ভাষা ও চীনা ভাষাকে গুরুত্ব দিতে হবে আর পশ্চিমের ভাষার ক্ষেত্রে ইংরাজি এবং ফরাসীর উপর। অন্যান্য ভাষার কথাও বলা হয়েছে। মাধ্যমিক স্কুলে অন্ততঃ দুইটি বিদেশী ভাষা শেখাতে হবে। লক্ষ্য করার বিষয় এসব নির্দেশই লড়াই চলার কালে। এ সম্ভব হচ্ছে কেবল এই জন্যই যে শিক্ষার কর্মসূচী বিপ্লবের সঙ্গে, যুদ্ধের সঙ্গে দৈনন্দিন কাজের সঙ্গে, শিল্পের ও চাষের কাজের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত; চলমান জীবনের সঙ্গে ঐ শিক্ষার রয়েছে জীবন্ত যোগাযোগ।

চীনের দৃষ্টান্ত

চীনেও আমরা দেখেছি অনুরূপ শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদনের কাজের যোগ-সাধন। "পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজ এই রীতি সাধারণ স্কুলে পড়ার সঙ্গে উৎপাদনের কাজকে যুক্ত করে। দৈহিক শ্রমকে খাটো করে দেখার ঐতিহ্যকে এই পদ্ধতিতে ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং সামাজিক আবহাওয়ার উপরেও এর ভাল প্রভাব হয়। (লু টিং ই, "শিক্ষাকে শ্রমের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে" যারা মুখে সার্বিক উন্নয়ন বলে কার্য্যতঃ সঙ্কীর্ণ অর্থেই সেই শব্দ ব্যবহার করে তাদের উল্লেখ করে লেখক বলছেন :

"আমরা কমিউনিষ্টরা সার্বিক উন্নয়নের সম্পূর্ণ আলাদা অর্থ করি। সার্বিক উন্নয়নের মূল হচ্ছে এই যে ছাত্ররা যেন ব্যাপকতর জ্ঞান লাভ করে আর তারা নানান কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করে। এঙ্গেল্‌সের ভাষায় 'তারা যেন এমন গুণ সম্পন্ন হয় যে পর পর সমাজের দরকার মতো বা নিজেদের ইচ্ছামতো উৎপাদনের এক শাখা থেকে আর এক শাখায় সহজেই যেতে পারে।' আমরা মনে করি যাঁরা শ্রমিক তাঁদের যেন নানান রকম শিল্পের কাজের যোগ্যতা থাকে, যাঁরা কৃষক তাঁদের নানান রকম চাষের কাজের যোগ্যতা থাকে আবার এও মনে করি যে এর সঙ্গে শ্রমিককেও কৃষক হতে হবে আবার কৃষককেও শ্রমিক হতে হবে। আমরা মনে করি যাঁরা বেসামরিক কাজে নিযুক্ত আছেন তাঁদের সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হবে এবং অবসর প্রাপ্ত সেনাবাহিনীর মানুষদের উৎপাদনের কাজে যেতে হবে। আমরা মনে করি পার্টির কর্মীদের দৈহিক শ্রমের কাজ করতে হবে এবং যাঁরা উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত আছেন তাঁদের প্রশাসনের কাজে অংশ গ্রহণ করতে হবে। এই সমস্ত প্রস্তাব ক্রমে ক্রমে কার্য্যকরী হচ্ছে। এই ধরণের সে সব ব্যবস্থায় শ্রমবিভাগ এবং কাজের পরিবর্ত্তন উভয়েরই অবকাশ থাকে তা সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খায়। ধনতন্ত্রের শ্রমবিভাগের চেয়ে তা বেশী যুক্তিসঙ্গত। এইরূপ পদ্ধতিতে শুধু উৎপাদন বেশী হয় তা নয়। এতে রাষ্ট্রকে উৎপাদনের শক্তি সমূহের যুক্তি-সঙ্গত অদল বদল, এক জায়গা থেকে সরিয়ে আর এক জায়গায় লাগানো, প্রয়োজন মতো খাপ খাওয়ানো ইত্যাদি ব্যাপারে সমাজের প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবস্থা করার সুযোগ দেয়। হঠাৎ পরিবর্ত্তনের তাগিদে একটা গুরুতর ওলট-পালট না করে সরলভাবে সমাজের প্রয়োজনানুযায়ী রীতি গ্রহণ করার উপায় রাষ্ট্রের থাকে।

শিল্পে ও চাষে আমাদের অগ্রগতি একটা অবস্থায় আমাদের পৌঁছে দিয়েছে। এখনই এমন অবস্থা হয়ে গেছে যে উৎপাদনের এক শাখা থেকে আর এক শাখায় কর্মীদের বদলি করতে হচ্ছে। যে-জিনিস তাঁরা উৎপাদন করেছিলেন, তার পরিমাণ সমাজে বর্তমান সর্বোচ্চ যে চাহিদা আছে তার সমান হলে বা সে-চাহিদা ছাড়িয়ে বাকী কিছু উদ্বৃত্ত হলে অগত্যা অন্য জিনিস উৎপাদনের কাজে যেতে হয়। এরূপ বদলির অবকাশ না থাকলে জনগণের চাহিদা মেটানোতে, সমাজের উৎপাদিকা শক্তি বাড়ানোতে এবং বিরতিহীনভাবে জনগণের মানের উন্নয়ন করতে বিফল হতে হবে। আমাদের শিক্ষা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থা ঐরকম বদলির জন্য যেন ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়। শিক্ষা যেন ছাত্রদের ব্যাপকজ্ঞান অর্জনে সার্থক করে। কিন্তু কতটা ব্যাপক হবে তা নির্ভর করবে নির্দ্দিষ্ট বাস্তব ও মানসিক অবস্থার উপর। কমিউনিস্ট-সমাজ ভবিষ্যতে একদিন সম্পূর্ণ সুগঠিত হবে, আর উন্নত ও অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক হবে. মানুষকে তখন নানান রকমের কাজেই দক্ষ করা যাবে। কতকগুলি বিশেষ নির্বাচিত কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা অনেক রকমের পেশার কাজ হাতে নেবার ক্ষমতা রাখবেন। এটাই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য। আমাদের সেই লক্ষ্যের দিকে এগোতে হবে।"

বিপ্লবের গোড়া থেকেই মার্কসবাদের এই মৌলিক শিক্ষায় চীনের কমিউনিস্ট পার্টি অনুপ্রাণিত। ল্যাবরেটারিতে ইনসুলিনের সংশ্লেষণ, আণবিক বোমা আবিষ্কার কমপিউটার তৈরী করায় বা আন্তর্দেশীয় ক্ষেপনাস্ত্রতে চীনের অগ্রগতির টুকরো টুকরো সংবাদে বুর্জোয়া জগতের অজ্ঞ-পণ্ডিতরা চমকে-চমকে ওঠে। এ কোনও নির্বাচিত সঙ্কীর্ণ পথে অগ্রগতি নয়, শুধু একটি মাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশেও নয়, সমাজতন্ত্রের দেশে দেশে জীবনের সর্বব্যাপী প্রশস্ত ক্ষেত্রে মার্কসবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ মানুষকে রকেটের গতিতেই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এর উপলব্ধি বুর্জোয়া পণ্ডিতদের হয় না।

পরিশিষ্ট ক

উপরে ৫৭-৫৮ পৃষ্ঠায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতি নির্দেশের কথা তুলেছি এবং অধ্যাপক টাউজিগের একটি বক্তব্যেরও উল্লেখ করেছি। তাঁর বক্তব্য সামান্য অংশে উদ্ধৃতও করেছি। এখানে বিস্তৃত উদ্ধৃত করছি। সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কীয় তত্ত্ব অর্থনীতির ছাত্রদের কাছে সুপরিচিত। কিন্তু অন্যদের বোঝার সুবিধার জন্য অপেক্ষাতর বিস্তৃত ভাবে উপস্থিত করছি এবং কিছু আলোচনা করছি।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিষয়ে আলোচনায় বিভিন্ন দেশের মধ্যে পণ্য আদান-প্রদানের প্রতি মনোযোগ দিলেই প্রশ্ন ওঠে এক দেশের পণ্য আর একদেশে যায় কেন বা এক দেশ থেকে আর এক দেশে কোনও বিশেষ পণ্য নেওয়া হয় কেন? (এখানে আমাদের কলেজ পাঠ্য অর্থনীতির ব্যাখ্যা হলেই চলবে।) উপরোক্ত আদান-প্রদানের "কারণ পাওয়া যায় আপেক্ষিক সুবিধা বা ব্যয়ের নীতির (Principle of comparative advantage or cost এর) মধ্যে। এই নীতি অনুসারে যে-দেশের যে-দ্রব্য উৎপাদনে আপেক্ষিক দক্ষতা (comparative advantage) অধিক সেই দেশ সেই দ্রব্য উৎপাদন ও রপ্তানি করিলে এবং যে-দ্রব্য উৎপাদনে উহার আপেক্ষিক দক্ষতা সর্ব্বাপেক্ষা কম সেই দ্রব্য অন্য দেশ হইতে আমদানী করিলেই লাভবান হইবে।" (অর্থবিদ্যার ভূমিকা, অরুণ সেন)

শিল্পে অগ্রসর দেশের অর্থনীতিবিদ, ও সরকারী প্রবক্তা, যেমন, ধরুন ইংলণ্ডের অর্থনীতিবিদ ও সরকারী প্রবক্তারা তাঁদের দেশে প্রথম শিল্প প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে যে সুবিধাগুলি বর্ত্তমান ছিল সেগুলিকে যেন প্রকৃতিগত আপেক্ষিক দক্ষতা বলে দাবি করতেন। সাধারনতঃ কৃষি উৎপাদনকারী দেশ সমূহকে—যেমন উপনিবেশ ছাড়াও উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের আমেরিকা কিংবা রাশিয়াকে—তাঁরা উৎপাদনের চরিত্রে পরিবর্ত্তন না এনে শুধু কৃষি উৎপাদনেই নিযুক্ত থাকতে উপদেশ দিতেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, এইভাবে কৃষি উৎপাদন করে ইংলণ্ডের কারখানায় প্রস্তুত অন্যান্য পণ্য কেনাই তাঁদের পক্ষে সুবিধা।

(উপনিবেশের ক্ষেত্রেও ঐ একই যুক্তি বলা হতো কিন্তু সে-ক্ষেত্রে, যেমন ভারতের ক্ষেত্রে, যুক্তির তো প্রয়োজন ছিল না—শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমেই স্বৈরাচারী চাপ দ্বারাই কাজ উসুল হতো।)

এর বিরুদ্ধে জারমানি আমেরিকা প্রভৃতিতে সেখানকার শিল্পপতিরা ইংলণ্ডের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবার জন্য যথোপযোগী শিক্ষা, ট্রেনিং ইত্যাদির মাধ্যমে দক্ষ শ্রমিক এবং লোকবল (ম্যান পাওয়ার) তৈরী করে প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়ে দিল যে এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের কমবেশী দক্ষতার আনুপাতিক সম্পর্ক চিরস্থায়ী কোনও ব্যাপার নয়। (প্রাকৃতিক সুযোগ সুবিধার তরিতফাতও অনতিক্রম্য নয়। এক দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেই এর নিদর্শন পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে কারখানায় যন্ত্রপাতি প্রযুক্ত হওয়ার পর এক সময় নদীর জলস্রোতকে চালিকাশক্তি হিসেবে কাজে লাগানো হয়েছিল। এর ফলে যে-এলাকায় ঐরূপ প্রাকৃতিক সুযোগ ছিল সেই এলাকাতেই শিল্প প্রসার হলো। কিন্তু বাষ্পীয় কল 'স্টীম ইঞ্জিন' উদ্ভাবিত হবার পর এবং তার চালিকাশক্তি কাজে লাগানোর উপায় উদ্ভাবনের পর উক্ত প্রকৃতিগত সুবিধার আর মূল্য রইলো না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এর প্রচুর নিদর্শন আছে। যতদিন সংশ্লেষিত নীল তৈরী হয়নি, ততদিন ভারতের নীল বিশ্বের বাজারে একটা স্থান দখল করেছিল। ভারত উপনিবেশ থাকার ফলে এর জন্য নিদারুণ দুর্ভোগও ভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু ইউরোপে সংশ্লেষণে নীল তৈরীর পদ্ধতি উদ্ভাবিত হবার পর ভারতের নীলের কোনও প্রয়োজনই রইলো না।) যাই হোক, যথোপযোগী নীতি গ্রহণ করে দক্ষতা যে অর্জন করা যায় অধ্যাপক টাউজিগ তারই এক বিশেষ নিদর্শন উপস্থিত করেছেন। পাঠক লক্ষ্য করবেন যথোপযোগী শিক্ষা ও ট্রেনিং-এর ব্যবস্থাই এই নীতির অপরিহার্য্য অংশ। নীচে অধ্যাপক টাউজিগের বক্তব্য ইংরাজীতে আরও বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করলাম :—

"...While International trade is not likely to modify the alignment of grades within a country, peculiarities in that alignment may affect international trade. I will call attention to one or two instances in which this sort of influence seems to have appeared, departing for the moment from the general plan of this book under which illustration and verification have been relegated to the later chapters.

The first illustration comes from the history and position

of the chemical industry of Germany. I speak of the situation as it was of 1914—18; what happened in Germany in the years immediately after the war is too confused for the illustration of the forces ordinarily at work in international trade. Before 1914, as is well known, chemical industries and especially those yielding highly elaborated coal tar products, were more successfully carried on in Germany than in any other country. Coal tar dyes and drugs were supplied to England and the United States from Germany; the domestic output in these countries was negligible. Other countries also were supplied by German imports, though not as preponderately as the two English speaking countries. The Germans evidently had some advantage in making these things. A comparative advantage? Certainly not of a natural (physical) sort. It arose largely from the plenty and the especial cheapness of a particular kind of labour that of chemists and chemists' skilled assistants. Germany had a learned proletariat. The excellence and easy access of technological education and the powerful social forces which attracted large numbers from the middle classes into the learned professions brought about a large supply at a low remuneration of highly trained chemists. Similar excellence of intermediate education supplied to them officers—a capable non-commissioned staff (to use a military analogy) there was a supply of exact careful assistants and workmen also paid at rates low in comparison to those of other countries......The special cheapness of the types of labour needed to an unusual degree in the industry served to give it a comparative advantage—that is, an advantage in the pecuniary terms which are decisive in the markets. And the advantage doubtless was not confined to the coal tar and other chemical industries. It was probably general. It appeared in scientific industries of other kinds, such as for example the making of optical instruments, surgicai instruments, laboratory appratus. Not one industry only but a considerable number of German industries similar in character were given a place of their own

in international trade because of the special position in Germany of the grade of labours needed for their products. ··" (International Trade by F. W. Taussig, Henry Lee Professor of Economics, Harvard Uuiversity, Pages 57-58, 1927 Macmillan American edition)

অবশ্য উদ্ধৃত বক্তব্যে শ্রমিক সস্তা হওয়া ইত্যাদির উল্লেখ আছে। এটি পৃথক বিষয়। এখানে আমরা যে-বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সেটা হচ্ছে এই যে কাজে লাগার অনুকূল অবস্থা যুগিয়ে দিয়ে শিক্ষাকেও শিল্প উন্নয়ণের একটা 'লিভার' (উত্তোলন যন্ত্র) করা যায় এবং একসময় বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক সমাজেও সার্থকতার সঙ্গে তা করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট খ

নীচে কতকগুলি উদ্ধৃতি দেওয়া গেল যা এই বই-এ সংগৃহীত লেখাগুলির কোনও কোনও অংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিংবা কোনও কোনও অংশের উপর আলোকপাত করে। ইংরেজদের এডুকেশান কমিশান, হানটার কমিশান (১৮৮২) ও স্যাডলার কমিশান (১৯১৭) হতে নেওয়া উদ্ধৃতিগুলিতে তাদের নিজেদের দায়িত্ব অস্বীকারের এবং তাদেরই পৃষ্ঠপোষিত ও লালিত বিভেদ ও বিদ্বেষের প্ররোচনা যোগাবার প্রয়াস আছে। কিন্তু যুগ যুগ ধরে প্রচলিত দেশের মানুষে মানুষে ব্যবধান, শোষণ ও নিপীড়ন তাদের সহায়ক হয়েছে—এতেও তো সন্দেহ নেই। শত্রু কর্তৃক আমাদের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণের চেষ্টার পরিচয় আমাদের নিজেদের ইতিহাসের বিচারে সাহায্য হয়।

(১) অক্ষয় কুমার দত্ত

"ইহা সুপ্রসিদ্ধ আছে যে বাঙলা দেশের উর্বরা ভূমিই অত্রত্য লোকের প্রধান উপজীবিকা। ভূমিই আমাদের মূলধন এবং কৃষকেরাই আমাদের প্রতিপালক। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়। যাহারা এমন হিতৈষী···তাহাদের এমন দুর্দশা দেখিয়া হৃদয় ব্যাকুল হয়। তাহারা ভুবন প্রতিপালক হইয়াও, আপনাদের উদরান্ন আহরণে সমর্থ হয় না; এক দিবসও নিরুদ্বেগে সুখে যাপন করতে পারে না। ইহার কারণ অতি ভয়ানক, এবং তাহার অনুসন্ধান করাও

যন্ত্রণাজনক মানুষের বিষ পূরিত চিত্ত—তাহার দুর্নিবার লোভ রিপুর বশীভূত হয়েন, তখন পরপীড়া প্রদান বিষয়ে অরণ্যের হিংস্র জন্তুও তাঁহার নিকট পরাভব মানে। "যে রক্ষক সেই ভক্ষক" এই প্রবাদ বুঝি বাঙলার ভূস্বামীদের দ্বারাই সূচিত হইয়া থাকিবে। তিনি কি কেবল নির্দিষ্ট রাজস্ব সংগৃহীত করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন? তিনি ছলে বলে কৌশলে তাহাদের যথা সর্বস্ব হরণে একাগ্র চিত্তে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকেন।···তিনি ন্যায্য রাজস্ব ভিন্ন বাটা, যথাকালে অনাদায়ী রাজস্বের নিয়মাতিরিক্ত বৃদ্ধি, বাটার বৃদ্ধি, আগমনী, পার্বণী, হিসাবানা প্রভৃতি অশেষ প্রকার উপলক্ষ করিয়া ক্রমাগতই প্রজা-নিপীড়ন করিয়া থাকেন। অনেকানেক ভূস্বামী অনাদায়ী ঋণের চতুর্থাংশ বৃদ্ধিস্বরূপ গ্রহণ করেন। প্রতি খাতে পঁচিশ টাকা করিয়া বৃদ্ধি।...হায় কোন দেশীয় প্রজার নিজ শরীরও স্বায়ত্ত নহে, তাহারা গলদঘর্ম কলেবরে সমস্ত দিবস ভূস্বামীর কর্ম করিলে, উচিত বেতনের চতুর্থাংশ প্রাপ্ত হয় না। যে দিবস তাহারা ভূস্বামীর কাজে নিযুক্ত হয়, সে দিবস অতি অশুভ জ্ঞান করে; তদীয় সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র তাহাদের মুণ্ডে যেন বজ্রাঘাত হয়।..............................সেই অধীন দীন ব্যক্তিরা মনোমধ্যে কেবল অত্যাচার ধনক্ষয় ও অনাহারেরই আলোচনা করে—রজনীতে নায়েব, দারোগা, নালিশ দণ্ড এই সকল স্বপ্ন দেখে। সর্ব সন্তাপনাশিনী নিদ্রা ও তাহাদের উদ্বেগ দূরীকরণে সমর্থ নহে।···তাহাদের অনাহারে প্রাণ বিয়োগও অসম্ভব নহে···।"—অক্ষয় কুমার দত্ত, "পল্লী গ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা" শীর্ষক প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৭২ শক, বৈশাখ ও শ্রাবণ মাস।

° ° ° °

(২) Extract from the Report of the Sadler Commission 1917*

"......It is not yet from the agricultural classes any more than from the commercial and individual classes that the eager demand for educational opportunities has come, which has led to the remarkable results described above. The classes whose sons have filled to overflowing are the middle or the professional classes, commonly known as the *bhadralok*; and it is their needs and their traditions, which have more their any other cause dictated the character of the university development in Bengal. Many of the bhadraloks are Zemindars great or small or hold land under permanent tenure

* স্যার আশুতোষ মুখার্জীও এই কমিশনের সদস্য ছিলেন।

under Zemindars but they seldom cultivate their own lands, being content to draw an income from subletting, many, again, make a livlihood by lending money to the cultivators and the high rate of interest which they are thus able to obtain is often advanced as a reason why they have abstained from the precarions adventures of commerce.····· "

—Pages 26-28, Vol. 1, Sadler Commission Report.

(৩) Report of the Hunter Commission, 1882

Causes of Muhammedan backwordness :

"...*The practice among the well-to-do Muhammedans of educating their children at home*...the indolence and improvidence too common among them···*the unwillingness by the better born to associate with those lower in the social scale*... the coldness of the Government towards the race...the use in Govt. schools of books whose tone was hostile or scornful towards Muhammedan religion were put forward as causes by Muhammedans..."

(Emphasis mines—writer).

—Hunter Commission, Page 483.

(Cf. দশ বিশ বেরাদারে/বসিয়া বিচার করে/অনুদিন পড়য়ে কোরাণ।··· যত শিশু মুসলমান/তুলিল মক্তব স্থান/মখদম পড়ায় পঠনা।—কবিকঙ্কন চণ্ডী, প্রকাশকাল খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ।)

(৪) Heinrich Von Treitschke (1834-1896] German historian :

"..."As Trietschke, the great German apostle of blood and iron, said a few years back with a sneer : "*clerks of good family* are only found in India, if at all···"

—Prithwish Chandra Roy's Life of C.R. Das, Page 97.

(Cf, "bhadralok" in the extact from Sadler Commission Report and "better born" in the extract from Hunter Commission Report above. (Itarics mime—writer)

(৫) Acharya Sir P. C. Roy :

"When Dr. Johnson was asked what the effect of primogeniture was, he coolly replied, 'It had the merit of

perpetuating but one fool in the family.' But the law of inheritance among the Hindus and still more among the Muslims being more equitable leads to needless partition of ancestral property and hence any number of fools, idiots, and extravagant debauches are produced···"

—Acharya Sir Profulla Chandra Ray—"Life of a Bengali chemist" Page 22.

(৬) **Sir Henry Maine (1822-1888) English jurist :**

"Sir Henry Maine observed in his convocation address to the Calcutta University "The fact is that the founders of the University of Calcutta thought to create an aristocratic institution and inspite of themselves have created a popular institution...' (The other side of the medal—writer)—History of Bengal (1747-1905) edited by N. K. Sihna, Published by Calcutta University. First edition 1967. Page 449.

(৭) **Ward**

"In 1803 ward found that in Bengal almost all villages possessed schools for teaching reading, writing and elementary arithmetic, ..—Ibid page 569. (Quotes his book View of the the Hindus, Vol. I)

(৮) **G. A. Pendergast :**

I need hardly mention what every member of the Board knows as well as I do that there is hardly a village great or small throughout our territorries, in which there is not at least one school and in larger villages more ; many in every town and in large cities in every division ; where young natives are taught reading writing and arithmatic upon a system so economical from a handful of grains to a rupee per months the school master according to the ability of the parents and at the same time so simple and effectual that there is hardly a cultivator or petty dealer who is not competent to keep his own accounts with a degree of accuracy in my opinion beyond which we meet with amongst

the lower orders in out own country; whilst the dealers and bankers kept their books with a degree of ease, concise- ness and clearness I rather think fully equal to those of any British merchant.

—G. L. Pendergest, member of the Executive Council of the Governor of Bombay writing in 1821. Vide Indian Education in Parliamentary Papers by Anath Nath Basu.

(৯) A. D. Campbell

"...The economy with which children are taught to write in the native schools and the system by which the more advanced students are caused to teach the less advanced, and at the same time to confirm their own knowledge is certainly admirable *and well deserved the imitation it has received in England.* The chief defects in the native schools are the nature of the books and learning taught and the want of competent master..." A. D. Campbell, Collector of Bellary writing on August 17, 1827 to the President and members of the Board of Revenue, Fort St George, Ibid. (Emphasis mine. Vide page 28 of this book (bottom para) for reference to an instance of 'imitation' mentioned above Italics mine—writer).

(১০) Statistics from Adam's report

"....Burdwan with a population of 11, 87, 580 had altogether 931 schools (630 Bengali, 190 Sanskrit, 93 Persian, 11 Arabic 3 and English, 4 for girls) with 15,814 scholars including 175 girls studying in them......"

—Vide Bhagwan Dayal, Development of Modern Indian education.

(১১) Max-Muller

"......Max Muller on the strength of official documents and a missionary report concerning education in Bengal prior to the British occupation asserts that there were 80,000 native schools in Bengal or one for every 400..."(Ibid)

(১২) **Hunter Commissions Report**

"The Govt. of India warned the Commission that in providing for the extension of primary schools *the limitations upon the action of the government by financial consideration* should always be borne in mind... ..." (Emphasis—writer's).

—Hunter Commission Page 4.

(১৩) **Governor-General-in-Council**

"... ...More progress has up to the present time been made in high and middle than in Primary Education... ..."

Governor-general-in-Council appointing the Hunter Commission.

(A clear provocation and invidious attempt to pit primary education against secondary education while stress on primary education could easily have been made without a string at secondary education. Compare with emphasised portion in quotation under serial no 12 above).

(১৪) **Hunter Commission**

"... ...Bengal is now the only state in which no local rate for education exists... ..."—Hunter Commission Page 37.

"... ...By the beginning of the year 1871 all provinces of India except Bengal and Assam had created local rates for education by District and School Boards on purely local wants... ..."—Ibid Page 572.

(১৫) সংবাদ প্রভাকর

"......গভর্ণমেণ্ট একাল পর্যন্ত কেবল ভূমির উৎপন্নের অংশ গ্রহণ করিতেছেন কিন্তু কি উপায় দ্বারা তাহার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইতে পারে তাহার কিছু মাত্র চেষ্টা করেন নাই। যদি বলেন গভর্ণমেণ্ট ঐ ভার-জমিদারদিগের প্রতি সমর্পণ করিয়াছেন, এ দেশের ভূমির উৎপন্ন বৃদ্ধি হইলে জমিদাররা তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু জমিদারেরাও ঐ বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ করেন নাই ; তাঁহারা কেবল আপনাদিগের খাজনা বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইহাতে রাজ্যের পক্ষে

যে গুরুতর অনিষ্ট হইতেছে গভর্ণমেণ্ট তাহা সন্দর্শন করিয়াও কোনও উপায় করিতেছেন না……"

—সংবাদ প্রভাকর ৯-১২-১৮৯২

"……কৃষিকার্যের ভার বহুদিন হইতে মূর্খ, অজ্ঞ এবং দীন চাষাদিগের হস্তে রহিয়াছে। সুতরাং ইহার ক্রমিক কোন উন্নতি হইতেছে না। চাষারা জ্ঞানাভাবে, শিক্ষাভাবে এবং অর্থাভাবে কৃষিকার্যের কোনও উন্নতিই করিতে পারিতেছে না। তাহারা সেই মান্ধাতার আমলের অস্ত্র লইয়া সেই একইভাবে কৃষিকার্য করিয়া আসিতেছে। কিন্তু কৃতবিদ্য সমাজ যতদিন না এই কৃষিকার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন, ততদিন এই বিভাগের এরূপ অবস্থাই থাকিবে। বর্তমান কৃষকদিগের দ্বারা কৃষিকার্যের উন্নতি কোনক্রমে সম্ভবে না। আমাদের মতে কৃষিকার্যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ভদ্র সন্তানেরা যখন বর্তমান কৃষককুলকে নিজ নিজ অধীনে নিযুক্ত করিয়া বাহুল্যরূপে কৃষিকার্য আরম্ভ করিবেন তখন একদফা দেশের অনেক কৃতবিদ্যের অর্থ উপার্জনের উপায় হইবে এবং দেশের ধন বৃদ্ধি বর্তমান কৃষকদিগের দুরবস্থার দূর এবং কৃষি বিভাগের ক্রমোন্নতি হইতে থাকিবে……"—সংবাদ প্রভাকর, ২০।৬।১৮৮২

(মন্তব্য : কৃষকগণকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে ভদ্র সন্তানকে কৃষি শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব লক্ষ্যণীয়—লেখক)

(১৬) Macaulay : We do not at present aim at giving education directly to the lower classes···We aim at raising of an educated class which will, hereafter, as we hope, be the means of diffusing among their countrymen some portions of the knowledge we have imparted to them."—Quoted in Bliss Report, Page 10

(১৭) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর :—

"As the best if not the only practicable means of promoting education in Bengal, the Goverment should, in my humble opinion comfine itself to the education of the higher classes on a comprehensive scale. By educating one boy in a proper style the Government does more toward the real education of the people, than by teaching a hundred children mere reading, writing and a little arithmetic. To educate a whole people is

certainly very desirable, but this is a task which, it is doubtful whether any government can undertake or fulfill..."

—Letter of Vidyasagar to Lieutenant Governor (Grant) dated 29th September, 1859

(মন্তব্য : পশ্চাৎপদ কুসংস্কারগ্রস্ত দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা, উভয় শিক্ষার সবেরই প্রসার প্রয়োজন ছিল। ইংরাজ কাঁচামাল উৎপাদনের স্বার্থে কৃষকের প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ করতো। আবার উচ্চ শিক্ষার বেশী প্রসারে আতঙ্কও বোধ করতো। কৃষকের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের বিরুদ্ধে জমিদারদের বরাবরই সক্রিয় বিরোধিতা ছিল এবং এখনও আছে। দেশের অভ্যন্তরে বিভেদের সুযোগ নেওয়ার জন্য ইংরেজ প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের বিকল্প হিসাবে উপস্থিত করছিল। বিদ্যাসাগর মশায় উচ্চশিক্ষার সংকোচের আশঙ্কায় সেই বিরোধেরই আর এক দিক প্রবল করে বসলেন। শিক্ষা প্রসারের জন্য রেট প্রয়োগের প্রস্তাবে জমিদারের বিরোধিতা সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। উচ্চ শিক্ষার প্রসারের দাবির সঙ্গে সঙ্গে জমিদারদের উপর রেট প্রয়োগ মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের কথা বলার একটা রাস্তা ছিল।—লেখক)

(১৮) History of Bengal (1757—1905)

"The Hunter Commission recommended the closure of certain Govt. colleges······The policy of the Government gave rise to keen disaffection that was voiced farther by the Calcutta Students' Association founded by A. M. Bose 1876... The losing grip of Government in this sphere was apparent from the fact that only one-fourth of the total of 8,150 students were receiving education in Govt. colleges in 1902 while the corresponding proportion in 1881-82 had been nearly two-third.—Page 450, History of Bengal (1957-1905) edited by N. K. Sinha. Published by Calcutta University.

(১৯) Sadler Commission.

"The prepondrance and disproportionate advance of the secondary branch which the Commission (Hunter Commission) had deplored and hoped to cure was actually intensified between 1882 and 1902. What is more the growth of the higher type

of secondary schools was proportionately far greater than the growth of elementary types ; these was a decrease in the type of schools known as middle vernacular. (a drop in the latter from 65,000 in 1886 to 53,000 in 1902 while these was a rise in high English schools in Bengal from 209 in 1882 to 535 in 1902)—Page 54, Vol. 1, Sadler Commission.

(২০) G. K. Gokhale moved the following resolution in the Imperial Council is March 1910 :—

"That this Council recommends that a beginning should be made in the direction of making elementary education free and compulsory throughout and that a united commission of officials and non-officials be appointed at an early date to frame definite proposals."

The motion was withdrawn on an assurance from the Govt. that the demand would, be considered sympathetically."

(২১) **Extract from the Report of the Industrial Commission, 1916-18**

"Para 142, A factor which has tended in the past to delay the progress of industrial development has been the ignorance and conservatism of the uneducated workmen. The evidence tendered by employers was almost universally in favour of labour both skilled and unskilled that had at least received a primary education. This is given in countries with which India will have to compete and is a sine qua non in this country also, This (i. e providing education) is a duty which, we think rightly devolves on local anthorities and the Government......"

—Page 97, Report of the Industrial Commission 1916-18.

(২২) **Extract from the Report of the Fiscal Commission 1921-22.**

"Para 122. The Indian Industrial Commission pointed out that 'a factor which has tended in the past to delay the progress of the Indian industrial devolopment has been the ignorance and conservatism of the uneducated workmen' and

we wish to lay stress upon the indisputable truth of the statement. The quality of Indian labour can be raised by an improvement in the education of the labourer which will lead to a higher standard of intelligence and a higher standard of living. We feel that the type of primary education at present given in India is not always suitable to the development of efficient industrial population. We would suggest that the primary school curriculum should include some from of manual training and that the educational system should be devoted far more than at present to awakening of an interest in mechanical pursuits. If a more practical and industrial turn can be given to primary education, the difficulty to which we have already referred in regard to the supply of industrial labour would be likely to diminish.

—Para 122, Report of the Fiscal Commission 1921-22

(২৩) **Council debates on Bengal Rural Primary Education Bill: extracts from proceedings 5th August to 9th August, 1927 :—**

The first move originated from a resolution, moved on 19th August 1926. Maulvi Rajibuddin Tarafdar moved a resolution demanding immediate introduction of Primary Education. Surendra Nath Roy supported the resolution. Govt. proposed amendment suggesting substitution of "with as little delay" for "immediately" Resolution as ultimately passed was: "This council recommends to the Govt. that steps be taken with as little delay as possible for the inauguration of a system of free and compulsory primary education in Bengal."

The Bill was the Govts' response, whatever its character, to the said resolution.

The Congress spokesman rising "to oppose the motion for the consideration of the Bill and object to the principle underlying the Bill" says : "We are not prepared until other sources of *indirect taxaction* have been explored to burden ourselves with further taxation and a taxation one-fifth of which is to be paid *by poor agricultrists* and the entire amount of which are

to be paid into the public treasury by rent receivers big or small whether they are able to collect the rent from tenants or not,......Now, Sir, it is quite well known that life in the urban areas is much more stremous than *the simple life* in the rural areas and *there is no neceseitv to accentuate the intelligence of the boys and girls there*···" (Emphasis mine ; needless to add, by agriculturists, the speaker means the Zamindars—writer)

Shri J. L. Banerjee : "the select committee made a change, they altered the proportion from 4 and 1 to 3 and 2. (Govt. proposal was cess at the rate of 4 pice per rupee for tenants and 1 pice for Zamindars. The Select Committee altered it to 3 pice for tenants and 2 pice for Zemindars reducing by 1 pice the impost on the tenants share and passing it on to the Zemindar. Govt. again reverted to the former ratio. The speaker is here referring to that—Writer). But the Govts' love for the Zemindar is unbounded It has accepted every other suggestion of the Committee but so far as this most just and righteons proposal is concerned they have turned it down once again and have quietly gone back to the original proposal of 4 pice upon the tenant and 1 pice on the landlord. Some distinguished gentlemen of the Swaraj party (who should be nameless) have gone even further ; they have suggested that even this one pice upon the landlord is too much and that the whole cess must fall on the tenant. (Shri Nalini Ranjan Sarkar circulated a printed pamphlet to this effect—Writer). Yea, the whole burden must fall upon the tenant for have they not got backs which are sufficiently broad and, therefore, fit to be crushed whatever additional taxation may be going ?"

Shri J. M. Sengupta : It would be a very deplorable state of affairs in the province of Bengal if we have one policy followed with regard to education in urban areas and another followed by a different set of men in the rural areas in which case there would be two kinds of children growing up most probably with perfectly different and opposite mental outlook." (This deplorable state continues under Congress rule-writer).

Shri Ranjit Pal Chowdhury (Congress member, a Zemindar)

rising in suport of the Congress motion of opposing the Bill: "......Indeed landed aristocracy notwithstanding all these unwanted circumstances have hitherto stood firmly by the standard of loyalty but I fear they may have to break away essentially if too much stress is put upon them indirectly. (The reader may note how this Congress member takes care to affirm—what is fact—'loyalty of the landed aristocrats' including himself to the British government. This at the same time explains the solicitude of the British for the landed aristocrrcy as evident in the above proceedings particularly since, as in Bengal, they helped to draw the Congress to the aid of the British policy of staving off revolution.—Writer)

Mr. Azizul Huq (later member of the Viceroy's Executive Council, author of 'The man behind the plough') in his speech refers to an educational conference in Bogra in 1908 which "demanded" primary education for the masses and were even prepared to be taxed for the purpose...the mussalmans suggested that even if it were not considered possible to tax the entire community the mussalmans alone ought to be taxed,

—Vide Council proceedings August, 1930

Shri Sarat Chandra Pal moving that "the collection of any education cess in excess of the cultivating ryot's share shall be illegal" said: "Sir, there are many influencial landlords in Bengal excepting some beevolent landlords many of whom are against the imposition of primary education cess and as the Bill is going to be passed into law in the teeth of their oppisition it is rot unnatural to think that as the landlords are interested with the duty of realising education cess they or their rent collectors may take advantage of the law and being the protector of the helpless illiterate ryot may realise the whole education cess from them···" (Council proceedings August, 1930)

(২৪) Bengal Cooperative Journal

"Primary education in order than it may be effective should be free and computsory···A large number of stndents all over

the province but students will not be forthcoming if primary education is not made compulsory." —Mr, Sakumar Ranjan Das in Bengal Cooperative Journal quoted in Modern Review: Page 730, June, 1927.

(২৫) Opposition of Modern Review (Shri Ramananda Chatterjee)

"...It has been said by him and others—we are not quoting their exact words—that as it would not be possible to make the Government of India disgorge now and abstain from swallowing in future what extra-large amount it appropriates from Bengal there is no means left for the Bengalis to get universal education except fresh taxes......It may be said 'Bengal may get back her own in some distant or near future. Are her children to grow up into illiterate and ignorant masses in the meantime?" Not necessarily. If, as Mr Nazimuddin says, the Bengal farmers and ryots are willing and eager to pay a cess for the education of their children why cannot they and their leaders form education committees in each village, tax themselves, collect such tax and have and manage their own school? Such an endeavour would result in those who pay the piper also calling the tune; .. Editorial note in Modern Review September, 1930, Pages 348-349. (The 'do-it-if-you-can' manner chosen in the note to administer the sting on the ryots on behalf of the landlords could not be missed—writer)

"......We strongly object to the levy of any cess for meeting the expenses involved in the spread of Primary Education. The British government of India gets the largest amount of revenue from Bengal and though it is the most populous province gives it less money for its purpose than is given to any other province. This is extremely unjust. The revenue from jute ought to have been and ought to be given to Bengal......"—Editorial note in Modern Review, August 1929. (Read together with the above, the conclusion is obvious that what the author of the notes is against is spread

of Primary Education. One would agree with the author, though, about harm of Govt. control in the setup proposed. But not much used to be said by the Editor of the Modern Review about University Senate. The overwhelming majority of the members of this body were nominated by the Govt. No support was given either to the voice of the rural people in the Council that since the provincial budget did not take over the liability of the rurai police the chowkidars, the liability on account of Calcutta police might be taken off the budget and money saved might go towards rural development. Similar absence of support to proposals that charges on European education or eecleciastical charges might be taken off from the provincial budget also reveals the main purpose behind the demand, 'no primary education without central grant.' Only the first three words—'No primary education'—would serve to express the author's real view point.—Writer)

পরিশিষ্ট গ

(ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কেন প্রাথমিক শিক্ষার পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হলো, সে সম্বন্ধে মার্কসের বক্তব্য উপরে উদ্ধৃত হয়েছে। এখানে বৃটিশ ব্যাপার সম্বন্ধে আরও কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে জার্মানির ও ফ্রান্সের কিছু ইতিহাস দেওয়া হলো—লেখক

"...Elementary education in Britain it was made compulsory in 1970, admittedly to increase the competitive power of British industry... ..."

—Statement of the accused in the Meerut compiracy case "Communists Challenge from the Dock" Page 17.

Sir I. A R. Mariott

"...In 1891 a still greater change was effceted. The fees paid by parents were abolished and the state undertook to make good the deficiency—Thus elementary education became

not merely compulsory but gratuitous" ... ...—Modern England, Pege 45 (Mark the word 'gratuitous'—writer)

Historians' History of the world

"...The ministry of 1886 which endured till 1892 – made elementary education free throughout England. The alliance with the liberal unionists was, in fact, compelling the conservative government to promote measures which were not wholly consistent with the wholly conservative traditions or urges..." the volume on 'Great Britain'

Brigg & Jordon

'By 1870 the need for technical education was much more urgent than in 1840 and it was obvious that technical instruction could not be given to persons ignorant of the rudiments of a general education.

Moreover our industrial and economic supremacy was beginning to be challenged both on the continent of Europe and the New world.

Throughout people of all parties and beliefs began to see clearly that it was necessary to educate to some extent at least, if we were to survive the struggle for existence between nations. These ideas and beliefs paved the way for national education'—Economic History of England. P 675

H. C. Barnard.

"...The noteworthy advance which Prussia, for example had made since the beginning of the century and her recent success in war against France was attributed as much to her educational system as to her military organization..."

—A Short History of English Education.
(1949 reprint, Page 138)

Bernstein, Douglas Floud and Halsey

A retrogate Step.

"The work of Bernstein, Douglas Floud and Halsey has shown them by establishing selection for grammar schools

through eleven plus we in fact confirmed them as middle class schools, since middle class children was by that age much, better equipped in terms of 'vocabulary' and 'verbal intelligence' to pass the examination"—An article in the Punch Sept 21, 1966 by A. D. C. Peterson on the nature of snobbery in education.

Germany

In 1717 Fredrick William I of Prussia ordered all children to attend school where schools existed. This was followed in 1736 by edicts for the establishment of schools in certain provinces and by a Royal grant of 50,000 thalers for the purpose in the following year. In 1763 the Land schulmeglement of Frederick the Great laid down the broad lines upon which the Prussian state thereafter proceeded asserting the principle of compulsory school attendance……

France

The constitution of 1791 provided that primary education should be compulsory and free…

The wars of 1866 and 1870 were victories of the Prussian school master and aroused western Europe to the importance of popular education. For France the reform of popular education was essentially part of national restoration.

The laws making primary education gratuitous, compulsory and secular are indissolubly associated with the name of Ferry. The law of 1881 abolished fees in all primary schcols and training colleges, the law of 1882 established compulsory attendence and finally the law of october 30, 1886 enacted that none but lay persons should teach in the public schools all distinctively religious teaching.

—Taken from Encyclopaedia Britannica, 1962 Edition, Volume 7, Entry under "Education, history of."